বিভ্রান্ত রাজনীতি-দুই

দেশবাসী বেগম জিয়া ও তার সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন কখনও ভুলবেনা
-ব্যারিষ্টার মওদুদ

বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসিলে দেশ আর স্বাধীন থাকিবে না
-আব্বাস আলী খান

বেগম জিয়ার শাসন আমল

জিয়াউর রহমানের ভাঙ্গা সুটকেস হইতে আজ কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাহির হইতেছে
-চরমোনাই পীর

বিএনপি সরকার ছিল দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির সরকার
-কাজী জাফর

ধানের শীষে ভোট দিয়া জনগণ ভুল করিয়াছে
-শাহ মোয়াজ্জেম

বর্তমান মিত্ররা অতীতে যা বলেছেন

বেগম জিয়ার সরকার ছিল শয়তানের বোন
-শফিউল আলম প্রধান

বেগম জিয়ার সেনাবাহিনীর বাসভবন ছেড়ে দেয়া উচিৎ
-আলি আহাদ

বিভ্রান্ত রাজনীতি–দুই

বেগম জিয়ার শাসন আমল

বর্তমান মিত্ররা অতীতে যা বলেছেন

সম্পাদনা

আসলাম সানী

প্রকাশক

অক্ষর

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭

প্রকাশক ঃ সৈয়দ ফয়েজুর রহমান
অক্ষর
৩৮/২ক বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০ ও
৪/১ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৪৭৯৫, ৯৩৩৮২৭৫

প্রচ্ছদ ঃ কামাল পাশা চৌধুরী

মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র
US $. 7

BIVRANTO RAJNITI-2

BEGUM ZIAR SHASANAMAL

(A collection of speach of the Political Leaders) Edited by Aslam Sani, Published by Syed Faizur Rahman, Okkhar, 38/2 Ka, Banglabazar (2nd floor), Dhaka-1100 & 4/1, New Circular Road, Dhaka-1217, Phone: 834795, 9338275

www.pathagar.com

উৎসর্গ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যারা শহীদ হয়েছেন
তাদের স্মরণে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
বি এন পি	
ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	১৩
জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান	৫৩
জনাব আনোয়ার জাহিদ	৮০
জনাব খালেদুর রহমান টিটো	৯০
জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী	১০০
জামায়াতে ইসলামী	
অধ্যাপক গোলাম আযম	১০৮
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	১২৩
মাওলানা আব্বাস আলী খান	১৫৩
মাওলানা এ কে এম ইউসুফ	১৬৯
মাওলানা কামরুজ্জামান	১৭৪
মাওলানা কাদের মোল্লা	১৭৯
অন্যান্য জামায়াত নেতৃবৃন্দ	১৮৩
জাতীয় পার্টি	
জনাব কাজী জাফর আহমদ	১৯৮
জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	২১৪
ডেমোক্রেটিক লীগ	
জনাব অলি আহাদ	২৪২
ফ্রীডম পার্টি	
লে: কর্নেল (অব:) খন্দকার আবদুর রশিদ	২৫৭

www.pathagar.com

জাগপা

জনাব শফিউল আলম প্রধান ২৬০

ইসলামী ঐক্যজোট

মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (চরমোনাই পীর) ২৮৩

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ২৯৮

মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমিনী ৩০৫

সম্পাদকীয়/উপ-সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ৩১১

দৈনিক ইনকিলাব ৩১৩

দৈনিক সংগ্রাম ২৬১

দৈনিক মিল্লাত ৩৯২

সাপ্তাহিক চিৎকার ৪১২

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রজন্মকে আমরা কি শেখাবো? সত্য ও সুন্দরের বিকাশ, ন্যায়, নীতি ও মানবতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনুষ্যত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতি। নাকি মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারী হবার অপকৌশল? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি প্রজন্মের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে না পারলে তারা সুষ্ঠু সমাজ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। সমাজ পিছিয়ে যাবে বহু শত বৎসরের ব্যবধানে। যেখান থেকে ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠবে সামাজিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যের সুষ্ঠু বিকাশ।

মৌলিক চাহিদা পূরণের ন্যূনতম আশা আংকাঙ্খা বাস্তবায়নের যে লক্ষ্য নিয়ে দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীকালে সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে যার সুষ্ঠু প্রতিফলন আশা করেছিল, অনাকাংঙ্খিত সামরিক শাসন জনগণের সে সকল সোনার স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। ২১ বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমস্ত অর্জনগুলোকে মুছে ফেলার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু জনগণ সামরিক শাসন মেনে নেয়নি। যুগ যুগের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের যে স্রোতবাহী ঐতিহ্য বাঙালির রক্তে মিশে আছে তা আবার জেগে ওঠে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায়। গর্জে ওঠে বাঙলা ও বাঙালি। নব্বই এবং ছিয়ানব্বইয়ের গণ জোয়ারের সাফল্যে ভেসে যায় স্বৈরশাহীর তখতে তাউস।

সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সুসমন্বয়ের মাধ্যমে। এই সমস্ত দল ও নেতৃবৃন্দের নিকট আন্দোলনকামী জনতা ও সমগ্র জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখেছি। যে সমস্ত রাজনীতিবিদ আদর্শগত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল নেতৃত্বের বিশালতা, পরবর্তীকালে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লোভ লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে বিসর্জন দিয়েছেন

www.pathagar.com

তাদের তিল তিল করে গড়ে ওঠা সমস্ত অর্জন। হারিয়ে ফেলেছেন রাজনীতির আদর্শগত অবস্থান।

দল বদলের রাজনীতি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দের দলবদলের রাজনীতিতে রাজনৈতিক মতধারার কোন আদর্শই প্রাধান্য পায়নি। ব্যক্তিগত প্রাপ্তিই এখানে মূল হয়ে দেখা দিয়েছে। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের জন্য আদর্শিক আন্দোলন করেছেন, পরবর্তীতে সামরিক শাসকদের সহযোগী হিসেবে তাদের অনেককে দেখা গেছে। একইভাবে, মৌলবাদকে প্রগতির অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে যারা তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করেছেন, শুধু মাত্র ব্যক্তিগত প্রাপ্তি ও ক্ষমতার মোহে সেই মৌলবাদকে আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।

বাংলাদেশের বিগত ২৫ বছরের ইতিহাস বহু রাজনৈতিক নেতার পদস্খলনের ইতিহাস। কোন সুনির্দিষ্ট একটি দিকদর্শন বা জাতি গঠনে বলিষ্ঠ কর্মসূচী ও ভূমিকা কোনভাবেই এই সময়ে তাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। জনগণ বার বার বিভ্রান্ত হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদর্শ বিচ্যুতি ও দলবদলের কর্মকান্ডে। বিগত পাঁচ বছরে গণতন্ত্র চর্চার রাজনৈতিক স্রোতধারায় সাথে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির যে আদর্শগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তারই সংকলিত রূপ এই **"বিভ্রান্ত রাজনীতি দুই"** গ্রন্থটি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিভাবে তাদের খোলস পাল্টিয়ে নীতিগত অবস্থান পরিবর্তন করেছেন তার একটি বাস্তবচিত্র এই সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে।

আজকে যারা আন্দোলনের নামে বা ব্যক্তি স্বার্থে রাজনৈতিক দল বিএনপির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, মাত্র কিছুদিন পূর্বেও এই বিএনপির পাঁচ বছরের শাসনামল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য বা উক্তি কি ছিল? আজ অনেকেই হয়ত ভেবেছেন বা ভাবছেন জনগণ তাদের এই উক্তি বা বক্তব্য ভুলে গেছেন। পট পরিবর্তনের সাথে সাথে নিন্দিত ব্যক্তি নন্দিত হয়ে উঠবেন। বাস্তবে কি তাই? আমাদের সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের মনে রাখা উচিৎ

www.pathagar.com

জনগণকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন শেষ হয়েছে। রাজনীতির অঙ্গনে রথী-মহারথীগণ এই সংকলনটির পাতা উল্টালেই দেখতে পাবেন তাদের স্ববিরোধিতার দৌড় কতখানি। একইসাথে নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাবে দলীয় নেতৃত্ব কিভাবে কায়েমী স্বার্থপরদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে।

বাস্তবদৃষ্টে আমাদের দেশের নীতিভ্রষ্ট রাজনীতিবিদদের চেয়ে ভারতের হিন্দু মৌলবাদী, চরম সাম্প্রদায়িক ও বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রধান হোতা বি,জে, পি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানীকে তার নীতি ও আদর্শের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল মনে হয়। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন "খালেদা জিয়াই ভাল ছিলেন" (জনকণ্ঠ ৩০ জানুয়ারী '৯৭)। ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে তিনি খালেদা জিয়াকে পূর্বেও যেমন সমর্থন করেছেন বর্তমানেও সমর্থন অব্যহত রেখেছেন বলেই তার বক্তব্যে প্রমানীত হয়েছে।

সেই সূত্র ধরে আজকের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ বর্তমান বি এন পির সরকার বিরোধী আন্দোলনের মিত্র *ভাষা সৈনিক অলি আহাদ কি এখনও বলবেন:-*

"বেগম জিয়ার সেনাবাহিনীর বাসভবন ছেড়ে দেয়া উচিৎ"

জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান কি এখনও বিশ্বাস করেন:-

"বেগম জিয়ার সরকার ছিল শয়তানের বোন"

জাতীয় পার্টির কাজী জাফর আহমদ কি এখনও চিৎকার করে বলবেন:-

"বি এন পি সরকার ছিল দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির সরকার"

জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এখনও কি স্মরণ করিয়ে দেবেন:-

"ধানের শীষে ভোট দিয়া জনগণ ভুল করিয়াছে"

জামায়াতে ইসলামীর আব্বাস আলী খান এখনও কি সভা সমিতিতে নছিয়ত করবেন:-

"বি এন পি আবার ক্ষমতায় আসিলে দেশ আর স্বাধীন থাকিবে না"

www.pathagar.com

চরমোনাই পীর মাওলানা ফজলুল করীম ঈমানের দীক্ষায় জনতার উদ্দেশে এখনও কি প্রতিবাদ করে বলবেন:-

"জিয়াউর রহমানের ভাঙ্গা সুটকেস হইতে আজ কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাহির হইতেছে"

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তার জনসংযোগে এখনও কি আঙ্গুল দেখিয়ে বলবেন:-

"দেশবাসী বেগম জিয়া ও তার সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন কখনও ভুলবেনা"

আমরা জনগণ ভাল কিছুর আশায় আমাদের উচ্চশিক্ষিত রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়ে থাকি।

একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়ে সমাজে মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত হবে এই আশা আকাঙক্ষা লালন করেই এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাঙালি জাতি। আত্মত্যাগে বলীয়ান এই জাতি অনেক গর্ব ও গৌরবের দাবিদার। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদদের সঠিক রাজনৈতিক দিকদর্শন না থাকায় প্রজন্ম আজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে নতুন দল বা দলের সমন্বয়ে নতুন জোট সৃষ্টি করা হচ্ছে। এবং এই প্রক্রিয়া জাতীয় অগ্রগতিকে সার্বিকভাবে ব্যাহত করে চলেছে। যা উন্নতিকামী একটি জাতির পক্ষে কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমাদের রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলির কার্যক্রম বাঙালি জাতিকে বিগতদিনে কতখানি এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে তার বাস্তবতা খুঁজে দেখার জন্য এদেশের সচেতন মানুষের কাছে আবেদন করছি।

আমাদের সামান্য প্রয়াসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত, দলগত, এবং জোটগত বক্তব্য এই সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। স্থান সল্পতার কারণে আলোচকদের মূল বক্তব্য যথাযত রেখে সংশ্লিষ্ঠ পত্রিকা সমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আশা করবো প্রজন্ম এই রাজনৈতিক দূষণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

এই গ্রন্থটি পরিকল্পনায় ও সংকলনে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা পেয়েছি আমি তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চায় আমার এই সংকলন গ্রন্থটি কোনভাবে কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

সেপ্টেম্বর '৯৭ আসলাম সানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মওদুদ আহমদ

ইত্তেফাক রবিবার ১৯ মে '৯১

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জাতিকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জাতিকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। জনাব মওদুদ গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় জাতীয় যুবসংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত এক সভায় বলেন, সরকার দেশব্যাপী জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীদের নির্যাতনের মাধ্যমে টিকতে না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি স্পীকারের রুলিং অগ্রাহ্য করিয়া সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিতে না দিয়া কারাগারে পাঠানো হইয়াছে। এই ভাবে সংসদ ও আইনের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইতে থাকিলে গণতন্ত্র সুসংহত করা কঠিন হইবে।

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ২৩ মে '৯১

ত্রান কার্য পরিচালনা ও ত্রান বিতরণে সরকারের দলীয়করণ দুর্ভাগ্যজনক --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলিয়াছেন, প্রতিহিংসা ও সহিংসতার আশ্রয় নিলে গণতন্ত্রকে সুসংহত করা সম্ভব হইবে না। তিনি গতকাল (বুধবার) সিলেট

www.pathagar.com

বিমান বন্দরে জাতীয় পার্টির এক কর্মী সমাবেশে একথা বলেন। ত্রান কার্য পরিচালনা ও ত্রান বিতরণে সরকারের দলীয়করণ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, জাতির জন্য ইহা দুর্ভাগ্যজনক।

[redacted] মঙ্গলবার ৪ জুন '৯১

সরকারের পদক্ষেপের কারণে জাতি হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গতকাল এক বিবৃতিতে দেশব্যাপী জাতীয় পার্টির নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানির জন্য সরকারের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের পরিচায়ক। জনাব মওদুদ বলেন, গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হইল পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু সরকার সেই সহিষ্ণুতা দেখাইতে ব্যর্থ হইতেছেন। প্রতিহিংসা এবং সহিংসতা পরিত্যাগ করিয়া সরকার যদি সহিষ্ণুতার পথ অবলম্বন না করেন তাহা হইলে গণতন্ত্রকে সুসংহত করা সম্ভবপর হইবে না। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে জাতি হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। জনাব মওদুদ অবিলম্বে জাপা চেয়ারম্যান এরশাদসহ আটক সকল নেতার মুক্তি দাবি এবং নেতা কর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধের আহবান জানাইয়াছেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ১৫ জুন '৯১

প্রতিহিংসার মনোভাব পরিহার করুন

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ প্রতিহিংসার মনোভাব পরিহার করে সহনশীলতা ও সংযমের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সরকারের প্রতি আহবান জানান। তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সমাপনি বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করা হল গণতান্তিক জীবন ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করা হবে।

বাংলার বাণী সোমবার ২৯ জুলাই '৯১

কয়েক মাসে দেশবাসীর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে

--- মওদদু আহমদ

মওদুদ আহমদ বলেছেন, গত ডিসেম্বর মাসে দেশবাসী যে স্বপ্ন দেখেছিল গত কয়েক মাসের ঘটনা প্রবাহে সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের বুলি নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসলেও গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণতম সৌজন্যবোধ নেই। তিনি গতকাল শনিবার জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের জরুরী সভায় বক্তব্য রাখছিলেন।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা সোমবার ২৬ আগষ্ট '৯১

বর্তমান বিএনপি সরকার দেশ ও জাতিকে দিন দিন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, জাতির কোন আকাঙ্খা পূরণ হয়নি। বর্তমান বিএনপি সরকার দেশ ও জাতিকে দিন দিন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরো বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণভাবে অদক্ষতা ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই তারা দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে পারছেনা। শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে সর্বত্র চলছে নৈরাজ্য ,হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন শৃংখলার চরম অবনতিতে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

বাংলার বাণী সোমবার ২৬ আগষ্ট '৯১

বিএনপি সরকার গত ৫ মাসে সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি। ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, বর্তমানে দেশের অবস্থা দেখলে মনে হয় দেশে কোন সরকার নেই। বিএনপি সরকার গত ৫ মাসে সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি। জনগণের আশা পূরণে এ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি আজ জাপা আয়োজিত বিকালে স্থানীয় শহীদ হাদিস পার্কে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা বৃহস্পতিবার ২৯ আগষ্ট '৯১

বিএনপি সরকারের অযোগ্যতা এবং অপরিপক্কতার কারণে মাত্র তিন মাসেই জাতি আজ হতাশাচ্ছন

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, সরকারের আন্তরিকতার অভাবের দরুনই আজ দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

জনাব মওদুদ বলেন, বিএনপি সরকারের অযোগ্যতা এবং অপরিপক্কতার কারণে মাত্র তিন মাসেই জাতি আজ হতাশাচ্ছন্ন। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ভ্যাট প্রথার প্রবর্তন, শান্তি - শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি এবং কর বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ আজ সমস্যা জর্জরিত।

ইত্তেফাক রবিবার ১ সেপ্টেম্বর ৯১

সন্ত্রাসের মাধ্যমে যাহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে, সেই সন্ত্রাসের শিকার হইয়াই তাহাদেরকে ক্ষমতা হইতে বিদায় লইতে হইবে

-- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, সন্ত্রাসের মাধ্যমে যাহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে সেই সন্ত্রাসের শিকার হইয়াই তাহাদেরকে ক্ষমতা হইতে বিদায় লইতে হইবে। তিনি গতকাল(শনিবার) অপরাহ্নে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে জাতীয় পার্টি ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, দেশে লাগামহীন

www.pathagar.com

সন্ত্রাস সীমাহীন নৈরাজ্য দেখিলে মনে হয় না কোন সরকার আছে। জাতীয় পার্টি ক্ষমতা ছাড়ার পরবর্তী ৯ মাসে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছে ৬১শতাংশ আর বাজেট প্রদানের দুই মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তিরিশ শতাংশ। ৩ টাকার গোল আলু ৭ টাকায় উঠিয়াছে, ২৮ টাকা কেজীর সয়াবিন তেল ৪২ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান সরকার কোন ওয়াদাই পূরণ করিতে পারে নাই। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস গত কুড়ি বছরের মধ্যে রেকর্ড পর্যায়ে রহিয়াছে। জাতীয় পার্টি কোন সন্ত্রাসী তৎপরতায় নাই এখন সন্ত্রাসের জন্য দায়ী বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী।

দৈনিক জনতা শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর '৯১

প্রধানমন্ত্রীর উক্তি বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের সামিল

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, সরকার পরিবর্তনের ফলে জনগণের দুর্দশা আরো বেড়েছে। "এরশাদ কোন দিন ছাড়া পাবেনা" প্রধানমন্ত্রী যে উক্তি করেছেন, তা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। একজন গণতন্ত্রমনা এবং আইনের শাসনের প্রতি বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরণের উক্তি দেশের মানুষ আশা করেনা। এ ধরণের উক্তি বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের সামিল।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর '৯১

বিএনপি দেশ ও জাতির প্রত্যাশাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূলবৃদ্ধি ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি --মওদুদ আহমদ

মওদুদ আহমদ বলেছেন, জাতি বিএনপি সরকারের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল। কিন্তু বি এন পি দেশ ও জাতির প্রত্যাশাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেশবাসীকে উপহার দিয়েছে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও আইন শৃংখলার অবনতি। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, সন্ত্রাসের কারণে আজ দেশে ১০২টি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪টি মেডিঃ কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। জাতি আজ প্রশ্ন রাখছে, কবে দেশে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, সরকারের অদক্ষতা অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্কতার কারণে আজ সরকার যথাযথ ভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ।

বাংলার বাণী রবিবার ৮ সেপ্টেম্বর '৯১

সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য যেন সারাদেশকে গ্রাস করেছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, আজ দেশের মানুষ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে দিশেহারা, তাদের ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। দেশের আইন শৃংখলা অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য যেন সারাদেশকে গ্রাস করেছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর '৯১

নতুন আঙ্গিকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে

--- মওদুদ আহমদ

জাতীয় পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মওদুদ আহমদ বলেন, বিগত নয় মাসে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়াছে, গণতন্ত্রের কথা বলিয়া নতুন আঙ্গিকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। দেশব্যাপী সন্ত্রাস চলিতেছে। তিনি গতকাল (সোমবার) মোহাম্মদপুর টাউন হলে এক নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন।

ইত্তেফাক শনিবার ১২ অক্টোবর '৯১

প্রশাসনকে ব্যবহার করে সরকার সহিংসতায় মাতিয়া উঠিয়াছে

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গতকাল (শুক্রবার) সিলেটে বলিয়াছেন, ক্ষমতায় বসিতে না বসিতে সরকার যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছে, উহাতে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত। সন্ত্রাস দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিবে, কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিবে না। সরকারি দল গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ভূমিকা পালনের পরিবর্তে প্রশাসনকে ব্যবহার করিয়া সহিংসতায় মাতিয়া ওঠায় সমাজে দুস্কৃতিকারীরাই উৎসাহ পাইবে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শুক্রবার ১৭ জানুয়ারি '৯২

আইনের শাসনের প্রতি এত অবজ্ঞা ও অবহেলা পূর্বেকার কোন সরকারের সময় দেখি নাই

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, দেশে বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আইনের শাসনকে অর্থহীন করিতেছে। সরকার গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের কথা বলেন অথচ তাহারাই আইন বৈষম্যমূলকভাবে প্রয়োগ করিতেছেন।

তিনি বলেন, আইনের শাসনের প্রতি এত অবজ্ঞা ও অবহেলা পূর্বেকার কোন সরকারের সময় দেখি নাই। বর্তমানে জনগণের অধিকার বা গণতন্ত্রের নামে যাহা হইতেছে তাহাকে কোন অবস্থাতেই গণতন্ত্র বলা যায় না।

সংবাদ রোববার ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯২

এ সরকার একটি মামলা বাজ সরকার

--- মওদুদ আহমদ

সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এমপি বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় অদক্ষ, অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী। সরকার ৯ মাসে দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, অস্ত্রবাজির কারণে দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। দেশে চরম খাদ্যাভাব বিরাজ করছে। তিনি বলেন, এ সরকার একটি মামলাবাজ সরকার।

বাংলার বাণী বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯২

১৯৭২ সালের সরকারের আমল থেকে কোন সরকারকে বিরোধী দলের সভা সমাবেশ ভাঙতে দেখিনি

--মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের অব্যাহত স্বৈরাচারী তৎপরতার ফলে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের সরকারের আমল থেকে কোন সরকারকে দেখিনি বিরোধী দলের সভা সমাবেশ ভাঙতে অথচ আজ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার তা করছে।

দৈনিক জনতা শুক্রবার ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯২

জনগণ বিএনপিকে কোন দিন ক্ষমা করবে না

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, দেশে যদি আইনের শাসন কায়েম করা না হয়, নির্যাতন নিপীড়ন দমননীতির পথ পরিহার করা না হয়, তাহলে গণতন্ত্র

www.pathagar.com

কঠিন হুমকির সম্মুখীন হবে। আর এর দায় দায়িত্ব বিএনপিকে বহন করতে হবে। এজন্যে জনগণ বিএনপিকে কোন দিন ক্ষমা করবে না।

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ২৮ এপ্রিল '৯২

রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় যে প্রকট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য সংসদে এ ধরণের জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, গোলাম আযম ইস্যু নিয়ে সংসদে এত ব্যাপক আলোচনার পর বিষয়টির উপর সংসদেই সিদ্ধান্ত হবার কথা কিন্তু স্পীকার একা কি করে সিদ্ধান্ত নিলেন, রুলিং জারি করলেন তা সত্যিই ভাববার বিষয়। জনাব মওদুদ বলেন, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, নেতৃত্বের দুর্বলতা, ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় যে প্রকট অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য সংসদে এ ধরণের জটিলতা সৃষ্টি করে বিরোধী রাজনীতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির কারণে সারাদেশ আজ আতংকিত। সাধারণ মানুষ শান্তিতে রাত্রে ঘুমাতে পারেনা। হাঁটা চলাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

আজকের কাগজ সোমবার ১৮ মে '৯২

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নৈরাজ্য আর হাহাকারে দেশ ছেয়ে গেছে

--মওদুদ আহমদ

১৪ মাসে এ সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নৈরাজ্য আর হাহাকারে দেশ ছেয়ে গেছে। দেশের বিদ্যাপীঠগুলো রনাঙ্গণ। অস্ত্রের ঝনঝনানি। গত নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাচ্ছে, কিন্তু জনগণ ভোট দিয়েছিলো রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে। তাই আমরা মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করছি। সংসদে নয় জনগণই ঠিক করবে কে দেশ চালাবে রাষ্ট্রপতি না প্রধানমন্ত্রী।

জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে জাপা আয়োজিত টঙ্গিতে এক জনসমাবেশে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এ কথা বলেন।

ভোরের কাগজ বৃহস্পতিবার ৬ আগষ্ট '৯২

প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলীয়করণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনিত ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ-

-- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৯ ধারানুযায়ী সরকারের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে নোটিশ ও অনাস্থা প্রস্তাব সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শহর বন্দর গ্রাম-গঞ্জে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, দেশের

www.pathagar.com

প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলীয়করণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনিত ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ইনকিলাব রবিবার ২৫ অক্টোবর '৯২

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফরকালে যুক্ত ইশতেহারের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পুশইন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, এ সরকার নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য সংসদকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন মূলক আইন করেছে। এ আইন সংবিধান ও মানবতার পরিপন্থী। ভারতীয় পুশইন সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফরকালে যুক্ত ইশতেহারের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদেরে মাধ্যমে এ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। সমাবেশে জাতীয় পার্টির অন্যান্য নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

ভোরের কাগজ রোববার ৬ সেপ্টেম্বর '৯২

গণতন্ত্র আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সরকার জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে --- মওদুদ আহমদ

জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির বিষয়টি

www.pathagar.com

আলোচনা এবং এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সংসদের জরুরী অধিবেশন শুরু করার আহবান জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই আহবান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন সরকার সন্ত্রাস বন্ধ করে জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, সন্ত্রাসীরা সরকারের ছত্রছায়ায় আছে।

ইত্তেফাক শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর '৯২

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার জন্য সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করিয়া এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে -- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার জন্য সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করিয়া এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য এদেশের জনগণ যুগ যুগ ধরিয়া বিএনপি সরকারকে ধিক্কার দিবে। তিনি বলেন, প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই সকল প্রকার সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব। তিনি বলেন, দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আজ ধ্বংসের পথে বিদেশীরা এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সাধারণ মানুষ আজ চরম হতাশায় ভুগিতেছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর '৯২

তরুণদের কাছে অস্ত্র দেয়ার দায়ে শুধু মন্ত্রী নয় গোটা বিএনপি সরকারকেই এজন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছেন। সারাদেশে সন্ত্রাসের ব্যাপকতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার সন্ত্রাস দমনে এগিয়ে না এসে জাতীয় পার্টির কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাব দিহি করতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যর্থতার অভিযোগ এনে তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রী নিজে বলছেন তারা এরশাদের পতন ঘটানোর জন্য তরুণদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। এখন তারা সেই অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে পারছেন না।

তিনি বলেন, তরুণদের কাছে অস্ত্র দেয়ার দায়ে শুধু মন্ত্রী নয় গোটা বিএনপি সরকারকেই এজন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শুক্রবার ২৩ অক্টোবর '৯২

ভারত সফরে দেয়া যুক্ত ইশতেহার শুধু এই সরকার নয়, ভবিষ্যতের সরকার গুলোকেও বেকায়দায় ফেলা হয়েছে

-- মওদুদ আহমদ

মওদুদ আহমদ বলেছেন, এই সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকারের উপর জনগণের কতটুকু আস্থা আছে তা নতুন নির্বাচন দিলেই প্রমাণ হবে।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি ভারতের সাথে যুদ্ধ ইশতেহার বাতিল করার দাবি জানিয়ে বলেন, এই ইশতেহারে শুধু এই সরকার নয় ভবিষ্যতের সরকার গুলোকেও বেকায়দায় ফেলা হয়েছে।

বাংলার বাণী শনিবার ২৩ জানুয়ারি '৯৩

সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্যে লংমার্চে গুলি করে পাঁচ জনকে হত্যা করেছে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গতকাল শুক্রবার দেশে বিরাজমান নৈরাজ্য সন্ত্রাস, অস্থিরতা, চোরাকারবারীর উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে বলেন, এ সরকারকে জনগণ চায় না। জনগণ এর হাত থেকে মুক্তি চায়।

মওদুদ আহমদ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্যে সরকার লংমার্চে গুলি করে পাঁচ জনকে হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব মঙ্গলবার ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯৩

বি এন পি সরকার গণতন্ত্রের ললিতবানী শুনিয়েছিলো। কিন্তু তাদের আমলেই গণতান্ত্রিক আচার ও আচরণ সর্বপেক্ষা পদদলিত হচ্ছে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের ললিতবানী শুনিয়েছিলো। কিন্তু তাদের আমলেই গণতান্ত্রিক আচার ও আচরণ সর্বাপেক্ষা পদদলিত হচ্ছে। তিনি ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে সন্ত্রাসী তৎপরতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ ছাড়া সন্ত্রাসীদের পক্ষে সমগ্র জাতির চেতনাবোধকে এভাবে আঘাত করা সম্ভব ছিল না।

ইনকিলাব রবিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৩

সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অশোভনীয় আচরণে আজ জাতি বিক্ষুদ্ধ

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, সরকারের অযোগ্যতার কারণে দেশের অর্থনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সরকার আসে মানুষের কল্যাণের জন্য। বেকারদের কর্মসংস্থান হবে এটাই ছিল সকলের আশা। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থান দূরের কথা, বরং যাদের চাকরী ছিল তাদের অনেকেই কর্মচ্যুত হয়েছে। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অশোভনীয় আচরণে আজ জাতি বিক্ষুদ্ধ।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ বুধবার ১০ মার্চ '৯৩

বিএনপি রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার সন্ত্রাস সহিংসতা, জেল, জুলুম, হুলিয়া, মামলা ও অত্যাচার, নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। তিনি প্রবীণ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে নতুন করে আরেকটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে হয়রানির তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ করেছেন।

জনকণ্ঠ মঙ্গলবার ৩০ মার্চ '৯৩

বিচার বিভাগের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ----মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক সরকার হতে হলে গণতান্ত্রিক আচরণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরই নির্ভর করে দেশে কতটা গণতন্ত্র আছে। ক্ষমতাসীনদল তার কতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। ক্ষমতাসীনদল তিন জোটের ভিত্তিতে আন্দোলন করে ক্ষমতায় এলেও তার রূপরেখার প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেনা। তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন না শাসনের আইন চলছে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আবার কোথাও শাসন আছে কিন্তু আইন নেই। বিচার বিভাগের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ২৯ মে '৯৩

উন্নয়নের নামে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের নামে দেশে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাচ্ছে। তিনি বলেন, বিরোধী দলের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের নেতা ও কর্মীদের বন্দী রাখা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। তিনি আজ সকালে স্থানীয় জিয়া হলে খুলনা জেলা জাপার দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। জনাব মওদুদ বলেন, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রম অবনতি হচ্ছে। উন্নয়নের নামে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে।

ইত্তেফাক বুধবার ৩ মে '৯৩

দেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হইয়াছে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলিয়াছেন, সরকারের ভুল শিল্প, শ্রমিক ও আর্থিক নীতির কারণে দেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হইয়াছে। গত সোমবার বিকেলে ঢাকার, তোপ হইতে বিদায় লইতে হইবে। খুলনা, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হত্যা, সশস্ত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, খালেদা সরকারের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি চলমান আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহবান জানাইয়া বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে উৎখাত করিতে হইবে।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এই সরকারের ৪ বছর হইতেছে জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচারের ইতিহাস। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের উপরে যত আঘাত, যত অত্যাচার করিয়াছে তাহা সীমাহীন। তিনি সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের চাকুরীচ্যুতি, কলকারখানা বন্ধ এবং এরশাদ সরকারের সময়ে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ভারততোষণ নীতি ছাড়া কিছুই বুঝেনা। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, কোন সরকারই চিরস্থায়ী নহে। বর্তমান সরকারকেও একদিন ক্ষমতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।

ইনকিলাব শনিবার ৭ আগস্ট '৯৩

বিএনপি সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও প্রশাসন দলীয়করণের সরকার --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ বলেছেন, বিএনপি সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও প্রশাসন দলীয়করণের সরকার। এ সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আমরা আন্দোলনে নামতে প্রস্তুত। আমরা আড়াই বছর সময় দিয়েছি কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও তারা দেশের কোন মঙ্গল আনতে পারেনি। তাই এখন আন্দোলনের সময়, সরকারের পরিবর্তন আনার সময়। তিনি বলেন, এ সরকার গত আড়াই বছরে সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ দেশের শান্তিপ্রিয় ও উন্নয়নকামী মানুষ বিএনপির লোকজনকে ভোট দিয়ে এখন অনুতপ্ত।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ মঙ্গলবার ৭ সেপ্টেম্বর'৯৩

সীমাহীন দূনীতির কারণে বর্তমান সরকার দেশের অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয়েছে ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এম. পি অভিযোগ করেছেন, সীমাহীন দুর্নীতির কারণে বর্তমান সরকার দেশের অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক উৎপাদন বন্ধ হয়ে পড়ায় অর্থনীতি পঙ্গু হতে চলেছে। সার কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বাড়িয়ে দিয়ে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে একদিকে দেশে দিন দিন বেকারত্ব এবং অন্যদিকে কালোবাজারীদের দৌরাত্ম বেড়ে চলেছে।

ইত্তেফাক শনিবার ২০ নভেম্বর '৯৩

সকল ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার তাহাদের ভ্রান্তনীতি ও অজ্ঞতার কারণে সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮ শত কোটি টাকা ব্যয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং উন্নয়নকে গণমানুষের দোরগোড়ায় নিয়া যাবার জন্যই উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হইয়াছিল। এ পদ্ধতি বাতিল করিয়া বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশী জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করিয়াছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব সোমবার ২৯ নভেম্বর '৯৩

বিএনপি সরকারকে আমরা আর গণতান্ত্রিক সরকার বলতে চাই না। এ সরকার নগ্ন ফ্যাসিবাদী সরকারে পরিণত হয়েছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, বিএনপি সরকারকে আমরা আর গণতান্ত্রিক সরকার বলতে চাই না। এ সরকার নগ্ন ফ্যাসিবাদী সরকারে পরিণত হয়েছে। তিনি সংসদে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য বিএনপি সরকারকে দায়ী করে বলেন, এ ধরণের মানসিকতা গণতন্ত্র নস্যাতের চক্রান্ত। তিনি আরো বলেন, বাকেরগঞ্জ সদরে ২৫ নভেম্বর আমাদের জনসভার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। কিন্তু নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ে আমাদের জনসভা শুরুর আগেই সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা আমাদের সভামঞ্চ ভেঙ্গে দেয় এ ঘটনায় স্থানীয় মানুষ ও জাতীয় পার্টির কর্মীদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জনসভা করার উদ্দেশ্যে জনগণ ও কর্মীরা জমায়েত হতে থাকে। আমরা সভাস্থলের আড়াই কিলোমিটার দূর থেকেই হাজার হাজার লোকের সাথে সভা স্থলের দিকে যাত্রা করলে চারটি স্থানে বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। পুলিশের সামনেই এসব ঘটনা ঘটে। কিন্তু পুলিশ কোন বাধা দেয়নি। তিনি বলেন, সরকারের অভ্যন্তরে একটি প্রভাবশালী মহল গণতন্ত্র নস্যাতে লিপ্ত রয়েছে। সরকারি সর্বোচ্চ মহল থেকেই পটুয়াখালীতে আমাদের ওপর হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তিনি বলেন, সংসদে সরকারী দল যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে, এ ধরণের মানসিকতা গণতন্ত্র নস্যাতের চক্রান্ত। তিনি বলেন, আমরা এ সরকারকে আর গণতান্ত্রিক সরকার বলতে চাইনা। এ সরকার হচ্ছে নগ্ন ফ্যাসিবাদী সরকার।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শনিবার ২৫ ডিসেম্বর '৯৩

বিএনপি সরকারের দুর্নীতিবাজ কয়েকজন মন্ত্রীর কার্যকলাপের শ্বেতপত্র প্রকাশ করিতে হইবে

--- মওদুদ আহমদ

এক সংবর্ধনা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, অসভ্য সন্ত্রাস দমন আইন দ্বারা অপর দলের লোকদের বিনাবিচারে জেলে পোরা হইতেছে। অথচ এই সরকারের আমলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পূর্বেকার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সন্ত্রাসীদের কবলে দেশ ও জাতি আজ জিম্মী। মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বর্তমান সরকারকে দুর্নীতিবাজ অনভিজ্ঞ, ও অযোগ্য হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, বিএনপি সরকারের দুর্নীতিবাজ কয়েকজন মন্ত্রীর কার্যকলাপের শ্বেতপত্র প্রকাশ করিতে হইবে।

জনকণ্ঠ বুধবার ২৯ ডিসেম্বর '৯৩

বিগত কোন সরকারের আমলে এতো সন্ত্রাস হয়নি

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, দেশের সর্বত্র আজ শুধু হতাশা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির কারণে বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। বিগত কোন সরকারের আমলে এতো সন্ত্রাস হয়নি। আজ জনগণের জান মালের নিরাপত্তা নেই। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ছাত্ররা বই খাতা নিয়ে লেখাপড়া করতে গিয়ে ফিরে আসছে লাশ হয়ে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বুধবার ১২ জানুয়ারি '৯৪

এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে অচিরেই সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের যে সকল কলকারখানা এখনও চালু আছে সেগুলোও অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ৭০ হাজার শ্রমিকের চাকরি গেছে, সরকার লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করার পরিকল্পনা করে বসে আছেন। এ ক্রান্তিকালে শ্রমিকরা বসে থাকতে পারে না।

জনকণ্ঠ রবিবার ২৩ জানুয়ারি '৯৪

বিএনপি সরকার জাতিকে সন্ত্রাস দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি উপহার দিয়েছে ----মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, আগামী ৩০শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জনগণ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানাবে। জনাব মওদুদ আহমদ বলেন, বিএনপি সরকার জাতিকে সন্ত্রাস দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি উপহার দিয়েছে। তিনি বলেন, জনগণ এ সরকারের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২৪ জানুয়ারি '৯৪

জনগণ আজ অযোগ্য অদক্ষ এক নেতৃত্বের হাতে আবদ্ধ

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, জনগণ আজ অযোগ্য অদক্ষ এক নেতৃত্বের হাতে আবদ্ধ। তিন বছরের কুশাসন ও অপশাসনের যাতাকলে মানুষ আজ নিষ্পেষিত। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা এরশাদকে ফিরে পেতে চায়।

গত রোববার বিকেলে মগবাজার চৌরাস্তায় কর্নেল (অবঃ) মালেকের নির্বাচনী সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছিলেন।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৪

বক্তৃতা নয়, নির্বাচন দিয়া জনপ্রিয়তা যাচাই করুন

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ক্ষমতার দম্ভ পরিহার করিয়া সহনশীল হওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়া বলেন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একলক্ষ ভোটে বিএনপি প্রার্থীর পরাজিত হওয়ার অর্থ সরকারের প্রতি জনগণের অনাস্থা। সংসদে লালবাগ হত্যাকান্ডের উপর আলোচনায় তিনি বলেন, বক্তৃতা দিয়া জনপ্রিয়তা যাচাই করা যায় না, নির্বাচনে জনপ্রিয়তা বুঝা যায়।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ লালবাগ হত্যাকান্ডকে ঠান্ডা মাথায় ঘটানো হত্যাকান্ড হিসাবে আখ্যা দিয়া বলেন, সন্ত্রাসদমন আইন করা হইয়াছে অথচ সরকার দলীয়দের দ্বারা সংঘটিত এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস

www.pathagar.com

দমন আইন ব্যবহার করা হয় নাই। শুধুমাত্র বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের হয়রানির জন্য সন্ত্রাসদমন আইন ব্যবহৃত হইয়াছে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই ধরণের আইন বাতিল করিতে হইবে।

[illegible] রোববার ১৭ এপ্রিল '৯৪

এর আগে কখনো বিচারকদের এরকম চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি --মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক চাপ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্তরায়। এর আগে কখনো বিচারকদের এরকম চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে "আইনের শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকিকরণ" সম্পর্কিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখছিলেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে ব্যর্থতার জন্যে ব্যারিস্টার মওদুদ বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, বিচার বিভাগ পৃথকিকরণে আওয়ামী লীগ সাংসদ সালাহউদ্দিন ইউসুফ আনীত বেসরকারী বিল উত্থাপন করতে না দিয়ে কার্যত বিএনপি মানুষের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৩০ জুন '৯৪

অবৈধ এ বাজেটের দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ভারত --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, সকল বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সংসদে পাশ করা ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেটের কোন বৈধতা নেই। সরকার এ বাজেট অধিবেশনে এবং বাজেট পাস প্রক্রিয়ায় এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতে সরকারের দেশ ও সরকার পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ বাজেট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি একটি দলিল। এ বাজেটের মাধ্যমে সকল বেনিফিশিয়ারী হবে ভারত। ফলে দেশ ভারতের পণ্যে সয়লাব হবে।

ভোরের কাগজ শুক্রবার ১ জুলাই '৯৪

সরকারি দল জাতীয় পার্টির সমর্থন লাভের জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়েছিল ---মওদুদ আহমদ

প্রধানমন্ত্রী সংসদে গত বুধবারের বক্তব্যে জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গে একাধিকবার স্বৈরাচার শব্দ ব্যবহার করায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় সংসদ ভবনে এক প্রেস বিক্ষোভে জাপার সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা মওদুদ আহমদ বলেন, বিএনপি সরকার কতটুকু স্বৈরাচার ভবিষ্যৎ তার জবাব দেবে। তবে দেশবাসী জানে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে দ্বাদশ সংশোধনী ও সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন নিয়ে যখন সঙ্কট দেখা দিয়ে ছিল তখন সরকারি দল জাতীয় পার্টির সমর্থন লাভের

www.pathagar.com

জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়েছিল। তিনি বলেন, সেদিন প্রচলিত সকল আইনকে উপেক্ষা করে রাত ৯ টায় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটক খুলে দিয়ে জাপার চেয়ারম্যান এরশাদেরবন্দু, সরকারি দল একথা বললেও সেই সংসদে প্রধানমন্ত্রী বির্তকে অংশ গ্রহণ করেন না।

দৈনিক রানার বৃহস্পতিবার ২২ সেপ্টেম্বর '৯৪

চেতনাহীন বিএনপি সরকারের কথায় ও কাজে মিল নেই

-----মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এম পি বলেছেন, চেতনাহীন বিএনপি সরকারের কথায় ও কাজে মিল নেই। এই সরকার সমঝোতা বোঝেনা। এরা দেশের বিরাজমান সংকট নিরসনে আন্তরিক নয়। খালেদা সরকার সংলাপের কথা বলে সংঘাত করছে। এরা সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলে, অথচ নিজেরাই সন্ত্রাসীদের লালন করছে। গণতন্ত্রের কথা বলে এরা স্বৈরতন্ত্র কায়েম করছে।

দৈনিক মিল্লাত বুধবার ১৯ অক্টোবর '৯৪

সরকার ভারত তোষননীতি গ্রহণ করেছে

--- মওদুদ আহমদ

জনাব মওদুদ আহমদ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করে বলেন, সরকার ভারত তোষননীতি গ্রহণ করেছে। ভ্রান্ত অর্থনীতির করণে দেশ ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিনত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে গঙ্গার

www.pathagar.com

সবচেয়ে কম পানি পাওয়া গেছে। কিন্তু সরকার তার প্রতিবাদ করেনি। তিনি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাজপথের আন্দোলন ব্যর্থ হয় না।

দৈনিক সকালের খবর শনিবার ২২ অক্টোবর '৯৪

বিএনপি সরকারের ভারততোষণ নীতির ফলে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, সরকারের ভ্রান্ত নীতির কারণে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছিনা। ফলে উত্তরাঞ্চল আজ মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকারের ভারততোষণ নীতির ফলে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে।

বাংলার বাণী শনিবার ২৪ ডিসেম্বর '৯৪

এই সরকারই ভারতকে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে -- মওদুদ আহম্মেদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, ইসলামের দোহাই দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধাচণ করে এবং নৌকা বিরোধী জিগির তুলে এই সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে। অথচ এই সরকারই ভারতকে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছে। অবৈধ পণ্য আমদানী যারপর নাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ১৩ মার্চ '৯৫

দেশে সার ও খাদ্যশস্য সরকার দলীয়করণ করিয়াছে, তাই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হইয়াছে

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলিয়াছেন, বর্তমান রাজনৈতিক ও খাদ্য সংকটসহ সকল সংকট বর্তমান সরকারের সৃষ্ট। কাজেই ইহার দায়-দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হইবে। বর্তমান সংসদ ও সরকারের কোন নৈতিক বৈধতা নেই। তিনি আরও বলেন, দেশে সার ও খাদ্য শস্য সরকার দলীয়করণ করিয়াছে। তাই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। আর কিছু সংকটে বিএনপির মন্ত্রী ও দলীয় ব্যক্তিরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করিতেছে। একদিন ইহার জবাব দিতে হইবে।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ৩১ মার্চ '৯৫

এই ধরণের অনুভূতিহীন, নির্জীব ও ব্যর্থ সরকার বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশে আর কখনো দেখিনি

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, এই ধরণের অনুভূতিহীন, নির্জীব ও ব্যর্থ সরকার বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশে আর কখনো দেখিনি। বিগত ৪ বছরের ইতিহাস সরকারের নৈরাজ্য সন্ত্রাস ও অর্থনীতি পরিচালনায় অক্ষমতার ইতিহাস। গতকাল বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলা জাতীয় পার্টির এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

অদক্ষ অর্বাচীন এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বাজিয়া গিয়াছে

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলিয়াছেন যে, সরকার কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্যে সার এবং চাউলের ব্যবস্থা করিতে পারে না তাহার ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নাই। দেশ পরিচালনায় বিএনপি সরকারের সর্বক্ষেত্রে অযোগ্যতার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, অদক্ষ অবার্চীন এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বাজিয়া গিয়াছে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, জাতি এক গভীর সংকটে নিপতিত সরকার স্বয়ং এই সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। সরকার সার সংকট সৃষ্টি করিয়া কৃষককে পথে বসাইয়াছে। ফলে শুরু হইয়াছে কৃষক বিদ্রোহ। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪ জন কৃষক সারের দাবিতে প্রাণ হারাইয়াছে। ২১৪ টাকা মূল্যের সার ৫৫০ টাকায়ও পাওয়া যাইতেছে না। সরকারের মন্ত্রী এমপিরা সার কেলেঙ্কারিতে জড়াইয়া কোটি কোটি টাকার পাহাড় জমাইতেছেন। তিনি বলেন, ১৪ বছর পূর্বের ঘটনা মঞ্জুর হত্যাকান্ড এখন আলোচনায় আনা হইয়াছে।

এরশাদকে জড়ানোর চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা বেগম জিয়ার নিকট প্রশ্ন করিতে চাই, ১৪ বছরের পূর্বের ঘটনার বিচার এখন কাহার ইঙ্গিতে করিতেছেন? মঞ্জুর হত্যাকান্ডের সময় আপনারাই সরকারে ছিলেন। অন্যায় কাজ করিতে যাইবেন না। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলো। অথচ জনগণের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক বুধবার ৩ মে '৯৫

বর্তমান সরকার ভারততোষণ নীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এই সরকারের ৪ বছর হইতেছে জুলুম নির্যাতন ও অত্যাচারের ইতিহাস। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের উপরে যত আঘাত যত অত্যাচার করিয়াছে তাহা সীমাহীন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ভারততোষণ নীতি ছাড়া কিছুই বোঝে না।

দৈনিক সকালের খবর রোববার ৮ অক্টোবর '৯৫

ক্ষমতাসীনদের অযোগ্যতা আর ব্যর্থতায় দেশে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ----মওদুদ আহমদ

মহাখালীতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, সরকারের সময় ফুরিয়ে এসেছে। গণজোয়ার আর লাগাতার আন্দোলনের মুখেই তাদের ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীনদের অযোগ্যতা আর ব্যর্থতায় দেশে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। খুন, রাহা জানি, ছিনতাই ছাড়া এখন পত্রিকায় আর অন্য কোন সংবাদ নেই। ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত বলেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবশ্যই নির্বাচন দিতে হবে। তিনি অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি করে বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে। চাল ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ১৮ অক্টোবর '৯৫

এ সরকার জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দলীয় স্বার্থ কায়েম করে স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবর্তীন হয়েছে

--- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, এই সরকার একটি দুর্বল সরকার, এই সরকার জানেনা কিভাবে দেশ পরিচালনা করতে হয়। তিনি বলেন, বিএনপি বিভিন্ন নির্বাচনে যে ভোট ডাকাতি, সন্ত্রাসের পরিচয় দিয়েছে তাতে এ সরকারের আমলে আর কোন নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। তাই এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেন, বেকারত্বের অভিশাপ ও ভ্রান্ত শিল্পনীতির কারণে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এ সরকার জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দলীয় স্বার্থ কায়েম করে স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবর্তীন হয়েছে।

দৈনিক সকালের খবর রোববার ১২ নভেম্বর '৯৫

এ সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে সংকট তত ঘনীভূত হবে

---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবেন না। গতকাল শনিবার প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

সমাবেশে ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, এ সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে সংকট তত ঘনীভূত হবে। তিনি বলেন, মন্ত্রী এমপিদের দুর্নীতির বিচারের ভয়ে সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নেনে নিচ্ছে না।

•

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১৪ নভেম্বর '৯৫

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ধরণের স্ববিরোধী উক্তি আমরা আশা করি নাই ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, দেশে নিরপেক্ষ ব্যক্তি নাই। থাকিলেও তিনদিন দেশ চালাইতে পারিবে না। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই ধরণের স্ববিরোধী উক্তি আমরা আশা করি নাই। এ বক্তব্য ১৯৯০ সালে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ দেশ ও নির্বাচন পরিচালনার নিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করার সামিল।

ইত্তেফাক শনিবার ২৭ জানুয়ারি '৯৬

অস্ত্রের শতকরা ৮০ ভাগই রহিয়াছে সরকারি মদদপুষ্ট বাহিনীর হাতে --- মওদুদ আহমদ

মওদুদ আহমদ বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে দেশে ১ লক্ষ ৭০ হাজার অবৈধ অস্ত্র রহিয়াছে। অথচ ইহার উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার হয় নাই। কেননা এই অস্ত্রের শতকরা ৮০ ভাগই রহিয়াছে সরকারি মদদপুষ্ট বাহিনীর হাতে। জনাব মওদুদ বলেন, সরকার সংবিধানের ধুয়া তুলিয়া একদলীয়

www.pathagar.com

নীল নকশার নির্বাচনে সুকৌশলে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার জন্য পায়তারা শুরু করিয়াছে।

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬

দেশবাসী বেগম খালেদা জিয়ার প্রহসনমূলক নীলনকশার নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে

--- মওদুদ-জাফর

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং কাজী জাফর আহমদ গতকাল বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, দেশবাসী বেগম খালেদা জিয়ার প্রহসনমূলক নীলনকশার নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তা ও অন্যান্য পেশাজীবীরা নির্বাচনী কার্যক্রম বর্জন করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রার্থী পলায়ন করিয়াছে। নির্বাচনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশবাসী বিক্ষুব্ধ। এমতাবস্থার এই নির্বাচনের কোন বৈধতা নাই। তাই ভোটারবিহীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিয়া লাভ হইবে না। বরং পরিস্থিতি আরও নাজুক হইবে। এমতাবস্থায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার পতন সুনিশ্চিত করার জন্য তাহারা দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ১১ এপ্রিল '৯৬

বেগম খালেদা জিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তির দাবিদার হওয়ার বক্তব্য মানায় না --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করা, গঙ্গার পানি আনতে ব্যর্থতা, বরাক বাঁধ নির্মাণে বাধা প্রদান না করা এবং পুশইনের ব্যাপারে যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর করার পর বেগম খালেদা জিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তির দাবিদার হওয়ার বক্তব্য মানায় না।

ইনকিলাব শনিবার ২০ এপ্রিল '৯৬

আমরা বিএনপি সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখতে চেয়েছি --- মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, আমরা বিএনপি সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখতে চেয়েছি।

আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দুটি দাবি অর্জিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর দেশব্যাপী এমন সফল গণআন্দোলন আর কখনো হয়নি।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, আমরা দুই বছর সংগ্রাম করেছি দাবি আদায়ের জন্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দৃঢ় করার জন্য এই সংগ্রাম আন্দোলনে অনেক রক্ত ঝরেছে। অনেকেই শহীদ হয়েছে।

www.pathagar.com

দেশবাসী বেগম জিয়া ও তার সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন কখনো ভুলবেনা ---মওদুদ আহমদ

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এরশাদকে আর বেশি দিন জেলখানায় রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি একজন মহিলার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। বিএনপির সরকার ১৮,জন কৃষক, ১৭ জন শ্রমিক, শতাধিক ছাত্র, ২৩০ জন আন্দোলনকারী নেতা-কর্মী হত্যা করেছিল। বেগম জিয়ার হাতে রক্তের দাগ। দেশবাসী বেগম জিয়া ও তার সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন কখনো ভুলবেনা, ভুলতে পারে না। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে বেগম জিয়ার যুক্ত ইশতেহার ছিঁড়ে ফেলবে। তা প্রত্যাখান ও অমান্য করবে। সেই যুক্ত ইশতেহার ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করবে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তার লিখিত বই Democracy and the challenge of Devolopment যে তথ্য উল্লেখিত হয়েছে:-

"In response to his call for dialogue, seventy- five political parties with 360 leaders joined the discussion with Ershad at Bangabhaban in January-February 1984.Almost all prominent leaders and parties participated to put forward their respective demands and suggestions. Begum Zia began the dialogue by

www.pathagar.com

refusing to sit with some members of Ershad`s government, including his prime Minister, Ataur Rahman Khan. She then held a dramatic meeting with Ershad at Bangabhaban by herself, without the knowledge of many of her colleagues. " page 310, para 4.

বেগম জিয়া নাটকীয়ভাবে এরশাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন --- মওদুদ আহমদ

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদের আহবানে ৭৫ টি রাজনৈতিক দলের প্রায় ৩৬০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গভবনে তাদের মতামত তুলে ধরার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। বেগম জিয়া আলোচনার শুরুতে এরশাদ মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যসহ প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের উপস্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে তার সহকর্মীদের অজান্তে নাটকীয়ভাবে বঙ্গভবনে এরশাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। (পাতা-৩১০,প্যারা-৪)

*****

" Zia ruled from 1975 to 81 and Ershad from 1982 to end of 1990. Both men represented the military as Chief of Army Staff when they took over the power of the state, and nither had the legal or moral authority to do so." page 350, para 1, line 3.

www.pathagar.com

জিয়া এবং এরশাদ উভয়েই বে-আইনিভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন --মওদুদ আহমদ

জিয়া ১৯৭৫ হতে ১৯৮১ এবং এরশাদ ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালের শেষ পর্যন্ত দেশ শাসন করেছেন। দু'জনেই বে-আইনী ও অনৈতিকভাবে সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। (পাতা-৩৫০, প্যারা-১, লাইন-৩)

****

"In the traditional sense, Zia was almost incorruptible, or at least he had a reputation of being so, although he allowed his ministers to freely collect funds for the party and thereby encouraged them to indulge in corruption." page 356, para 2.

জিয়া সকলকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন --মওদুদ আহমদ

প্রচলিত ধারণায় জিয়া দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন অথবা তার এরকম একটি ভাবমূর্তি ছিল। যদিও তিনি দলীয় তহবিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে তিনি সকলকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। (পাতা-৩৫৬, প্যারা-২)

www.pathagar.com

****

"We have seen how Zia punished and eliminated his political opponents through the Martial Law Courts." page 377, para 3, line 9.

জিয়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে সমূলে বিনাশ করেছিলেন ---মওদুদ আহমদ

আমরা লক্ষ্য করেছি জিয়া সামরিক আদালতের মাধ্যমে কিভাবে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদান করেছেন এবং সমূলে বিনাশ করেছিলেন। (পাতা-৩৭৭, প্যারা-৩, লাইন-৯)

www.pathagar.com

ওবায়দুর রহমান

ইত্তেফাক শুক্রবার ১২ জুলাই '৯১

নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী --- ওবায়দুর রহমান

বাংলাদেশ জনতা দলের চেয়ারম্যান কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, ১৯৯০ সালে উপজেলা নির্বাচনে সকল দল ও মত অংশগ্রহণ করিয়াছিল। নির্বাচিত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিপন্থী। জনাব রহমান গত বুধবার তাহার বনানীর বাসভবনে সাক্ষাৎ করিতে আসা কয়েকজন উপজেলা চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে একথা বলেন। চেয়ারম্যানদের মধ্যে ছিলেন উপ-জেলা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ও সাভার উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ ফিরোজ কবির, নারায়নগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান হাফেজ মোক্তার হোসেন ও চরভদ্রাসন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ সরওয়ার আজাদ খান।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১ আগষ্ট '৯১

অবৈধ অস্ত্রের দরজা খোলা রেখে সন্ত্রাস দমনের পরিকল্পনা একটি অপকৌশল মাত্র

--- ওবায়দুর রহমান

জনতা দলের চেয়ারম্যান কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, অবৈধ অস্ত্রের দরজা খোলা রেখে সন্ত্রাস দমনের পরিকল্পনা একটি অপকৌশল মাত্র। জাতি আজ অবৈধ অস্ত্রধারীদের নিকট জিম্মি হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তিনি গতকাল দলীয় কার্যালয়ে যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, দেশ এভাবে চলতে পারে না জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দেশ ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

বাংলার বাণী শনিবার ১৭ আগষ্ট '৯১

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে

--- ওবায়দুর রহমান

বাংলাদেশ জনতা দলের চেয়ারম্যান কে, এম, ওবায়দুর রহমান সারাদেশে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা দেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসবন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শনিবার ৩১ আগষ্ট '৯১

দেশের কৃষক সমাজ তাহাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না --- ওবায়দুর রহমান

বাংলাদেশ জনতা দলের চেয়ারম্যান কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলিয়াছেন, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও জনগণের আশা আকাংক্ষার বাস্তবভিত্তিক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। দেশের কৃষক সমাজ তাহাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না। তিনি অবিলম্বে সরকারী পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে ব্যাংক হইতে টাকার সংস্থান করিয়া সর্বনিম্ন পাঁচশত টাকা পাটের মন ধার্য করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি পাট ক্রয় করার আহবান জানান। গতকাল (শুক্রবার) দলীয় কার্যালয়ে দলের ঢাকা মহানগরী কমিটির সভায় তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন দলীয় নেতা মীর্জা আঃ হালিম, বেগম শাহিনা খান, রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী আলহাজ্ব এনামুল হক চৌধুরী, এস, এম, আলীম প্রমূখ।

বাংলার বাণী শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর '৯১

দুর্নীতি দূর করতে না পারলে উন্নয়ন সম্ভব নয়

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি বলেন, স্বৈরাচার সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমরা আশা করেছিলাম স্বৈর সরকারের পতনের পর দেশের আমুল পরিবর্তন হবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সেই

www.pathagar.com

দিকে কোন নজর আছে বলে মনে হয় না। গতকাল মিরপুর ১১ নম্বরে থানা জনতা দল আয়োজিত এক কর্মী সভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলার বাণী শুক্রবার ২০ সেপ্টেম্বর '৯১

আমরা মাস্তানতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘ নয় বছর সংগ্রাম করিনি

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, আমরা মাস্তানতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘ নয় বছর সংগ্রাম করিনি। যে আশা আকাংক্ষা নিয়ে জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে বর্তমান সরকার জনগণের সে আকাংক্ষা পুরণে ব্যর্থ হওয়ায় মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। মগবাজার কমিউনিটি সেন্টারে জনতাদল রমনা থানা শাখার কর্মী সভায় তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন রাতে জগন্নাথ হলে ন্যাক্কারজনক পুলিশী আক্রমন চালানোর দরকার ছিলনা।

ইত্তেফাক সোমবার ১১ নভেম্বর '৯১

গণতন্ত্রের নামে বর্তমানে দেশে স্বৈরতন্ত্র চলিতেছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, গণতন্ত্রের নামে বর্তমানে দেশে স্বৈরতন্ত্র চলিতেছে। দেশের মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য আমাদের নতুন করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতে হইবে। জনতা দল ঢাকা মহানগরী শাখার

www.pathagar.com

সভাপতি এস,এম আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন দলীয় নেতা মির্জা আব্দুল হালিম, বেগম শাহিনা খান, এ্যাডভোকেট খান মোঃ আনোয়ারুল ওদুদ, রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী প্রমুখ।

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, সন্ত্রাস বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার প্রতিরোধে সরকারের কোন তৎপরতা নাই। উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহাদের অদক্ষতার কারণেই।

ইত্তেফাক শনিবার ১৪ ডিসেম্বর '৯১

দেশ আজ সন্ত্রাসবাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে,এম, ওবায়দুর রহমান স্বাধীনতার মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষাঙ্গনসহ সকল স্তরে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বন্ধ করিতে ছাত্র সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার আহবান জানান। সন্ত্রাসবাজ সরকারের উদাসীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, দেশ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। গতকাল সন্ধ্যায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতাধিক ছাত্রনেতা ও কর্মীর বাংলাদেশ ছাত্রদলে যোগদান উপলক্ষে তিনি বক্তব্য রাখিতে ছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ২১ ডিসেম্বর '৯১

দশ মাসে সব দিক থেকেই সরকার জনগণকে হতাশ করেছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বিগত দশ মাসে সব দিক থেকেই সরকার জনগণকে হতাশ করেছে, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরীর মিরপুরের একদল রাজনৈতিক কর্মীর জনতা দলে যোগদান উপলক্ষ্যে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন, এই হতাশা থেকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ৩১ ডিসেম্বর '৯১

সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সরকার নীরব

--- ওবায়দুর রহমান

বাংলাদেশ জনতা দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সভা গত রবিবার দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের চেয়ারম্যান কে, এম, ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বার্মার সামরিক জান্তা বিনা উস্কানিতে সীমান্তে বি, ডি, আর জোয়ান হত্যা, যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ ও সামরিক মহড়া দেওয়া সত্ত্বেও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সরকারের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করা হয়। সভায় প্রচন্ড শীতে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের মানবেতর জীবন যাপনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবন রক্ষার্থে তথায় জরুরী ভিত্তিতে শীতবস্ত্র প্রেরণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান হইয়াছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি '৯২

বিএনপি সরকার নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, ১৯৯১ সাল ছিল সরকারের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার বছর। শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বস্তর ছিল সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার আমাদের উপহার দিয়েছেন আইন শৃংঙ্খলার চরম অবনতি। অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিএনপি সরকার নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলার বাণী রবিবার ১২ জানুয়ারি '৯২

সরকারের ভ্রান্তনীতি ও ব্যর্থতার ফলে দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, সব দিক থেকে জাতি আজ নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা সমাধান করার পরিবর্তে সরকার গত এক বৎসরে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও ব্যর্থতার ফলে দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে। এভাবে চলতে থাকলে দেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাবে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শুক্রবার ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯২

সরকার জনগণের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ

--- **ওবায়দুর রহমান**

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ । গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ আজ অসহায় জীবন যাপন করছে। সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ ধ্বংসের পথে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের শতাধিক ছাত্র যুবকের জনতা দলে যোগদান অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন।

ইত্তেফাক বুধবার ১ এপ্রিল '৯২

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিয়া স্বাধীনতার মুলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে

--- **ওবায়দুর রহমান**

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করিয়া স্বাধীনতার মুলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে। ফারাক্কা সমস্যা এখনও বিদ্যমান। পানির অভাবে দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইতে যাইতেছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক বুধবার ২৪ শে জুন ১৯৯২

বর্তমান সরকারের ঘাড়ে কিছু দুষ্ট জ্বীন ও ভূতের আছর হইয়াছে

-----ওবায়দুর রহমান

কে, এম ওবায়দুর রহমান বলেন, সংবাদপত্র, ও সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা গনতন্ত্রের পূর্বশর্ত। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় প্রেসক্লাবই ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের কেন্দ্র ও আশ্রয় স্থল। তিনি বলেন, ২১শে জুন সারাদিন শান্তিপূর্ণ হরতালের পর সন্ধায় প্রেস ক্লাবে আক্রমনের কোন কারণ জনগনের বোধগম্য নহে। প্রেসক্লাবে প্রবেশ করিয়া যেভাবে নির্বিচারে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলী চালানো হইয়াছে তাহা অকল্পনীয়। এই ঘটনা অতীতের স্বৈরাচার শাসন ব্যবস্থাকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বর্তমান সরকারের ঘাড়ে কিছু দুষ্ট জ্বীন ও ভূতের আছর হইয়াছে। এই দুষ্ট গ্রহগুরিকে তাড়াইতে হইবে।

ইত্তেফাক মঙ্গরবার ১ সেপ্টেম্বর '৯২

যেভাবে দেশব্যাপী হাইজ্যাক হইতেছে তাহাতে কোন দিন না সরকার হাইজ্যাক হইয়া যায়

---ওবায়দুর রহমান

ওবায়দুর রহমান বলেন, প্রায় দুই বছর হইল এই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে। কিন্তু দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুরবস্থা বিরাজ করিতেছে। কৃষক পন্যের ন্যায্যমূল্য পাইতেছে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার বিদেশে শিশু ও নারী বিক্রি হইতেছে। দেশের মান-সম্মান ধুলায় লুটাইয়াছে। অপরদিকে

www.pathagar.com

ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করিলে আমরা উহা মানিয়া নিবনা। রতন সেন হত্যা ও রাশেদ খান মেনন হত্যা প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত আসামী ধরা হয় নাই। এ ব্যাপারে সরকার ধুম্রজাল সৃষ্টি করিতেছে। তিনি বলেন, যেভাবে দেশব্যাপী হাইজ্যাক হইতেছে তাহাতে কোন দিন না সরকার হাইজ্যাক হইয়া যায়।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর '৯২

রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। গোলাম আযম ইস্যু হচ্ছে বিএনপি সরকারের সৃষ্ট। সরকারকেই এই ইস্যুর দায়দায়িত্ব একদিন বহন করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ওবায়দুর রহমান বলেন, এই সরকার দেশ পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাস জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা শহরের কোন মহিলা স্বর্নলংকার পরে বাইরে বের হতে পারে না। রতন সেনকে হত্যা করা হয়েছে। রাশেদ খান মেননকে গুলি করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমনেও সরকার ব্যর্থ। এই সরকারের কাছে দেশ ও গণতন্ত্র এখন আর নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বুধবার ১৫ সেপ্টেম্বর '৯২

বর্তমান সরকার স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের এক্সটেনশন

---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের এক্সটেনশন। পার্থক্য এরশাদ সরকারের কিছু দক্ষতা ছিল আর এ সরকার অপদার্থ নিষ্কর্ম। গত তিন বছরে এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কারণ গত তিন বছর তারা জনগণের কোন কল্যাণ করতে পারেনি। তিনি বলেন, আজ কৃষক তার ফসলের দাম পাচ্ছে না। অথচ সার কীটনাশকের দাম বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে অনেকগুণ। সন্ত্রাস দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আইন ভঙ্গ করছে। রক্ষক আজ ভক্ষক হয়েছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর '৯২

কাদের কাছে অস্ত্র দেয়া হয়েছিল ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা ও তার সহকর্মীরা ভালভাবেই জানেন

-----ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, তরুণদের হাতে অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এতদিন পর থলের বিড়াল বের হয়ে পড়েছে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসাংবিধানিক ভাবে বিএনপির সমস্ত কমিটি বাতিল করে দেন। তখন ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শোভাযাত্রা করে। সেই দিন সন্ত্রাস ও অস্ত্রের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সারাদেশে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সত্য ও ন্যায়ের কণ্ঠকে অত্যন্ত নির্মমভাবে স্তব্দ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে বিএনপি কমিটি ভাঙ্গার পর থেকেই বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। কাদের কাছে সেই অস্ত্র দেয়া হয়েছিল ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা ও তার সহকর্মীরা ভালভাবেই জানেন। তাই সন্ত্রাস দমন করার জন্য আজ আর নতুন কোন অধ্যাদেশ জারী করার প্রয়োজন নেই। সেই দিনের অস্ত্র সরবরাহকারীরা ভাল হয়ে গেলেই সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে।

ইত্তেফাক সোমবার ১২ অক্টোবর '৯২

বিএনপি গণতন্ত্রী কিম্বা জাতীয়তাবাদী কোনটাই নহে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান জাতীয় সমস্যাবলী সমাধান ও সকল কালাকানুন বাতিলের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানান। তিনি বলেন, বিএনপি সরকারের নিকট জনগণের অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু সরকার অদ্যাবধি দেশ ও জাতির কোনরূপ কল্যাণই সাধন করিতে পারে নাই। এই সরকারের কোন নীতি নাই, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নাই।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী জানাইয়া তিনি বলেন, সভ্য জগতে ইহা চলিতে পারে না। হত্যার রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করিতে হইলে সংসদের এই অধিবেশনেই এই অধ্যাদেশ বাতিল করিতে হইবে। কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, আমরা গণতন্ত্র চাই, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। মানুষের অধিকার হরণ করে এমন সকল আইনের প্রত্যাহার চাই। বিএনপি গণতন্ত্রী কিম্বা জাতীয়তাবাদী কোনটাই নহে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শনিবার ২৪ অক্টোবর '৯২

প্রধানমন্ত্রী গত মে মাসে দিল্লী সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত স্বাক্ষরিত যুক্ত ইশতেহারের ১১ নং অনুচ্ছেদে "পুশইন" কার্যক্রম ভারত সরকারকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, সরকার সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নিজেরাই সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গত মে মাসে দিল্লী সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত স্বাক্ষরিত যুক্ত ইশতেহারে ১১ নং অনুচ্ছেদে "পুশইন" কার্যক্রম ভারত সরকারকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তিনি বলেন, বাজার বিদেশী দ্রব্যে সয়লাব হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশের শিল্পকারখানা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যাইবে। জনাব রহমান অবিলম্বে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।

বাংলার বাণী শুক্রবার ২৭ নভেম্বর '৯২

বিএনপি সরকার দেশের স্বার্থ বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বিএনপি সরকারের দ্বারা গণতন্ত্র রক্ষা হবে না। এটা বর্তমান সরকার স্পষ্ট প্রমাণ করেছে। সামাজিক অবক্ষয় শিক্ষাঙ্গানে সন্ত্রাস সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। সর্বশেষে

www.pathagar.com

সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে যে কালো আইন প্রবর্তন করেছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, গণতন্ত্রের আয়ু শেষ।

ওবায়দুর রহমান বলেন, প্রায় দু'বছর সরকার ক্ষমতায় আছে। কিন্তু জনগণের কল্যাণে কোন কাজ করেনি। বিএনপি সরকার দেশের স্বার্থ বিদেশের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

আজকের কাগজ শুক্রবার ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯৩

ক্ষমতাসীনদের আচরণ, কর্মকান্ডে একগুয়েমী ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা ----ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, দেশ আজ এক কঠিন সংকটে নিপতিত। দীর্ঘ আন্দোলনের পরে দেশের জনগণ আশা করেছিলো মৌলিক অধিকার, আইনের শাসনের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের আচরণ, কর্মকান্ডে এক গুয়েমী ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা। সন্ত্রাস আজ রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজ জীবনেও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে জনগণ আজ আতংকিত।

www.pathagar.com

আজকের কাগজ শনিবার ২০ মার্চ '৯৩

বিএনপি সরকারের দু' বছরের শাসনে দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দেশের মানুষ ভেবেছিলো দেশের মঙ্গল হবে। কিন্তু বিএনপি সরকারের দু'বছরের শাসনে দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। গতকাল বাংলাদেশ জনতা দল ঢাকা মহানগরী শাখা আয়োজিত দলীয় কার্যালয়ে এক আলোচনা ও ইফতার পার্টিতে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের নিয়ে সরকার খেলছেন। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বর্তমান সরকার বার্মা সরকারের স্বার্থ রক্ষা করেছেন।

জনকণ্ঠ রবিবার ২১ মার্চ '৯৩

সরকার দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, দুর্নীতি আজ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাহু গ্রাসের মত আকড়ে ধরেছে। জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সরকার দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তিনি বলেন, ঈদের পরে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষে আঘাত হানা হবে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৬ মে '৯৩

রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার ব্যর্থ হয়েছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ফলে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। গঙ্গার ন্যায্য হিস্যা আদায় হচ্ছে না। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। সারা দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। সন্ত্রাস দমন ও কালো আইন করে বিরোধী দলকে হয়রানী করা হচ্ছে।

বাংলার বাণী রবিবার ২২ আগস্ট '৯৩

দেশ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, দেশ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ইত্তেফাক ও বাংলার বাণী অফিসে বোমা হামলার তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জানান। তিনি বলেন সন্ত্রাস দমন আইন প্রবর্তন করার পর দেশে সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন। কোন সুস্থ মানুষ এমন অবস্থা মেনে নিতে পারে না। সরকার এর প্রতিকার ব্যবস্থা না করে বরং সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক বুধবার ১৫ সেপ্টেম্বর '৯৩

এদেশে ধর্মকে ব্যবহার করিয়া রাজনীতি করা চলিবে না

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার দেশের মানুষের জন্য কিছুই করে নাই। সমাজের রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। কৃষক তাহার উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য দাম পায় না।

ওবায়দুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে সেবাদাসে পরিণত করিতে চায়। হানাদার বাহিনীর দোসররা আজ সরকারের সহযোগী। ফারাক্কা সমস্যার কোন সুরাহা হয় নাই। ছাটাই কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার বেকারের সংখ্যা বাড়াইতেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য। রাজপথ ভাড়া দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি বলেন, প্রয়োজনে আবার রাস্তায় নামিয়া জনগণকে সংগঠিত করিতে হইবে। তিনি বলেন, এদেশে ধর্মকে ব্যবহার করিয়া রাজনীতি করা চলিবে না।

ইত্তেফাক শনিবার ৯ অক্টোবর '৯৩

দেশ অনিশ্চিত অবস্থার দিকে আগাইয়া যাইতেছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, জনজীবনে অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও সন্ত্রাস দুর্নীতির ফলে দেশ এক অনিশ্চিত অবস্থার দিকে আগাইয়া যাইতেছে, তিনি অবিলম্বে ইনডেমনিটি বিল, সন্ত্রাস দমন আইন ও স্পেশাল পাওয়ার এক্টসহ সকল কালো আইন বাতিল করিয়া

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার আহবান জানান।

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পরও পদত্যাগ না করায় জনমনে সরকারের প্রতি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

বাংলার বাণী সোমবার ২ নভেম্বর '৯৩

বিএনপি সরকারকে কোনক্রমেই আর গণতান্ত্রিক সরকার বলা যাবে না ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান জনগণের আপত্তির মুখেও সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ সংসদে উত্থাপন করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের কালাকানুন মানবতা বিরোধী ও সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি বিরুদ্ধ। যদি এ ধরণের অধ্যাদেশ পালন হয় তাহলে, বিএনপি সরকারকে কোনক্রমেই আর গণতান্ত্রিক সরকার বলা যাবে না।

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, দেশ আজ বিদেশী পণ্যে ছেয়ে গেছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। শিল্পাঞ্চলে উৎপাদনের পরিবর্তে চলছে অস্থিরতা। লাভজনক কলকারখানাগুলোকে পানির দামে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক রবিবার ৭ নভেম্বর '৯৩

দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বে জনজীবনে হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলিয়াছেন, শিক্ষাঙ্গনসহ দেশে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাস খুন, হাইজ্যাক, প্রশাসনে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা ও বন্ধ্যাত্বের ফলে জনজীবনে হতাশা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষিতে ভর্তুকি না দেওয়ায় কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ঢালাও ভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করিয়া হকার উচ্ছেদ এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১১ নভেম্বর '৯৩

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত এদেশে সুস্থ ও স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না

---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান অবিলম্বে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে পনের আগস্ট বঙ্গবন্ধুসহ সকল হত্যাকান্ড এবং ৩ নভেম্বর জেলখানায় চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচার দাবি করে বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত এদেশে সুস্থ ও স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না। তিনি বলেন, একটি সভ্য দেশে আইন করে হত্যার বিচার বন্ধ করা জাতির জন্যে কলংকজনক। তিনি দেশে সংবিধান থেকে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশসহ

www.pathagar.com

সকল কালাকানুন বাতিল করার দাবি জানান। জনাব ওবায়দুর রহমান বলেন, বুধবার প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচী ছিল। শান্তিপূর্ণ অবস্থানরত মানুষের উপর পুলিশ যেভাবে কাঁদানে গ্যাস ও নির্যাতন চালিয়েছে তা নজিরবিহীন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত কাঁদানে গ্যাস ও নির্যাতন কোন দিন ব্যবহার হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

বাংলার বাণী বুধবার ১ ডিসেম্বর '৯৩

বিএনপি সরকার সকল নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করে একদলীয় শাসন কায়েম করছে ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার সকল নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে। তিনি বলেন, এ সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। তিনি আজ বিকালে রাজবাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে এ্যাডঃ লিয়াকত আলী বাবুর সভাপতিত্বে জনতা দল আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। জনাব রহমান বলেন, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সুকৌশলে সন্ত্রাসীদের লালন পালন করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী রবিবার ১২ ডিসেম্বর '৯৩

হানাদার বাহিনীর দোসররাই আজ রাষ্ট্রীয় শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত ---ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার ২২ বছরে দেশের জন্যে মানুষের জন্যে কি অর্জন করতে পেরেছি তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ও হানাদার বাহিনীর দোসর ছিলেন তারাই আজ রাষ্ট্রীয় শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের অবদানকারী সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যিকারভাবে মূল্যায়ন হয়নি। কে, এম, ওবায়দুর রহমান গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মিরপুর পল্লবী চত্বরে দুর্বার শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

ইত্তেফাক শুক্রবার ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৪

বর্তমান সরকার অতীতের সকল স্বৈরাচারকে হার মানাইয়াছে ----ওবায়দুর রহমান

কে এম ওবায়দুর রহমান বলিয়াছেন, বিএনপি সরকারের স্বৈরাচার কোন কোন ক্ষেত্রে অতীতের সকল স্বৈরাচারকে হার মানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকায় নির্বাচনের পর ৬ জনকে গুলি করিয়া হত্যা ও হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগসহ বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অসৎ চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত খালেদা জিয়ার সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জনগণ অসহায় বোধ করিতেছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ২ জুলাই '৯৪

বর্তমান অদক্ষ ও ব্যর্থ সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে মৌলবাদীদের মাঠে নামিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে মেতে উঠেছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, এদেশ হতে মৌলবাদকে উৎখাত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রক্ষা করতে হবে। বর্তমান অদক্ষ ও ব্যর্থ সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে মৌলবাদীদের মাঠে নামিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে মেতে উঠেছে। আজ বিকালে স্থানীয় বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। অত্যন্ত লজ্জার কথা সরকার বিরোধী দলীয় সাংসদের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে নিজেরাই বাজেট পেশ ও পাশ করেছে। তিনি বলেন, গত ৪ বছরে দেশে সন্ত্রাস, হত্যা, খুন, হাইজ্যাক, লুট ও হাজার গুণ নারী নির্যাতন বেড়েছে। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলার বাণী শনিবার ২৩ জুলাই '৯৪

সরকারের অযোগ্যতার কারণে সংকট সৃষ্টি হয়েছে

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, বিরাজমান সংসদীয় সংকট নিরসনে কোন উদ্যোগ না থাকায় জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সংসদ আজ অকার্যকর ও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সরকারের

www.pathagar.com

অযোগ্যতার কারণে ও অদুরদর্শিতার ফলে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলার বাণী শনিবার ২০ আগষ্ট '৯৪

বর্তমান সরকার সন্ত্রাস নির্মূল করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের লালন করা হচ্ছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের তান্ডব ও অস্ত্রের মহড়ার কারণে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে আতংকিত করে তুলেছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা প্রদান করা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার সন্ত্রাস নির্মূল করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের লালন করা হচ্ছে। ওবায়দুর রহমান বলেন, দেশে আজ সর্বগ্রাসী সংকট চলছে। সামাজিক নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় আজ দুর্বিসহ অবস্থা বিরাজ করছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১৫ সেপ্টেম্বর '৯৪

সাড়ে তিন বছরে বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডে জনগণ আস্থা হারিয়েছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেন, সাড়ে তিন বছরে বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। দেশ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে

www.pathagar.com

ছেয়ে গেছে। গ্রাম গঞ্জে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে। বর্তমান সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই দেশের এ অবস্থা।

বাংলার বাণী শনিবার ৮ অক্টোবর '৯৪

সরকার গত ৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও ফারাক্কার পানি নিয়ে ভারতের সাথে কোন কথা বলতে পারেনি

--- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, অনতিবিলম্বে এ পার্লামেন্ট বাতিল করে নির্বাচন দিতে হবে। গত চার বছরে এ সরকার দেশ ও জনগণের কোন ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারেনি। বরং সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশ অনেক পিছনে পড়ে গেছে। দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বিদেশীদের মাধ্যমে আপোষের ব্যবস্থা চলছে যা একটি দেশের জন্যে অত্যন্ত লজ্জার কথা। উত্তরাঞ্চলে খরাজনিত কারণে আজ দুরাবস্থা দেখা দিয়েছে। অথচ সরকার গত ৪ বছর ক্ষমতায় থেকেও ফারাক্কার পানি নিয়ে ভারতের সাথে কোন কথা বলতে পারেনি। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ সরকারের সমস্যা সমাধানের কোন যোগ্যতা নেই।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী রোববার ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৫

কয়েকজন মন্ত্রী নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, জনগণ যে আশা আকাংক্ষা নিয়ে গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল তা পূরনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার গত ৪ বছরে পার্লামেন্টে বসে জাতীয় সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা করেনি বরং সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের কাজ করেছেন। দেশে আইন শৃংখলার চরম অবনতি হয়েছে। কল কারখানা বন্ধ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ভেঙ্গে পড়েছে।

ইত্তেফাক বুধবার ১৫ মার্চ '৯৫

অবাধ চোরাচালানের ফলে দেশের অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে --- ওবায়দুর রহমান

কে, এম, ওবায়দুর রহমান গতকাল দলীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ কৃষক দলের প্রতিনিধি সভায় বলেন, দেশে চাউল ও সার সংকট আজ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সার বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সারাদেশে সারের যে সংকট চলিতেছে তাহাতে সমাজ হতাশ। এক দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অপরদিকে সার কেলেংকারীতে সরকারী নীরবতার কারণে সরকারের প্রতি জনগণ আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তিনি বলেন, অবাধ চোরাচালানের ফলে দেশের অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেশীয় শিল্প কল কারখানা ধ্বংস হওয়ার পথে। বিদেশী পণ্যে দেশ আজ সয়লাব। একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল আমাদের অর্থনীতিকে

www.pathagar.com

ধ্বংস করার গভীর চক্রান্ত চলিতেছে। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সর্বগ্রাসী সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাংলার বাণী সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বিএনপি সরকার তামাশার নির্বাচন করে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে

--- **ওবায়দুর রহমান**

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, গত ১৫ ফেব্রুয়ারী দেশে আদৌ কোন নির্বাচন হয়নি। হয়েছে নির্বাচনের নামে তামাশা। দেশে বিদেশে এই নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশ ও জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক।

বাংলার বাণী বুধবার ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৬

জগন্নাথ হলে পুলিশী নির্যাতন পাকহানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

--- **ওবায়দুর রহমান**

কে, এম, ওবায়দুর রহমান বলেছেন, প্রহসন মূলক ও নীল নকশার নির্বাচন প্রতিহত করার জন্যে আগামী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সর্বাধিক হরতাল পালনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রতিহত দুর্গ গড়ে তোলার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, জগন্নাথ হলে পুলিশী নির্যাতন পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে নির্যাতন জুলুম, চালিয়ে আলোচনাকে স্তব্দ করা যাবে না।

www.pathagar.com

পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আর বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে, তাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন স্থান নেই

--- ওবায়দুর রহমান

কে এম ওবায়দুর রহমান বলেছেন, গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। সন্ত্রাসের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পুরো দেশ আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থার উত্তরণে আজ আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ওবায়দুর রহমান বলেন, আজ ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চালছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আর বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে তাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন স্থান নেই।

www.pathagar.com

আনোয়ার জাহিদ

দৈনিক সিল্লাত বুধবার ১৪ আগষ্ট '৯১

জনমনে আস্থার বদলে সংশয় এবং শংকা ক্রমাগত দানা বাঁধছে --- আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, আমাদের সমগ্র জাতি আজ এক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই প্রত্যাশার স্থলে ক্রমাগত অনিশ্চয়তা গভীর ও প্রসারিত হচ্ছে। জনমনে আস্থার বদলে সংশয় এবং শংকা ক্রমাগত দানা বাঁধছে।

তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি হতাশাব্যাঞ্জক। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্দুক যুদ্ধের কারণে বন্ধ। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফারাক্কা বাঁধ, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা, দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ থেকে বিদেশী আগ্রাসন অপসারণ, তিনবিঘা করিডোর অর্জনের মত জাতীয় অস্তিত্বের সাথে জড়িত বিষয়গুলো উপেক্ষিত।

www.pathagar.com

এ সরকার নতজানুর চেয়েও দুর্বল। নতজানু হলেও শরীরের একটি অংশ খাড়া থাকে। কিন্তু বর্তমান সরকার আধিপত্যবাদ ও তাদের দোসরদের কাছে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে ক্ষমতা ধরে রাখতে চান

--- আনোয়ার জাহিদ

এনডিপি নেতা আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, বিএনপি সরকারের ব্যর্থতার দায় জাতীয়তাবাদী শক্তির ঘাড়ে চাপানোর যে কোন চক্রান্ত রুখে দিতে হবে। জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, বহুকাল থেকেই আমরা শুনছি যে, দেশ কান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ ক্রান্তি থেকে নিস্কৃতির জন্য সর্বশেষ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী জনগণ যাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেই বিএনপি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্যুৎ হয়ে জাতিকে গভীর সংকেটর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সীমান্তের সার্বিক পরিস্থিতিকে নাজুক বর্ণনা করে সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে জনাব জাহিদ বলেন, এ সরকার নতজানুর চেয়েও দুর্বল। নতজানু হলেও শরীরের একটি অংশ খাড়া থাকে। কিন্তু বর্তমান সরকার আধিপত্যবাদ ও তাদের দোসরদের কাছে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করে ক্ষমতা ধরে রাখতে চান।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত সোমবার ৩০ আগস্ট '৯৩

সরকারের সিদ্ধান্ত সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী

--- আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারের সিদ্ধান্ত সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার কথায় কথায় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার কথা বলে অথচ স্বৈরাচারী কায়দায় সভা সমাবেশ ও মিছিলের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিচ্ছে।

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণ রাজধানীসহ গোটা দেশে বিশৃঙ্খলা নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস বন্ধে সরকারী উদ্যোগ প্রত্যাশা করে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণের তোয়াক্কা না করে সরকার সমাবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই '৯৪

বর্তমান সরকারের হাতে বাংলাদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা, অর্থনীতি, দেশের সীমানা, জনগণের জীবন কিছুই নিরাপদ নয় -----আনোয়ার জাহিদ

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, বর্তমান সরকারের হাতে বাংলাদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা, অর্থনীতি, দেশের সীমানা, জনগণের জীবন কিছুই নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

তিনি গতকাল বুধবার মতিঝিলস্থ পাইওনিয়ার মিলনায়তনে বিএনডিপি'র এক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করছিলেন।

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত সুকৌশলে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। দেশকে ভারতের ১৩ নম্বর বাজারে পরিনত করেছেন। ২৩ বছর আগে যেসব মিল কলকারখানাগুলো তৈরি হয়েছিল এখন তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১০ সেপ্টেম্বর '৯৪

আমাদের দফা এখন একটাই, সরকারের পতন

------আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্তমান সরকারের পতনের আন্দোলন তীব্রতর করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের দফা এখন একটাই, সরকারের পতন। যে সরকার তৌহিদী জনতার ১১ দফা দাবী মেনে নিচ্ছে না তাদের আবার ক্ষমতায় থাকার দরকারই বা কি? গতকাল বাদজুমা লালদিঘি ময়দানে এক জনসভায় তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বললেই বিএনপি আঁতকে ওঠে ----আনোয়ার জাহিদ

জনাব আনোয়ার জাহিদ এক বিবৃতিতে বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন করে এ সরকার ক্ষমতাসীন হলেও আজ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বললেই বিএনপি আঁতকে ওঠে। সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। আজ রাজনৈতিক জঞ্জাল এমন ভাবে পুঞ্জিভূত হয়েছে যা পরিস্কার করার স্বার্থে অনতিবিলম্বে এই সরকারের উচিত পদত্যাগ করা। আজকের সৃষ্ট সর্বমুখী বন্ধাত্ব থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে জনগণের ম্যান্ডেট নেয়াও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বানচাল করা পূর্বক সরকারের মারমুখী আচরণ তথা ব্যাপক পুলিশী তৎপরতায় গভীর ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৪

বিএনপি সরকার বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনাশী সাপটাচুক্তি, নৌ ট্রানজিট চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে ---আনোয়ার জাহিদ

জাতীয়তাবাদী শক্তি ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও নিঃশর্ত সহযোগিতায় নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে বিএনপি সরকার জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা করে ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের প্রতি বৈরী মনোভাব দেখিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বন্ধুহীন ও জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে। গত সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ক্ষমতা আকড়ে থাকার সংকীর্ণ লক্ষ্যে অন্ধ হয়ে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদের ক্রীড়ানকের ভূমিকা পালন ও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্তকরণের মাধ্যমে বিএনপি সরকার দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ক্ষমতাসীন মহল জন বিছিন্ন সরকারে পরিণত হয়ে উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ন্যাশনালিষ্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সের এক সভায় এনডিএর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আনোয়ার জাহিদ একথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনাশী সাপটাচুক্তি, নৌট্রানজিট চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। এই সরকারের অযোগ্যতা ব্যর্থতার কারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও অরাজকতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৪

সরকার ভারতকে খুশী করতে চায়

--- **আনোয়ার জাহিদ**

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, যারা মজলুমের দাবী না মেনে তাদের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে আল্লাহ কোন দিনই ক্ষমা করবে না। বাংলাদেশের মজলুম হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী এদের উপর বিএনপি সরকার অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের গুচ্ছ গ্রামবাসীদেরকে উচ্ছেদ করে ভারতকে খুশী করতে চাচ্ছে। বাংলার ১২ কোটি মানুষ কোন দিনই তা হতে দেবে না।

দৈনিক মিল্লাত রবিবার ২ অক্টোবর '৯৪

বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান, গণতন্ত্র হত্যাকারী এ সরকারকে উৎখাত করতে হবে ---আনোয়ার জাহিদ

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন, একটি দেশের সরকার থাকে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। কিন্তু বিএনপি সকল ক্ষেত্রে আজ ব্যর্থ। এ সরকারের হাতে জনগণ নিরাপদ নয়। বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান, গণতন্ত্র হত্যাকারী এ সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আমাদের শেষ শ্লোগান হচ্ছে হটাও সরকার, বাঁচাও দেশ ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে একটি সুন্দর দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এখন একমাত্র পথ হচ্ছে বর্তমান বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা --- আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশকে একটি সুন্দর দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এখন একমাত্র পথ হচ্ছে বর্তমান বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

তিনি বলেন, দেশের জনগণ বর্তমানে চরম দুর্ভাবনার মধ্যে অতিবাহিত করছে। সংকট নিরসনের জন্য একটি ফর্মূলা উদ্ভাবন করে বিএনপি একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিএনপি ছাড়া দেশের সকল রাজনৈতিক দলই চাচ্ছে বেগম খালেদা জিয়াকে ক্ষমতা থেকে নামতে হবে। জনগণের কাছে আবার রায়ের জন্য যেতে হবে। জনগণের দাবীই বিএনপির মধ্য থেকে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার কারণে দেশের নিয়ন্ত্রণ ভার নিনিয়ান ও পশ্চিমা শক্তির হাতে চলে গেছে। এক মারাত্মক পরিনতির দিকে দেশকে ধাবিত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক ১২ নভেম্বর '৯৪

বেগম খালেদা জিয়া ও তাহার সরকার মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ---আনোয়ার জাহিদ

গতকাল মতিঝিলস্থ পাইওনিয়ার মিলনায়তনে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব কমান্ড আয়োজিত আলোচনা সভায় আনোয়ার জাহিদ বলেন, ভারত ১৯৯৫ সনের মধ্যে এদেশে একটি তাবেদার সরকার বসাইতে চাহিয়াছিল। তাহারা বিএনপিকেই সেই সরকার হিসাবে বাছিয়া নিয়াছে। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ও তাহার সরকার মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। নাজমুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তৃতা দেন ডাঃ একে এম আমজাদ, ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, শেখ শওকাত হোসেন নিলু, শফিউল আলম প্রধান প্রমূখ।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১৮ মার্চ '৯৫

বাংলাদেশ আজ ভারতের অর্থনৈতিক উপনিবেশ

--- আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, দেশকে সংঘাত থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন বর্তমান সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকটের নিরসন। এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশে এখন রাজনৈতিক সংকট চরমে। যে পার্লামেন্টকে চালু রাখা হচ্ছে তার কোন বৈধতা নেই। ফলে সরকারও ক্ষমতায় থাকার বৈধতা হারিয়েছে।

আনোয়ার জাহিদ বলেন, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ছদ্মাবরণে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকারের উদ্ভট অর্থ লিপ্সার কারণে অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণ বিদেশ নির্ভর। বাংলাদেশ আজ ভারতের অর্থনৈতিক উপনিবেশ। চালের বাজারেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আস্ফালন

www.pathagar.com

অন্যদিকে চাল আমদানি। চালের বাজারও ভারতের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত স্পষ্ট।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ২১ জুন '৯৫

সরকার ভারতের আঁকা নকশার উপর দিয়ে হাঁটছে

--- আনোয়ার জাহিদ

আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, দেশের বর্তমানে সাংবিধানিক সংকটের জন্য বিএনপি সরকার দায়ী। এ সরকার ভারতের আঁকা নকশার উপর দিয়ে হাঁটছে।

দৈনিক মিল্লাত শুক্রবার ১৩ অক্টোবর '৯৫

খালেদা জিয়া এদেশে মুসলমান শূন্য করার জন্য কাজ করছে

--- আনোয়ার জাহিদ

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, বাংলাদেশ টিকে থাকবে ইসলামী মূল্যবোধ নিয়ে। অথচ সরকার গত সাড়ে চার বছর ধরে দেশের অস্তিত্ব বিধ্বংসী কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে।

জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেন আজকের বড় সংকট হচ্ছে বাংলাদেশ থাকবে কি থাকবে না। খালেদা জিয়া এদেশে মুসলমান শূন্য করার জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন, বেগম জিয়ার রাজত্বে ঘরে ঘরে অমুসলমান বানানোর চেষ্টা চলছে।

www.pathagar.com

খালেদুর রহমান টিটো

দৈনিক রানার শুক্রবার ২৮ মে '৯৩

ভারতের কাছে বিএনপি দেশপ্রেম বিকিয়ে দিয়েছে বলেই এখনো ক্ষমতায় টিকে রয়েছে

--- খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেন, বর্তমান সরকারের হাতে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। ভারতের কাছে বি এন পি দেশপ্রেম বিকিয়ে দিয়েছে বলেই এখনো ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্নকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তিনি গতকাল বিকালে স্থানীয় টাউন হলে তার সম্মানে আয়োজিত এক বিশাল সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

সাংবাদিকদের জাতীয় পার্টির অফিস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে পুলিশ বেধড়ক মারপিট করে আমাকে আটক করে সন্ত্রাসদমন আইন প্রয়োগ করল। সন্ত্রাসীদের তান্ডবেতো জনজীবন এখন বিপর্যস্ত। পুলিশ আচমকা লাঠি চার্য করে আমার একটা আঙ্গুল ভেঙ্গে দিয়েছে। লাঠি পেটা করেছে দলের অন্যান্য নেতা কর্মীদের।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ মঙ্গলবার ৮ জুন '৯৩

বিএনপি সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছে

---খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, যে কারণে আমরা কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই। রোববার যশোরে টিটোর বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, আমরা যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার চাই। রোহিঙ্গা, ফারাক্কা, পুশ ইন সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে। যশোরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বিএনপি সরকারকে দায়ী করেন।

জনকণ্ঠ বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই '৯৩

ব্যাপক চোরাচালানীর আগ্রাসনে জাতীয় কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে

----খালেদুর রহমান টিটো

জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির একসভা মঙ্গলবার সংগঠনের সভাপতি আদনান আখতার এর সভাপতিত্বে গুলশানস্থ জাতীয় পার্টির অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় পার্টির মহাসচিব খালেদুর রহমান টিটো বলেন, এদেশের একজন সফল রাষ্ট্র নায়ক

www.pathagar.com

পল্লী বন্ধু এরশাদ বাংলাদেশকে একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধশালী সাবলম্বী দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন গণমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন। অথচ আজ ব্যাপক চোরাচালানীর আগ্রাসনে জাতীয় কৃষি, শিল্প ব্যবস্থাকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে।

দৈনিক রানার বৃহস্পতিবার ১৪ অক্টোবর '৯৩

বেগম খালেদা জিয়া দেশে মিলকারখানা গড়ে উঠুক তা চান না --- খালেদুর রহমান টিটো

জনাব খালেদুর রহমান টিটো বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ভারতের দালাল আখ্যায়িত করে বলেছেন, ভারতের বেনিয়া গোষ্ঠিরা বাংলাদেশকে তাদের কাঁচা বাজারে পরিণত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়া তাদেরই পরামর্শে একের পর এক সকল মিল কল কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। গোপন চুক্তির ভিত্তিতে ভারত থেকে মালামাল আসছে এবং তা দেশের বাজারগুলি দখল করে নিচ্ছে।

তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশে মিলকারখানা গড়ে উঠুক তা চান না। যার কারণে বর্তমান এই সরকারের আমলে সাড়ে চার হাজার মিল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রমিকরা আজ ধুকে ধুকে মারা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব শুক্রবার ১৫ অক্টোবর '৯৩

রাজনৈতিক বন্দীনেতাদের প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের আচরণকে গোলামী যুগের আচরণের সাথে তুলনা করা চলে ---খালেদুর রহমান টিটো

জনাব খালেদুর রহমান টিটো গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, গভীর উদ্বেগের সাথে জানতে পারলাম যে, জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় শ্রম ও শিল্প বিষয়ক সম্পাদক গাজীপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব হাসান উদ্দিন সরকারকে অসুস্থ অবস্থায় অসৌজন্য ও অমর্যাদাকর অবস্থায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বরিশাল কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীনেতাদের প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারের এহেন আচরণকে গোলামী যুগের আচরণের সাথে তুলনা করা চলে।

রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে এহেন ঘৃন্য অশালীন আচরণের মাধ্যমে জনগণ ও রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি বাহাদুরী বা কল্যাণ রয়েছে–আমরা তা বুঝে উঠতে পারছিনা। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে জাতীয় পার্টির ৩ জন নেতা সাঈদ তারেক, শামিম আল মামুন ও মিয়া মুসা হোসেনকে একই অশোভন আচরণে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি হাসান উদ্দিন সরকারসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে অমর্যাদাকর, অশালীন ও অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি এবং রাজবন্দীদের সাথে স্বাধীন সভ্য দেশের সরকারের মত শিষ্টাচার ও সৌজন্যমূলক আচরণ করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

খবর সোমবার ২৫ অক্টোবর '৯৩

ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ----খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমরা রাজপথে নেমেছি-কাংখিত লক্ষ্যে না পৌছা পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবোনা। তিনি আগামী ১০ই নভেম্বর জাতীয় পার্টি আহুত বিক্ষোভ দিবস পালন করার আহবান জানিয়ে বলেন, এবার যদি সরকার আমাদের প্রতি কোন রকম অগণতান্ত্রিক আচরণ করে তবে আমাদেরকে তা প্রতিহত করতে হবে।

বাংলার বাণী শনিবার ২০ নভেম্বর '৯৩

সরকার সকল ওয়াদা নিলর্জ্জভাবে ভঙ্গ করেছে ---খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, যুবকসহ আপামর জনগণের আর্থসামাজিক কল্যাণ বেকার সমস্যা সমাধানের ও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের কথা বলে, দুর্নীতি ও চোরাচালান বন্ধ করার অঙ্গীকার করে ক্ষমতাসীন সরকার হয়ে জনগণকে দেয়া তাদের সকল ওয়াদা নিলর্জ্জভাবে ভঙ্গ করেছে। জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ডেকে এনেছে। অসহনীয় নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ বৃহস্পতিবার ২৪ মার্চ '৯৪

বিএনপি এবার সন্ত্রাসের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

---খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, বিএনপি সরকার কথায় কথায় নিজেকে গণতান্ত্রিক আর জনগণের ভোটে নির্বাচিত বলে পরিচয় দেয়। বিএনপি এবার সন্ত্রাসের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, নির্বাচনে কারচুপি, ভোটডাকাতি আর সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসায়নি। বিএনপির অপকর্মের জবাব জনগণ দেবেই।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১১ এপ্রিল '৯৪

আবেদন নিবেদন করে লাভ নেই সরকারের পতন চাই

---খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, এই সরকারের কাছে আর কোন আবেদন নিবেদন করে লাভ নেই। আমরা এই সরকারের পতন চাই। তিনি বলেন, এই সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই। তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাজপথের আন্দোলনই সরকারের পতন ত্বরান্বিত করে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

খালেদুর রহমান টিটো বলেন, মাগুরা ২ আসনে রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে ভোট ডাকাতি করা হয়েছে। সেখানে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জাতীয় পার্টির বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এই সরকার দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মত তিনিও পদত্যাগ করতেন। গণতন্ত্রের সাথে এই সরকারের কোন সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

আজকের কাগজ মঙ্গলবার ২২ মার্চ '৯৪

ভোট ডাকাতির এ নির্বাচন জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না ---খালেদুর রহমান টিটো

মাগুরা মোহম্মদপুর হাইস্কুল মাঠে হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে জাতীয় পার্টির এক প্রতিবাদ সমাবেশে পার্টির মহাসচিব খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, ভোট ডাকাতির এ নির্বাচন জনগণ কিছুতেই মেনে নেবে না। জনগণ এই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি নির্বাচন কমিশনারের হঠাৎ মাগুরা ত্যাগকে ইঙ্গিতবহ বলে মনে করে এই আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করেন।

দৈনিক রানার সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪

এ দেশ কারো 'তালুক' নয় ----খালেদুর রহমান টিটো

জাতীয় পার্টির মহাসচিব খালেদুর রহমান টিটো বলেন, জনতার ঐক্যের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদকে রুখতে হবে। এ দেশ কারো 'তালুক' নয়। দেশকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিনত করতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

দৈনিক রানার বৃহস্পতিবার ২২ সেপ্টেম্বর '৯৪

খালেদা সরকার আগামী ৫ বছর ক্ষমতায় থাকলে দেশের কল কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবেনা

--- খালেদুর রহমান টিটো

জনাব খালেদুর রহমান টিটো বলেন, মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করে সরকার শিল্প ধ্বংসের কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সাড়ে ৪ হাজার কল কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। খালেদা সরকার আগামী ৫ বছর ক্ষমতায় থাকলে দেশের কল কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবেনা।

তিনি বলেন, সমাজের হৃৎপিন্ড শিক্ষক সমাজসহ সকল পেশাজীবীরা আজ রাজপথে। জনসভায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে গণ বিচ্ছিন্ন সরকার সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। প্রশাসনকে দলীয়করণ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ভোরের কাগজ বৃহস্পতিবার ৫ জানুয়ারি '৯৫

বিএনপি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, নির্যাতন জুলুম গ্রেফতার করে পতন ঠেকানো যাবে না

----খালেদুর রহমান টিটো

খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, এরশাদের নেতৃত্বে জাপা এখন ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। চক্রান্তকারিরা এতে ভাঙন ধরাতে পারবে না। খালেদুর রহমান

www.pathagar.com

টিটো আরো বলেন, বিএনপি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। নির্যাতন, জুলুম, গ্রেফতার করে পতন ঠেকানো যাবে না।

দৈনিক রানার মঙ্গলবার ২৯ আগষ্ট '৯৫

খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেরা খুন, ধর্ষণ ছিনতাই করছে --- খালেদুর রহমান টিটো

জনাব খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশের সকল সন্ত্রাসীকে বিএনপিতে ভিড়িয়েছেন। এ কারণে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা সারা দেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এই সন্ত্রাসের হাত থেকে যশোর ও মুক্ত নয়। অথচ পুলিশ নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ দেখছে। তাদের করার কিছুই নেই। কারণ সরকারই যেখানে মাস্তানদের লালন করছে, সেখানে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। বদলী ও হয়রানির ভয় দেখিয়ে পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। জনাব টিটো বলেন, আজ অহরহ ছিনতাই হচ্ছে। মানুষ খুন হচ্ছে। কিন্তু কোন অপরাধের বিচার হচ্ছে না। কারণ অপরাধীরা সকলেই খালেদা জিয়ার সোনার সন্তান।

দিনাজপুরে পুলিশ এক কিশোরীকে নির্যাতনের পর হত্যা করেছে। প্রতিবাদে ঐ এলাকার মানুষ জেগে উঠেছে। বিক্ষোভ করেছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালিয়ে আরো ৭ জনকে হত্যা করেছে। তিনি আরো বলেন, দিনাজপুরের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে বলেই তারা আজ রাস্তায় নেমেছে। কারফিউ দিয়ে তাদের গতি রোধ করা যাবে না।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীদের হাত থেকে আজ সাংবাদিকরাও রেহাই পাচ্ছে না। মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম সন্ত্রাসীদের মদদাতা তার ইঙ্গিতেই সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

আবারো ক্ষমতায় থাকতে বিএনপি ভারতের সাথে গোপনে ট্রানজিট চুক্তি সম্পন্ন করতে চাইছে

--- খালেদুর রহমান টিটো

জনাব খালেদুর রহমান টিটো বলেছেন, বিএনপি সরকার পুনরায় ক্ষমতায় থাকার জন্যে ভারতের সাথে গোপনে ট্রানজিট চুক্তি সম্পন্ন করতে চাইছে। কিন্তু দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমরা ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী পুতুল সরকারকে কোন চুক্তি করতে দেবোনা।

www.pathagar.com

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ৩রা অক্টোবর '৯১

গত নয়মাসে সরকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলেছেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর ঘোষণা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকরাই সামিল। ফলে গণতন্ত্র চালু হয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা জনগণকে ধোকা দেয়ার সামিল। তিনি গত ৩০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মহানগরী এনডিপির এক বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

তিনি বলেন, গত নয়মাসে সরকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সরকার ক্ষমতার নিশ্চয়তা বিধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাঙ্গন সহ সর্বত্র আজ চরম অস্থিরতা।

দৈনিক সংগ্রাম রবিবার ১২ এপ্রিল '৯২

দেশে কোন সরকার আছে কি না জাতি আজ জানতে চায় --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে কোন সরকার আছে কি না জাতি আজ জানতে চায়। তিন সরকারই স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না পারার মত দুঃখজনক

www.pathagar.com

ঘটনা থেকে যদি বর্তমান সরকার শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তা জাতির জন্য চরম দুঃখজনক। এরজন্য বর্তমান সরকারকেই সকল দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি গতপরশু রাতে চট্টগ্রাম মহানগরী এনডিপি আয়োজিত ঈদ পুর্নমিলনী সভায় বক্তৃতা দানকালে একথা বলেন।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ২২ ডিসেম্বর '৯২

এক নায়কের শাসন শেষ এখন তিনশ' নায়ক

---সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলেছেন, সরকার দেশ পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব সরকার চাপিয়ে দিচ্ছে বিরোধী দলের ওপর। সরকার পরিচালনায় একনায়কের শাসন শেষ হয়েছে এখন তিনশ' নায়ক দেশ শাসন করছে। এই তিনশ' নায়ক দিয়েও দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রক্ষা করা যাবে না।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ১১ আগষ্ট '৯২

সরকারের ব্যর্থতার কারণে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা

-----সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দেশে অব্যাহত সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় সরকারের ব্যর্থতার

www.pathagar.com

কারণে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া যায় না।

গতকাল সোমবার বিকালে দলীয় কার্যালয়ে পার্টির সকল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক যৌথ কর্মী সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানান।

ইনকিলাব সোমবার ১৯ এপ্রিল '৯৩

সরকার কোন প্রলোভনের খপ্পরে পরে, কোন প্রতিমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই 'সাপটা' চুক্তি স্বাক্ষর করেছে --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, জনগণের স্বার্থ বিনষ্টকারী 'সাপটা' চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশের শিল্পকারখানা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা বিপর্যস্ত করেছে। জনমনে আজ প্রশ্ন একটি নির্বাচিত সরকার কোন প্রলোভনের খপ্পরে পরে, কোন প্রতিমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই 'সাপটা' চুক্তি স্বাক্ষর করেছে? আমরা মনে করি যে, এই কর্মকান্ডে সরকারের উপড় ন্যাস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব অবজ্ঞা করার সামিল।

তিনি বলেন, এ দেশের জনগণের কাছে এটা পরিস্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দেশের কর্তৃত্বের দিক দর্শনহীনতা, দায়িত্বহীনতা এই দুঃখজনক অবস্থার জন্য দায়ী।

www.pathagar.com

খবর বৃহস্পতিবার ২৪ জুন '৯৩

বেগম জিয়ার আমলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেষ হয়ে গেছে

---সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেষ হয়ে গেছে। তিনি গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদের বাজেট আলোচনায় প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটে ১শ ৩০ কোটি টাকার বাড়তি বরাদ্দ চাওয়ার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, যে দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত থাকে সেদেশে জনগণের শক্তি দেশ রক্ষায় যথেষ্ট, জনগণ যদি মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে পারে তাহলে তারা দেশ রক্ষাও করতে পারে। বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ১শ' ৩০ কোটি বাড়তি টাকা চাওয়ার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলেও অবশিষ্ট কিছু নেই।

যুগান্তর শুক্রবার ১৫ অক্টোবর '৯৩

গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

--- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, যে সরকার জনগণের জীবনের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, সেই সরকারের জনগণের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার থাকিতে পারে না। এনডিপির মহাসচিব বলেন, যাহারা মাঠে ময়দানে গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাহাদের দল ও ব্যক্তিগত জীবনে গণতান্ত্রিক হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের হাতে আজ গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক রবিবার ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৪

দেশের শিক্ষাঙ্গনে অসহনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনে অসহনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। ইহা গভীর উদ্বেগের বিষয়। তিনি অবিলম্বে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। স্বাধীনতার ২৩ বৎসর পরও একটি শিক্ষানীতি গৃহীত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি অবিলম্বে ধর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রনয়নের দাবী জানান, ছাত্রদেরকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না হওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

গত বৎসর ২১শে ডিসেম্বর এনডিপি'র চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে পুলিশ হামলা ও গুলি করিয়া একজন কর্মীকে হত্যা করার পরও রাউজান থানার পুলিশের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য বক্তাগণ নিন্দা ও ক্ষোভ জানাইয়া অবিলম্বে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার ও তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ১০ মার্চ '৯৪

সরকারের সিদ্ধান্তহীনতায় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলিয়াছেন, বর্তমান সরকারের গত ৩ বৎসরের সাফল্য হইতেছে বড় বড় মিল কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়া, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক

www.pathagar.com

কর্মচারীকে ছাটাই ও চাকুরী হইতে অবসর দান। তিনি বলেন, সরকারের বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণে ব্যর্থতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা ভঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার এই চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য নতুন ভাবে মাষ্টার প্লান তৈরী করিয়া চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু করা না হইলে জীবনের বিনিময়ে হইলেও চট্টগ্রামবাসীর দাবি আদায়ে দ্বিধাবোধ করিব না।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ১০ মার্চ '৯৪

কার ভয়ে সরকারের এই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি জাতি জানতে চায় --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে 'নতজানু' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, জাতি জানতে চায় কার ভয়ে এই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি চলছে। গতকাল বিকেলে চট্টগাম মহানগরীর খাতুনগঞ্জে তিনি একথা বলেন।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলেন, বিএনপি সরকার মানুষের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচী নিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি বলেন, সরকারের বড় সাফল্য হচ্ছে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া ও কল কারখানার লাখ লাখ শ্রমিককে ছাটাই ও অবসর দেয়া।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ৯ মে '৯৪

'৯১ এর নির্বাচনে জনগণ সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের আশায় বিএনপিকে যে রায় দিয়েছিল তা বিফল হয়েছে --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

এনডিপির নেতা জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পুরোপরি ব্যর্থ হয়েছেন। '৯১ এর নির্বাচনে জনগণ সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের আশায় বিএনপিকে যে রায় দিয়েছিল তা বিফল হয়েছে।

গতকাল দুপুরে রাউজান কলেজ ময়দানে এনডিপির ৩ জন নিহত কর্মীর নামাজে জানাযা শেষে এক শোক সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি বলেন, রক্তমাখা হাতে মানুষের সেবা করা যায় না। সন্ত্রাসের মাধ্যমে কল্যাণকর রাজনীতিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১ এপ্রিল '৯৫

সৎ সাহসের অভাবে সরকার কথা বলতে পারছে না --- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, সৎসাহসের অভাবে বর্তমান সরকার সত্য কথা বলতে পারছে না জাতির কাছে। তাই জাতি আর সরকারের মাঝে বিশ্বাসের ভাংগন ধরেছে। যার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলে জাতি যখন দেখতে পায় সারের প্রশ্নে পুলিশের গুলিতে নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে, চালের অগ্নিমূল্যের জন্য গরীব মানুষ বাজার থেকে খালি হাতে বাসায় ফেরে, কাগজের গগণচুম্বী মুল্যের ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করতে পারছে না, তখন জাতি স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারে '৯১ এর স্বপ্ন আর '৯৫ এর বাস্তবতার মধ্যে এক বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে।

ইত্তেফাক রবিবার ২ এপ্রিল '৯৫

জাতি ও সরকারের মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙ্গন ধরিয়াছে

--- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলিয়াছেন, জাতি ও সরকারের মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙ্গন ধরিয়াছে এহেন পরিস্থিতির জন্য রাজনীতিকদের কথা ও কাজের মধ্যে মিলের অভাবই দায়ী।

ইত্তেফাক শনিবার ৫ আগষ্ট '৯৫

উন্নয়নের জোয়ারের নামে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চলিতেছে

--- সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলিয়াছেন, দেশের জনগণ বর্তমান সরকারের উন্নয়নের জোয়ারের নামে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি প্রত্যক্ষ করিতেছে। তিনি বলেন, ঘূর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ কর্ণফুলী ব্রীজ মেরামতে হাত দিতে যে সরকারের তিন বৎসর সময় লাগে তাহাদের মুখে উন্নয়নের কথা বেমানান।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২৬ নভেম্বর '৯১

ক্ষমতাসীন দলে খাঁটি লোক নাই --- গোলাম আযম

গতকাল কক্সবাজার মগুল মার্কেট চত্বরে জামায়াত আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে অধ্যাপক গোলাম আযম বলিয়াছেন, উপজেলা পদ্ধতি বাতিল একটি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। দেশের বিরাজমান সমস্যা ও দূরাবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সর্বক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতি ছড়াইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কোন দিন এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন না। কেননা ক্ষমতাসীন দলে খাঁটি লোক নাই।

ইত্তেফাক বুধবার ২২ সেপ্টেম্বর '৯৩

আহিয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানাইয়াছে

--- গোলাম আযম

আধিপত্যবাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী গোষ্ঠির সহিত যোগসাজশে বিএনপি দেশের সর্বত্র শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছাড়াইয়া দিতেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ, খুলনা বি এল কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন জেলায় যেসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিতেছে বিএনপি এর সংশ্লিষ্ট মহলের ক্ষমতা লিপ্সাই উহার জন্য দায়ী। খুলনা বিএল কলেজ ছাত্র

www.pathagar.com

সংসদের জিএস মুন্সী আব্দুল হালিম ও আলীয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর ছাত্র আমানউল্লাহ আমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। তাহা আহিয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানাইয়াছে। কর্ম পরিষদের বৈঠকে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ক্ষমতাসীনদলের অঙ্গ সংগঠন সারাদেশে যে ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে সেজন্য বিএনপিকেই খেসারত দিতে হইবে।

জনকণ্ঠ রবিবার ১৭ জুলাই '৯৪

সরকারের রহস্যময় ভূমিকার কারণে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে --- গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর মজলিশে শুরার বৈঠকে সরকারের ভূমিকাকে রহস্যময় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। বৈঠকে বলা হয়, সরকারের রহস্যময় ভূমিকার কারণে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে এবং জনমনে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে।

জনকণ্ঠ বুধবার ১০ আগষ্ট ৯৪

এরশাদের মতোই বিএনপি সরকারের পতন হবে ----গোলাম আযম

জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, এরশাদের মতোই বিএনপি সরকারের পতনের আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে বিরোধীদলীয় দাবি না

www.pathagar.com

মানলে এ সরকারের পতন ঘটবে। মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশ ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টেস এসোসিয়েশনের সদস্যদের তিনি বলেন, সরকারের পতন ঘটবেই, এরশাদের পতন যেভাবে ঘটেছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের দাবি উপেক্ষা করে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদে ফেরার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন।

ইত্তেফাক সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪

সরকারের একগুঁয়েমি বিরোধী দলকে রাজপথে নামিয়েছে --- গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের মতে, সরকারের একগুয়েমি ও রহস্যময় ভূমিকার কারণেই সকল বিরোধী দলকে বাধ্য হয়ে রাজপথে নামতে হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় সংগঠনের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বৈঠকে এমত প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, বিএনপি ছাড়া সকলদল আজ কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় এ দাবী গণদাবী।

দৈনিক সকালের খবর শনিবার ১২ নভেম্বর '৯৪

সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করছে --- গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, বর্তমান সরকার সন্ত্রাসীদের লালন করছে। সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আইন

www.pathagar.com

প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অসহায়। পুলিশ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করলে উপর মহলের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

দৈনিক সকালের খবর শনিবার ২৬ নভেম্বর '৯৪

জনগণের প্রতি বিএনপির কোন আস্থা নেই বলেই তারা জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে

--- গোলাম আযম

বর্তমান সংকটের জন্যে বিএনপি সরকারের একগুঁয়েমীকে দায়ী করে গোলাম আযম বলেন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাহারানোর ভয়ে গণমানুষের দাবি মানছে না। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করার ৩ মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়তে আপত্তি থাকা ঠিক নয়। জনগণ যদি চায় তাহলে আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। কেয়ারটেকার দাবি মানতে সরকারের অস্বীকৃতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, জনগণের প্রতি বিএনপির কোন আস্থা নেই বলেই তারা জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছেন।

www.pathagar.com

দৈনিক সকালের খবর শনিবার ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৫

যে সরকার জনগণের ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না, তেমন সরকারের কোন প্রয়োজন নেই ---গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, যে সরকার জনগণের ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না তেমন সরকারের কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার ব্যাপারে সরকারের কোন প্রচেষ্টা নেই। জনগণের জন্যে ডাল ভাতের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন নাকি মাছ ভাতের চেষ্টা চলছে। সরকারের মুখ থেকে এমন দায়িত্বহীন কথা মানায় না।

দৈনিক সকালের খবর বুধবার ২২ মার্চ '৯৫

বাংলাদেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে --- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, বাংলাদেশ আজ ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। ভারত ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ব্যাহত করাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলকে মরুকরণ করেছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ৮ এপ্রিল '৯৫

যে সরকার জনগণের দাবী পূরণ না করে গুলি চালায় তার ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

--- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, যে সরকার তার দায়িত্ব পালন না করে উল্টো কাজ করে জনগণের ন্যায্য দাবী পুরণের পরিবর্তে তাদের বুকে গুলীবর্ষন করে সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, সরকার তার দায়িত্ব পালন না করায় দেশে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি অসময়ে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি এবং সার কেলেঙ্কারীর জন্য বিএনপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, যে সরকার সার চাওয়ার আপরাধে নিরীহ কৃষকের বুকে গুলি চালানোর মত অন্যায় কাজ করে সে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। তিনি বলেন, যে সরকার গুন্ডা পান্ডা লেলিয়ে দিয়ে অন্যের জনসভা পন্ড করার চেষ্টা করে ডিসি ও এসপিকে ১৪৪ ধারা জারী করতে বাধ্য করে তাদের ন্যূনতম ভদ্রতা-সৌজন্য বোধও নেই।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১০ এপ্রিল '৯৫

কৃষক হত্যাকারী বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই --- গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম গতকাল রোববার জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বলেন, কৃষক হত্যাকারী বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

গোলাম আযম কৃষি খাতে ভর্তূকী প্রত্যাহার এবং সার নিয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে সংকট সৃষ্টি করে ২০ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করায় সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, যে সরকার জনগণকে সার দিতে না পেরে হত্যা করে তার কি ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার আছে?

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১৭ এপ্রিল '৯৫

দুর্বল নতজানু সরকার দিয়ে দেশের কোন সমস্যার সমাধান হবে না ---গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, দুর্বল নতজানু দুর্নীতিপরায়ন সরকার দিয়ে দেশের কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

তিনি বলেন, চৈত্রমাসে চালের দাম বাড়তে জীবনে শুনিনি। চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে আশ্বিন কার্তিক মাসে। বাংলাদেশ সার রপ্তানী করে থাকে। কিন্তু এবার তার অভাব কেন? আসলে এটা একটা কেলেঙ্কারী। আগে সার বিলি বন্টন করতো বিএডিসি। সে দায়িত্ব ব্যক্তি মালিকানায় দেয়ার পর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের লোকজন ডিলারশিপ পেয়েছে। এরা ব্যবসায়ী নয়। তাই

www.pathagar.com

নিজেদের লাইসেন্স দিয়েছে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে সরকারী দল নিজেদের লাভের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, জনস্বার্থের দিকে নয়। বর্তমান সার সংকটের জন্য দায়ী সরকারের নীতি। এই ব্যর্থতার কারণে শুধু একজন মন্ত্রী নয়, পুরা সরকারকেই পদত্যাগ করতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্বল নতজানু সরকার থাকার কারণে ভারত গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দিচ্ছে না। দেশ মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। দুর্বল ও নতজানু সরকার দ্বারা দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বও রক্ষা পাবে না। ভারতের কাছে ন্যায্য দাবী জানানোর সাহস এই সরকারের নেই।

মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেন, এ সরকারের ব্যর্থতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। অতীতের কোন সরকারের আমলে দেখিনি সার চাইতে গিয়ে চাষীদের পুলিশের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

ইত্তেফাক শনিবার ২৯ এপ্রিল '৯৫

বিএনপি সরকার ভারতের নিকট হইতে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়াছে

---- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলিয়াছেন, বিএনপি সরকার ভারতের নিকট হইতে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ধরণের দুর্বল সরকার দ্বারা মানুষের হক কায়েম করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, দেশে ঘুসের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জুয়া চলিতেছে। তিনি বলেন, নির্বাচন আসিলে কোন কোন রাজনৈতিক দল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলিয়া ভোট চায়। কিন্তু পরে ক্ষমতায় গিয়া তাহারা ইসলামের কথা মনে রাখে না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ৬ জুলাই '৯৫

সরকার আইন ভঙ্গ করিয়া প্রশাসনকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাইতেছে --- গোলাম আযম

সরকারের সমালোচনা করিয়া গোলাম আযম বলেন, সরকার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাহারা নিজেই আইন ভঙ্গ এবং প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের দাপটে দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বলিতে কিছুই নাই। সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারীদলের সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসহ আটক হইলেও তদ্বিরের কারণে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

দৈনিক সকালের খবর শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর '৯৫

ভারতের তাবেদার পুতুল সরকারকে আর ক্ষমতায় রাখা যায় না --- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, ভারতের তাবেদার পুতুল সরকারকে আর ক্ষমতায় রাখা যায় না। গতকাল বিকেলে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে গোলাম আযম এ কথা বলেন।

সমাবেশে গোলাম আযম বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে ভারতের পক্ষে কথা বলছে এবং ইসলামবিরোধী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেছে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের কথা বলে সারাদেশে খুন, হত্যা, অপহরণ ধর্ষণসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। আজ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নেই। অপহরণ

www.pathagar.com

করে মুক্তিপন আদায় করা হচ্ছে; কিন্তু তবুও এ সরকার গণতন্ত্র বলে চেঁচামেচি করছে।

ইত্তেফাক বুধবার ২৫ অক্টোবর '৯৫

বেগম জিয়া জাতিসংঘে ফারাক্কার কথা বলিয়া সস্তা বাহাবা পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন --- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ফারাক্কা সমস্যাটি যেভাবে উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ফারাক্কা সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে তাহার আন্তরিকতার পরিবর্তে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে দেশের জনগণকে ফাঁকি দিয়া সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের মনোভাবই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ১৯৯৩ সালেও তিনি জাতিসংঘে প্রদত্ত বক্তৃতায় একইভাবে ফারাক্কা সমস্যাটি উত্থাপন করিয়া দেশের জনগণের বাহাবা নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিকতার কোন স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরাচারী মেজাজই বর্তমান সংকটের কারণ

--- গোলাম আযম

জামায়াতের আমীর গোলাম আযম বলেছেন, দেশ এক চরম রাজনৈতিক সংকটে নিপতিত। এ সংকট জনগণের সৃষ্টি নয়। বিরোধীদলের সৃষ্টি নয়, সরকারী দল এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ সংকট সৃষ্টি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর হটকারীতা, জীদ ও গোয়াতুর্মীই সংকটের কারণ। তিনি গতকাল মঙ্গলবার সকাল নয়টায় মগবাজার আলফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সরকার গঠনের পর বিএনপি আমার সাথে, আমার দলের সাথে এবং যে কেয়ারটেকার সরকারের বদৌলতে ক্ষমতায় গেলে সেই কেয়ার টেকার সরকারের দাবীর সাথে কি আচরণ করেছেন তা দেশবাসীর সকলেরই জানা। অথচ প্রধানমন্ত্রী কেয়ারটেকার সরকার কথাটি মুখে আনতে নাকি রাজি নন। এ কথার মাধ্যমে তার আচরণে স্বৈরাচারী মেজাজ পুরোপুরিই লক্ষ্য করা যায়। এ স্বৈরাচারী মেজাজের কারণেই বর্তমান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন আর নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নন এবং বর্তমান কেবিনেট জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেবিনেট নয়।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর '৯৫

সরকার দেশ হইতে ইসলাম নির্মূলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

--- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলিয়াছেন, সন্ত্রাস লালনকারী ও ছাত্রদের হাতে অস্ত্র সরবরাহকারী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দেশ কখনই অস্ত্রমুক্ত হইতে পারে না। গোলাম আযম বলেন, একজন মা হিসাবে সন্তান হারানোর বেদনা প্রধানমন্ত্রীর জানা থাকার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, প্রধানমন্ত্রী তাহার ছাত্র সংগঠনের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি দখলের নীলনকশা প্রণয়ন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়া ক্ষমতায় আসিয়া এই সরকার দেশ হইতে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নির্মূলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারি '৯৬

সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীই বাধা --- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের একমাত্র বাধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক আযম বলেন, তিনি পদত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্টকে সংকট দূর করার সুযোগ দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতেছেন না। গোলাম আযম ইহাকে গণতন্ত্রের প্রতি সমান্যতম শ্রদ্ধাবোধেরও অভাব হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন এই জিদ জাতিকে সংকটে নিপতিত করিবে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, প্রধানমন্ত্রী আজ জনগণের ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন না। একমাত্র তাহার পদত্যাগের মাধ্যমেই দেশে স্বস্তি ফিরিয়া আসিতে পারে।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ৩০ জানুয়ারি '৯৬

বিএনপি ইসলাম বিরোধী বলিয়াই রমজান মাসে নির্বাচন দিয়াছে --- গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, বিএনপি ইসলাম বিরোধী সরকার বলিয়াই রমজান মাসে নির্বাচন দিয়া জনগণকে সমস্যায় ফেলিয়াছে।
গোলাম আযম বলেন, কেবল ১৯৯১তে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের আমলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন হইয়াছে। এরশাদ আমলে '৮৮-র নির্বাচনে একজন গৃহপালিত নেতাকে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে ৪০টি গৃহপালিত দল তৈরী করিয়াছে।

বাংলার বাণী শনিবার ১০ ফেব্রুয়ারি '৯৬

এই সন্ত্রাসী স্বৈরাচারী ও ইসলাম বিরোধী বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়ে এদেশের গণতন্ত্রকে নিরাপদ করতে হবে --গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার তার ছাত্র সংগঠন দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তার করার

www.pathagar.com

জন্যে সন্ত্রাস পরিগ্রহণ করছে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান চালনা করছে। সরকারী দলের একজন এমপি কোরানের আইন পরিবর্তনের দাবী করেছিল কিন্তু তার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সন্ত্রাসী স্বৈরাচারী ও ইসলাম বিরোধী বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়ে এদেশের গণতন্ত্রকে নিরাপদ করতে হবে।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯৬

মনে হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকার দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ---গোলাম আযম

গোলাম আযম বলেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি না করে সন্ত্রাস, হত্যাকান্ড, গ্রেপ্তার হয়রানি, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও উস্কানীমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সরকার সম্পূর্ণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। সরকারী নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রতিদিন মানুষের জীবন নাশ হচ্ছে। সারাদেশে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বাড়ছে। মনে হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকার দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ৫ জুন '৯৬

ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যত ধরণের অন্যায় করা দরকার তার সবটাই বিএনপি করেছে

---গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, স্বেচ্ছাচারিতা ও জেদের রাজনীতি দিয়ে দেশ চলে না। গত ৫ বছরে ক্ষমতাসীন নেত্রীর জেদের কারণে দেশে এত অশান্তি হানাহানি ও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদের অপচয় হয়েছে। এই পাচ বছরে তাদের দুর্নীতি, লুটপাট এবং অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহারের বিচার জনগণ একদিন করবে।

তিনি বলেন বিএনপি সরকার গত ৫ বছরে দুটি কাজ সাফল্যের সাথে করেছে। এর একটি হলো সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও হত্যার ব্যাপক বিস্তার ঘটানো অপরটি হলো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যত ধরনের অন্যায় করা দরকার তার সবটাই করা।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, পুলিশকে অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার করার পর মন্ত্রীর নিদের্শে অস্ত্রসহ তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। পুলিশ বলেছে, আমরা অসহায়, আমাদের চাকুরী বাঁচাতে হলে সরকারী দলের কথা শুনতে হয়।

•

www.pathagar.com

মতিউর রহমান নিজামী

ইনকিলাব শনিবার ২২ জুন '৯১

ছাত্ররা লেখাপড়া শিখতে এসে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গতকাল এক বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের বন্দুকযুদ্ধে একজন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসন উৎখাতের পর জনগণ আশা করেছিল, এবার দেশে একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যমুক্ত হবে, ছাত্রদের লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কিন্তু দেশবাসী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করছে যে, স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পরে দেশে জনগণের নির্বাচিত একটি সরকার ক্ষমতায় বসলেও শিক্ষাঙ্গনগুলো আজও সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি। আজও শিক্ষাঙ্গনে যুদ্ধক্ষেত্রের মত দু'দল ছাত্রের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে। ছাত্ররা লেখাপড়া শিখতে এসে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরছে। তিনি বলেন, এ অবস্থাদৃষ্টে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন জাগছে, স্বৈরাচার ও জনগণের নির্বাচিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা শনিবার ১৬ নভেম্বর '৯১

এ সরকারকে আর কতদিন অক্সিজেন দিয়ে বাঁচানো যাবে

---মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, এ সরকারকে অক্সিজেন দিয়ে আর কত দিন বাঁচানো যাবে? জাতি আজ চরম হতাশায় ভুগছে। গতকাল সকালে স্থানীয় রেজিষ্টারী ময়দানে জেলা জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় তিনি একথা বলেন,

মাওলানা নিজামী বলেন, দুর্নীতি, বেকারত্ব সন্ত্রাসে দেশ ছেয়ে গেছে। খাদ্যভাবে মানুষ বিভিন্ন স্থানে কষ্ট পাচ্ছে। সরকার সমস্যা মোকাবেলায় অনভিজ্ঞ, অপদার্থ, সেজন্য তারা এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হচ্ছে।

ইনকিলাব রবিবার ৮ ডিসেম্বর '৯১

সরকারী প্রশাসনকে দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা অন্যায় এবং অনভিপ্রেত

--- মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত ৪ ডিসেম্বর কোট চাঁদপুরের ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর হামলা এবং পুলিশের সহায়তায় ছাত্র শিবির অফিসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সহযোগী হিসেবে সরকারী প্রশাসনকে ব্যবহার করা অগণতান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচয় বহন করে। অগণতান্ত্রিক আচরণ করার জন্য দেশবাসী বর্তমান সরকারকে

www.pathagar.com

ক্ষমতায় বসায়নি। তিনি বলেন, জনগণের অর্থে পোষা সরকারী প্রশাসনকে দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা অন্যায় এবং অনভিপ্রেত।

ইত্তেফাক শনিবার ১৮ জানুয়ারি '৯২

সরকারের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণেই সন্ত্রাসী মহল এইভাবে নৃশংস হত্যাকান্ড চালাইয়া যাইতেছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী চট্টগ্রামের নাজিরহাটে দুইজন জামায়াত কর্মীকে হত্যার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, সরকার এসব হত্যাকান্ডের বিচার করে নাই। সরকারের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণেই সন্ত্রাসী মহল এইভাবে নৃশংস হত্যাকান্ড চালাইয়া যাইতেছে। তিনি হত্যাকারীদের গ্রেফতার করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

www.pathagar.com

সংবাদ বৃহস্পতিবার ২৬ মার্চ '৯২

২৭শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের পর খালেদা জিয়াই প্রথম অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগে দেখা করেন

---মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের পর খালেদা জিয়াই প্রথম অধ্যাপক গোলাম আযমের সংগে দেখা করেন। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক না হলে কিভাবে দেখা করলেন? নিজামী বলেন, জামাত আশা করে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

তিনি বিএনপি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কিছুই করার থাকবে না। সময় আছে কিনা জানিনা।

বাংলার বাণী বুধবার ১ জুলাই '৯২

দেশে আজ সন্ত্রাস সম্পৃক্ত রাজনীতি চলছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, দেশে আজ নেগেটিভ পলিটিক্স চলছে। দেশে আজ সন্ত্রাস সম্পৃক্ত রাজনীতি চলছে। ব্যক্তিপূজা আর স্বার্থ হাসিলের রাজনীতি জাতিকে হতাশ করছে। মাওলানা নিজামী বলেন, দেশে আজকে ভঙ্গুর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

পরিস্থিতি, আর্থ সামাজিক পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে হতাশা ও নিরাশার সৃষ্টি হয়েছে।

ভোরের কাগজ শনিবার ১৮ জুলাই '৯২

গত বছর নির্বাচনের পরপর বিএনপি সবার আগে গোলাম আযমের সঙ্গে যোগাযোগ করে

---মতিউর রহমান নিজামী

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় প্রক্রিয়া বিএনপি সরকার ১৯৭৯ সালে সম্পন্ন করেছিল। তখন এতে শুধু প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর বাকি ছিলো বলে হতে পারেনি। মতিউর রহমান নিজামী বলেন, গত বছর নির্বাচনের পরপর বিএনপি সবার আগে গোলাম আযমের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে সময় সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলাম, শর্ত দেইনি। তবে কথা হয়েছিল যে, বিএনপিকে তার '৭৯ সালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে। আমি তার জীবন্ত সাক্ষী। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দায়িত্ব এখন বিএনপি সরকারের।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ সোমবার ২৭ জুলাই '৯২

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান

---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী গতকাল সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতায় কথায় কথায় একটি বাস্তব সত্যকে স্বীকার করেছেন। নিজামী বলেন, স্বাধীনতা ঘোষণা কে করেন বা ঘোষক কে সে বিতর্কে জামায়াত জড়াতে চায় না। তবে একথা বলতে পারি বাংলাদেশের স্বাধীতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। যদিও মুজিব ছিলেন বিশ্বের অন্যতম নেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর জন্য এক সময় এদেশের জনগণ নফল নামাজও পড়েছে। নফল রোজা রেখেছে। কোরবানী দিয়েছে।

ইত্তেফাক শুক্রবার ৩১ জুলাই '৯২

যে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারে না, সেই সরকারের জনগণকে শাসন করার কোন অধিকার থাকিতে পারে না

----- মতিউর রহমান নিজামী

গতকাল বিকালে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে আয়োজিত এক সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী

www.pathagar.com

বলিয়াছেন, জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছেন। তিনি বলেন,সন্ত্রাস দমনে সরকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করিলে জনগণের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

নিজামী বলেন, যে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারে না, সেই সরকারের জনগণকে শাসন করার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

বাংলার বাণী শুক্রবার ৯ অক্টোবর '৯২

সন্ত্রাসীদের দমনের পরিবর্তে বিএনপি সরকার সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মসর্মপন করেছে

--- **মতিউর রহমান নিজামী**

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জাতীয় সংসদের রাজবাড়ী ১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে রেলওয়ে ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, সন্ত্রাসীদের দমনের পরিবর্তে বিএনপি সরকার সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মসর্মপন করেছে। তারা জনগণের আশা পুরণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বাচনী আচরণ লংঘন করছে। তাদের কাছে ন্যায় বিচার আশা করা ব্যর্থ।

www.pathagar.com

পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্যাস নিক্ষেপে তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেয়ার নিন্দা

----মতিউর রহমান নিজামী

গত মঙ্গলবার সরকার পুলিশ দিয়ে নারায়নগঞ্জে তাফসীর মাহফিল বন্ধ করে দেয়ার নিন্দা জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলনা মতিউর রহমান নিজামী গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং এক পর্যায়ে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে, অর্ধশতাধিক লোককে আহত করার মাধ্যমে সরকার দেশের জনগণের ধর্মীয় অধিকারে বাধাপ্রদান করে স্বৈরাচারী মানসিকতাই প্রকাশ করলেন। জনগণকে মৌলিক অধিকার ভোগে সহযোগিতা করার পরিবর্তে বাধা দানের মাধ্যমে সরকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের উৎসাহিত করলেন। সরকারের এ ভূমিকা আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি নির্বাচিত সরকারের এ গণবিরোধী ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ রবিবার ১১ জুলাই '৯৩

ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্যে দুর্নীতিকে দ্বিগুণ গতিতে চালিত করছে --মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি সরকার দুর্নীতি দূর করতে পারেনি। বরং দলীয় নেতা-কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্যে দুর্নীতিকে দ্বিগুণ গতিতে চালিত করছে। গতকাল শনিবার ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর এক সমাবেশে তিনি প্রধানবক্তা হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। এতে সভাপতি ছিলেন এ. টি. এম, আজহারুল ইসলাম।

দৈনিক মিল্লাত শনিবার ২৫ সেপ্টম্বর '৯৩

বর্তমান বিএনপি সরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে ---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকারের এই মুখোশ উম্মোচিত হবার ভয়ে তারা জামায়াতকে সংসদে এ সম্পর্কে কোন কথা বলতে দেয়নি। অথচ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়েই বিএনপি সরকার গঠিত হয়েছিল। খুলনায় দুইজন শিবির নেতাকে নৃশংভাবে হত্যা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার বিকালে বায়তুল মোকাররম

www.pathagar.com

মসজিদের উত্তর গেটে জামায়াতে ইসলামী আহুত জনসভায় জনাব নিজামী প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখছিলেন।

বাংলার বাণী শনিবার ২৭ অক্টোবর '৯৩

দেশে সন্ত্রাস বিস্তারে বিএনপি চ্যাম্পিয়ন

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশ জুড়ে শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে দায়ি করে বলেছেন, দেশে আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সরকার নিজেই দলীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে ও লালন পালন করছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে দলীয় এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন।

ইনকিলাব শুক্রবার ১৯ নভেম্বর '৯৩

ছাত্রদলের কারণেই সরকারের ভরাডুবির আশংকা রয়েছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে সন্ত্রাসীদের কবলমুক্ত করার দাবী জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী এক বিবৃতিতে বলেছেন, গত পরশু টিএসসি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা থেকে অস্ত্রসহ ছাত্রদলের তিন সন্ত্রাসীকে

www.pathagar.com

গ্রেফতারের ঘটনাই প্রমাণ করছে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে কারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং কারা চাঁদাবাজি করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। অস্ত্রধারী মাস্তানরা কোনদিনই সরকারকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং তারা সব সময়ই তাদের আশ্রয়দানকারী সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকারের পতনই ত্বরান্বিত করেছে। এখনই যদি ছাত্র দলকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের কবলমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে ছাত্রদলের কারণেই সরকারের ভরাডুবির আশংকা রয়েছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৩০ ডিসেম্বর '৯৩

সরকার জনগণের চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হয়েছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি বলেছেন, অসাধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কারণে আজ বাংলাদেশ দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে। এর ফলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে এখন ধর্ণা দিতে হচ্ছে। আজ বিকালে বাঘেরহাট আউটার স্টেডিয়ামে জেলা জামায়াতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে এক কোটি সত্তর লাখ লোক বেকার রয়েছে। অথচ শিল্প কারখানাগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ২৪ জানুয়ারি '৯৪

ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না ---মতিউর রহমান নিজামী

নাজিম মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। তিনি সরকারি দলের উপনেতা কর্তৃক আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত বিএনপিকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন দিবে এই মর্মে প্রচারণার জবাব দিয়া বলেন, বি, চৌধুরীর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। শুধু জামায়াতে ইসলামী নয়, এদেশের কৃষক শ্রমিক ও ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না।

জনকণ্ঠ সোমবার ২৯ জানুয়ারি '৯৪

বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না --মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন নির্বাচনী বিধিলংঘন করে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালিয়েছেন। সরকার দলীয় প্রার্থী মেয়র না হলে উন্নয়ন হবেনা বলে ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সরকারী দলের সকল বক্তৃতা বিবৃতি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল। তিনি বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না। তিনি বলেন, দেশে কোন আইন নেই। পুলিশের সামনে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। সরকার আইন মানে না তাই জনগণও আইন মানছে না।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ২ এপ্রিল '৯৪

সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে বিএনপি গণতন্ত্রের উপর কুঠারাঘাত করেছে ----মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী বলেন, সাতক্ষীরায় যে তান্ডব চালানো হয়েছে তাতে ক্ষমতাসীনদল বিএনপি নজীরবিহীন এক কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সরকারে থেকে সন্ত্রাসী ভূমিকায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে বিএনপি নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং গণতন্ত্রের উপরও কুঠারাঘাত হেনেছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস সৃষ্টিসহ সাতক্ষীরায় যে তান্ডব চালানো হয়েছে তাতে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি শুধু আত্মঘাতিই নয় এবং নজির বিহীন এক কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় বিএনপি এহেন দায়িত্বহীন আচরণ জনগণের মধ্যে ধিক্কার ও ঘৃণার সঞ্চার করেছে।

ভোরের কাগজ শনিবার ১৮ জুন '৯৪

সরকার গঠনের সময় যে বৈঠক হয় তাতে অর্থমন্ত্রীও ছিলেন তখন তার লজ্জালাগেনি

---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বেসামাল হয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে জামায়াতকে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। সরকার গঠনের সময় জামায়াতের সঙ্গে যারা বৈঠক করেছিলেন তাদের মধ্যে অর্থমন্ত্রীও ছিলেন। সেদিন অর্থমন্ত্রীর লজ্জা লাগেনি। আবার ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

যদি সমর্থনের প্রয়োজন হয়, তখন কি করবেন? গতকাল শুক্রবার বিকেলে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ৭ আগষ্ট '৯৪

এই সরকারের অধীনে ইসলাম তথা স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয়

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, এই সরকারের অধীনে ইসলাম তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয়। গত সাড়ে তিন বছরে এ সরকারের শাসনই এ কথার প্রমাণ বহন করে। মাওলানা নিজামী গতকাল শনিবার পাবনার সাথিয়া হাইস্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২ সেপ্টেম্বর '৯৪

দাবি না মানলে সরকারের পতন ঘটাতে হবে

--মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, সরকারের পতন ঘন্টা বেজে গেছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে সরকারও তেমনি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাছ থেকে এবং বৃটিশ এমপিদের নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্ত বিদেশী সার্টিফিকেট নিয়ে বাঁচা যায়না। অতীতের কোন সরকার বাঁচতে পারেনি, বিএনপি সরকারও পারবে না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪

ক্ষমতাসীন এ সরকারের চরিত্রের ঠিক নেই

---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ক্ষমতাসীন এ সরকারের চরিত্রের ঠিক নেই।

কেয়ারটেকার বিল সংবিধান বিরোধী বলে বিএনপি বাঙ্গালিকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, সংবিধান সম্মতভাবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যইতো এ বিল আনা হয়েছে। সরকার হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে সংসদের বাইরে বিতর্ক সৃষ্টি করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক মিল্লাত বুধবার ২৬ অক্টোবর '৯৪

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ন

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, হরতাল চলাকালে খুলনায় বিএনপি'র ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাস সৃষ্টির আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সকাল ১১টায় খুলনায় হরতাল চলাকালে ডাকবাংলার কাছে পুলিশের সামনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিলে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বোমাহামলা ও গুলীবর্ষণ করে তিনজনকে আহত করেছে। তাদের একজনের অবস্থা গুরুতর। সরকার খুলনায় ১৪৪ধারা জারি করে পুলিশের সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে সন্ত্রাস চালানোর সুযোগ করে দিয়ে একথাই প্রমাণ করলো

www.pathagar.com

যে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীন হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ৪ জানুয়ারি '৯৫

ছাত্রদলের কর্মীদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্যই এসব সন্ত্রাসী হামলার জন্য ছাত্রদলকে উৎসাহিত করেছে

---মতিউর রহমান নিজামী

রংপুর জেলা ও শহর জামায়াতে ইসলামী অফিসে এবং রংপুর জামায়াত ও শিবির কর্মীদের উপর ছাত্রদলের কর্মীদের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ইতিপূর্বেও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ছাত্র শিবির কর্মীদের হত্যা করেছে। ছাত্রদলের কর্মীদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্যই এসব সন্ত্রাসী হামলার জন্য ছাত্রদলকে উৎসাহিত করেছে। এসব ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে জনগণের নির্বাচিত হলেই কোন সরকার গণতান্ত্রিক হয় না। গণতন্ত্রের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে বিএনপি আজ স্বৈরাচারের ভূমিকার অবতীর্ণ। তাদের ফ্যাসিবাদী কর্মকান্ড দেশকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিএনপি সরকার প্রশাসনকে দলীয়করণ করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ৩০ জানুয়ারি '৯৫

বিএনপি সরকার দেশ চালাতে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, প্রকারন্তরে সন্ত্রাসকে জাতীয়করণ করেছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, সাড়ে তিন বছরে বিএনপি সরকার দেশ চালাতে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রশাসনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এখন দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি থেকে ভর্তুকী তুলে নিয়ে কৃষকদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। সার, কীটনাশক কিনতে কৃষকরা সর্বশান্ত হচ্ছে, গ্রামে হাহাকার বেড়ে গেছে।

জনাব নিজামী বলেন, বিএনপি সরকার সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে প্রকারন্তরে সন্ত্রাসকে জাতীয়করণ করেছে। বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা দেশব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। কিছুদিন আগে ছাত্রদলের নেতারা পিস্তল হাতে নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আক্রমন করতে গিয়েছিল। জনগণ নিয়ে নয়, অস্ত্রবাজ মাস্তানদের নিয়ে বিএনপি এখন দেশ চালাচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৫

বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাই-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে

--- মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যাপারে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

ছাত্রদলের হাতে এ পর্যন্ত ১৫জন শিবির নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এসব হত্যাকান্ডের বিচারতো দূরের কথা তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় গোটা দেশটাকে কসাইখানায় পরিণত করেছে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কসাইর ভূমিকায় অবতীর্ণ। দেশে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নেই। এ অবস্থায় কোন দেশ চলতে পারে না।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২০ মার্চ '৯৫

দেশ চালাতে বর্তমান দুর্নীতি পরায়ন এবং অযোগ্য সরকারের ব্যর্থতা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট

--- **মতিউর রহমান নিজামী**

গত রোববার এক বিবৃতিতে জনাব নিজামী বলেন, দেশ চালাতে বর্তমান দুর্নীতি পরায়ন এবং অযোগ্য সরকারের ব্যর্থতা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট। একদিকে চাল ডাল তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। প্রতিদিনই তা পাগলা ঘোড়ার মত বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ধান উৎপাদনের মৌসুমে সারের অভাবে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার। সমস্যা জর্জরিত কৃষকগণ যখন তাদের বাঁচা মরার দাবি নিয়ে সার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছে তখন তাদের উপর করা হচ্ছে গুলি। সরকারের এহেন আচরণ জনগণ বরদাশত করতে পারে না।

জনাব নিজামী বলেন, আমি সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, জেল, জুলুম, নির্যাতন, এমন কি গুলি চালিয়েও জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা যাবে না।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ২৩ মার্চ '৯৫

যে সরকার ন্যায্যমূল্যের সার সরবরাহ করার পরিবর্তে জনগণের উপর জুলুম চালায় সে জালেম সরকারের কোন দারকার নেই

--- **মতিউর রহমান নিজামী**

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ২ জন কৃষক নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী গতকাল বুধবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার কৃষকদের কৃষিকাজ করার জন্য সার দেওয়ার পরিবর্তে গুলি করে হত্যা করেছে। এর চাইতে দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? সরকারের কাছে সার চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কৃষিখাত থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার করার পূর্বে কৃষকগণ সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। এ সর্বশান্ত কৃষকগণ যখন কৃষি কাজের জন্য সার চাচ্ছে তখন তাদের গুলি করে মারা হচ্ছে। এর চাইতে জুলুম আর কি হতে পারে? যে সরকার ন্যায্যমূল্যের সার সরবরাহ করার পরিবর্তে জনগণের উপর জুলুম চালায় সে জালেম সরকারের কোন দরকার নেই। ক্ষমতাসীন দুর্নীতিবাজ ও ব্যর্থ সরকারকে জনগণ আর একদিনও ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শুক্রবার ২৪ মার্চ '৯৫

সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা আজ জনসম্মুখে সুস্পষ্ট

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা আজ জনসম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের ব্যর্থতার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। প্রকাশনা শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন। কৃষকরা সার পাইতেছে না। চাউলের দাম বাড়িয়া চলিয়াছে। গুদামের পচা চাউল খোলা বাজারে বিক্রির নামে দলীয় কর্মীদের হাতে কলোটাকা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

অবরোধ কর্মসূচী সফল করায় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাইয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, দেশে শান্তি শৃংখলার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রয়োজন। এই গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য কেয়ারটেকার সরকার প্রয়োজন। '৯১ সালের নির্বাচনের পর এই সংসদের মৌলিক দায়িত্ব ছিল, কেয়ারটেকার সরকারের বিধানকে সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করা।

দৈনিক জনতা শনিবার ২৮ মার্চ '৯২

সন্ত্রাসীদেরকে যে আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছেন সে আগুনেই তারা আপনাদের ও দেশবাসীকে জ্বালিয়ে মারবে

--মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, গণতন্ত্রের লেবাস ধরে স্বৈরাচারী মনোভাব প্রকাশ থেকে বিরত থাকুন, তা না

www.pathagar.com

হলে জনগণ আপনাদের উপর যে আস্থা স্থাপন করেছিলো তা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

গতকাল বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জামায়াত কর্মীরা স্লোগান তোলে 'পতন হলো -পতন হলো, খালেদা জিয়ার পতন হলো' খালেদা জিয়ার সরকারকের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন কায়েম করুন নইলে'সন্ত্রাসীদেরকে যে আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছেন সে আগুনেই তারা আপনাদের ও দেশবাসীকে জ্বালিয়ে মারবে।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ১১ এপ্রিল '৯৫

সরকার দেশে একদলীয় স্বৈরশাসন চালাচ্ছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বর্তমান সরকার প্রমাণ করেছে তারা বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে নয়। একদলীয় স্বৈরশাসনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করছে। সরকারের অযোগ্যতা ব্যর্থতা দুর্নীতি ও দলীয়করণ নীতির কারণে সারাদেশে চরম বিশৃঙখলা ও সংকট শুরু হয়েছে।

ভোরের কাগজ শুক্রবার ৫ মে '৯৫

বিএনপি শুধু দেশ নয় দল পরিচালনায়ও ব্যর্থ

---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপি সরকার শুধু দেশ পরিচালনায় নয় দল পরিচালনায়ও

www.pathagar.com

অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। নরসিংদীতে বিএনপির দুই সাংসদের লড়াইয়ে হত্যাকান্ডের ঘটনা তার প্রমাণ। নিজামী, সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ৭ জুন '৯৫

হত্যার রাজনীতির কারণেই বিএনপির ভরাডুবি ঘটবে। ----- মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের কারণে বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার পরিবর্তে হত্যার পক্ষ বেছে নিয়েছে। ছাত্রদের লেবাসে আজ তারা পেশাদার খুনিতে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই সরকারের হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতির কারণেই বিএনপির ভরাডুবি ঘটবে।

ইত্তেফাক সোমবার ১৪ আগস্ট '৯৫

বর্তমান সরকারের আমলে গত আড়াই বছরে ৫ হাজার ২৯৩ জন খুন হইয়াছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, বর্তমান সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে চায়। ফলে দেশ আজ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের নিকট জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে গত আড়াই বছরে ৫ হাজার ২৯৩ জন খুন হইয়াছে। রাজধানীশহর পর্যন্ত খুন, সন্ত্রাস ও ছিনতাইয়ের নিকট জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে।

সকালের খবর সোমবার ১৪ আগস্ট '৯৫

বিএনপি সরকার দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায় ---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপি সরকার সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকতে চায়। গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে ঢাকা মহানগর জামায়াত আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর '৯৫

আমরা বর্তমান সন্ত্রাসী সরকারের জানাজা পড়তে চাই ---মতিউর রহমান নিজামী

জামায়োত ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে বহু শহীদের জানাজা পড়া হয়েছে। শিবির নেতা শহীদ আনোয়ার হোসেন ও জামাতকর্মী শহীদ মোজাফফর হোসেনের জানাজার মাধ্যমে আমরা বর্তমান স্বৈরাচারী ও সন্ত্রাসী সরকারের জানাজা পড়তে চাই। গতকাল সোমবার বিকালে বায়তুল

www.pathagar.com

মোকাররমের উত্তর গেটে ছাত্র গণজমায়েতে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

জনাব নিজামী বলেন, এ সরকারের পেটোয়া বাহিনীর হাতে ছাত্র শ্রমিক সাংবাদিক এমন কি পুলিশও নিহত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় এ সরকার ফ্যাসিবাদী ও সন্ত্রাসী সরকার।

ইত্তেফাক সোমবার ১৩ নভেম্বর '৯৫

যে কোন ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতায় বসাইয়া দিলে ইহার চেয়ে ভালভাবে দেশ পরিচালনা করিতে পারিবে ---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা নিজামী নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা দিলে ৩ দিনও দেশ চালাইতে পারিবে না, প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য সম্পর্কে বলেন, গত সাড়ে ৪ বছরে বিএনপি যে ভাবে সন্ত্রাস, নির্যাতন, হত্যা বন্ধ করিতে এবং দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে দেশের যে কোন ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতায় বসাইয়া দিলে ইহার চেয়ে ভালভাবে দেশ পরিচালনা করিতে পারিবে। বর্তমান সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে আজ সরকারি প্রশাসন ন্যূনতম নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারিতেছে না। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার হত্যা, সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট কেন্দ্র দখল করিয়া বিজয়ী হইতে চায়। আর এজন্যই তাহারা কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মানিতে রাজি হইতেছে না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১৯ ডিসেম্বর '৯৫

বিসমিল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া ইসলাম প্রিয় জনতার সমর্থন লইয়া ক্ষমতায় গিয়া এই সরকার ইসলামের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারে নাই

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলিয়াছেন, অতীতে নমরুদ, ফেরাউন, আবু লাহাব, আবু জেহেলেরা সন্ত্রাস, নির্যাতন, হত্যা করিয়া যেমন ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই তেমনিভাবে এই সন্ত্রাসী বিএনপি সরকারও ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের হত্যা করিয়া এদেশের ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারিবে না।

মাওলানা নিজামী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস হইয়াছে উহা অতীতের সকল রেকর্ড ম্লান করিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্‌র দোহাই দিয়া ইসলাম প্রিয় জনতার সমর্থন লইয়া ক্ষমতায় গিয়া এই সরকার ইসলামের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা এই দেশ হইতে ইসলামকে মুছিয়া ফেলার ইহুদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করিতেছে।

বাংলার বাণী বুধবার ৩ জানুয়ারি '৯৬

প্রধানমন্ত্রী তার সচিবালয়ে রাজনৈতিকদল উৎপাদনের জন্য একটি ফ্যাক্টরী খুলেছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপি ৮৮ সালের স্টাইলে নির্বাচন করতে চায়। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তার সচিবালয়ে রাজনৈতিকদল

www.pathagar.com

উৎপাদনের জন্য একটি ফ্যাক্টরী খুলেছে। বিএনপি প্রকৃত পক্ষে তাদের উৎপাদিত অস্তিত্বহীন দল নিয়েই নির্বাচন করতে চায়। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, বিএনপি উৎপাদনের রাজনীতির ইতিহাসে এটি একটি সফল উৎপাদন।

ইত্তেফাক বুধবার ১৭ জানুয়ারি '৯৬

দুর্নীতির বোঝা মাথায় লইয়া বিএনপি নির্বাচনে যাইতে ভয় পাইতেছে ---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, বিএনপি সরকার তাহাদের দুর্নীতির বোঝা মাথায় লইয়া নির্বাচনে যাইতে ভয় পাইতেছে। কারণ ভোটারগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারিলে তাহারা এই দুনীতির হিসাব নির্বাচনে লইয়াই ছাড়িবে। নাম ঠিকানাবিহীন লোক দিয়া বিএনপি নির্বাচন করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা জনগণের ভয়ে নির্বাচন হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

ইত্তেফাক শনিবার ২০ জানুয়ারি '৯৬

বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নয়

--- মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলিয়াছেন, বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নয়। গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করিয়া নাম বিচ্ছিন্ন পরিচয়হীন দল ও ব্যক্তিদের লইয়া বিএনপি যে নির্বাচনে যাইতেছে, তাহা

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্জিত এবং বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।

বাংলার বাণী রোববার ২৮ জানুয়ারি '৯৬

বিএনপি সরকার গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য একদলীয় প্রহসনের নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্যে জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, এ প্রহসনের নির্বাচন প্রতিরোধ করতে না পারলে জনগণের কষ্টার্জিত ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষা করা যাবেনা। জনাব নিজামী বলেন, বিএনপি সরকার সংবিধান রক্ষার দোহাই দিয়ে একদলীয় প্রসহনের নির্বাচন করে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকে হত্যা ও জনগণের ভোটাধিকার হরণের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ৯ ফেব্রুয়ারি '৯৬

তারা সার চুরি করে কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে আন্তরিক নয়। বিএনপির হাতে গণতন্ত্র পনবন্দী হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

জনাব নিজামী বলেন, ক্ষতাসীনদল জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র রক্ষার দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চায়। তারা ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকদের হত্যা করেছে। তারা সার চুরি করে কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১২, ফেব্রুয়ারি '৯৬

প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম জিয়া ঠুটো জগন্নাথ মার্কা সংসদ করে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের বিষয় চূড়ান্ত করতে চায়

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৫ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বলেছেন, প্রহসনের এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে জুলুমের সীমা ছড়িয়ে গেলে আল্লাহ কাউকে কখনো সহ্য করেন না।

জামায়াত নেতা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে হুমকি প্রদান ও কূটুক্তি করার সমালোচনা করে বলেন, ওই চেয়ারে বসে মাথা গরমের পরিচয় দেবেন না। ওখানে থাকলে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। মাথা গরম হলে ঐ পদে থাকা যায় না।

তিনি বলেন, প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম জিয়া ঠুটো জগন্নাথ মার্কা সংসদ করে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের বিষয় চূড়ান্ত করতে চায়। মাওলানা নিজামী বলেন, বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই সাথে একটা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যান। তারপরও জনগণ সমাবেশে উপস্থিত হন না। তিনি বলেন, হঠকারিতার মাধ্যমে জনগণকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বিএনপির জন্য অপমানজনক পতন অপেক্ষা করছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপির জন্য এখন অপমানজনক পতন অপেক্ষা করছে, যার কোন নজির ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এ সরকার দেশের ১২ কোটি মানুষের বিরুদ্ধে এবং দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যাত্রাবাড়িতে বিএনপির প্রাইভেট বাহিনী কর্তৃক জামায়াতের সমাবেশে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও বহুসংখ্যক নেতা ও কর্মীকে গুরুতর আহত করার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জনাব নিজামী বলেন, এই ঘটনা ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানকালে এরশাদের পেটোয়া বাহিনীর গুলিতে ডাঃ মিলনের শহীদ হবার ঘটনা মনে কড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, এই ঘটনায় খালেদা জিয়ার পতন নিশ্চিত হচ্ছে, তিনি অপমানজনক পদত্যাগ এড়াতে পারবেন না।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৬

গণতন্ত্রের লেবাস পরে কতটা স্বৈরাচারী হওয়া যায় এ সরকার তার দৃষ্টান্ত রাখছে

---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, গণতন্ত্রের লেবাস পরে একটি সরকার কতটা স্বৈরাচারী ও অসভ্য আচরণ করতে পারে গোটা বিশ্বের সামনে তার দৃষ্টান্ত রাখছে বিএনপি সরকার।

www.pathagar.com

মাওলানা নিজামী বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ই ফেব্রুয়ারি হলো কলঙ্কের দিন। এই দিন সরকার জনগণের ভোটাধিকারকে পদদলিত করে নির্বাচন করতে গিয়ে ১৯ জনকে খুন ও ২ হাজার জনকে আহত করেছে।

সভায় আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, গণতন্ত্রের লেবাস গায়ে দিয়ে এই সরকার মিথ্যা আর অপকর্মের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সরকারের জেল জুলুম আর হত্যাকে জনগণ ভয় পায় না। রাজনৈতিক অধিকারহীন জীবন আর জেলখানার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২৪ মার্চ '৯৬

৫ বছরের দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিএনপি কোন বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয় ---মতিউর রহমান নিজামী

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, বিএনপির যদি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতো, ৯ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোনের অঙ্গীকারের প্রতি নিষ্ঠা থাকতো তাহলে তারা সব দলকে বাদ দিয়ে একতরফা নির্বাচন করতো না। বিএনপি বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করে দেশের সর্বনাশ করতে পারবে কিন্তু নিজেদের পতন ঠেকাতে পারবে না।

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল বলেন, গত ৫ বছরের দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিএনপি কোন বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয়। তারা বারবার সংবিধানের দোহাই দিলেও সংবিধানের প্রতি ন্যূনতম সম্মানও দেখায়নি। বিএনপি এখন অস্তিত্বহীন সংসদের দোহাই দিচ্ছে। এ সংসদ জনগণের দৃষ্টিতে যেমন গর্বিত তেমনিভাবে সংবিধানের দৃষ্টিতেও অস্তিত্ব লাভ করেনি।

www.pathagar.com

আব্বাস আলী খান

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ৯ মে '৯১

জলোচ্ছাসের পূর্বে ও পরে মানুষের জান-মাল এবং সরকারী সম্পদ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হইয়াছে

-- আব্বাস আলী খান

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, সাম্প্রতিক কালের ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে ও পরে মানুষের জান-মাল এবং সরকারী সম্পদ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন, সরকার পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে বহুলোকের জীবন রক্ষা সম্ভব হইত এবং বহু সরকারী মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা যাইত।

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ১১ জুন '৯১

বর্তমানে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস দেখে মনে হচ্ছে,দেশে আইনের শাসন নেই

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল এই লক্ষ্যে যে দেশে আইনের শাসন চালু হবে এবং জনগণ সন্ত্রাস

www.pathagar.com

মুক্ত একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেখতে পাবে। কিন্তু বর্তমানে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস দেখে মনে হচ্ছে, দেশে আইনের শাসন নেই।

সংবাদ বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর '৯১

বিএনপি সরকার জাতীয় জীবনের সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে --আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর নেতা আব্বাস আলী খান বলেছেন, বিএনপি সরকার তার ৬ মাসের শাসন আমলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

ইউএনবি জানায়, গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, দেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম সঙ্কট বিরাজ করছে। এ সব সমস্যা সমাধানে সরকার কোন ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা তা ধারণা করা কঠিন।

ইত্তেফাক সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর '৯১

সরকারীদল সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করিতেছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খাঁন আসন্ন উপ নির্বাচনে রংপুরের চারটি আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত

www.pathagar.com

করার জন্য রংপুরবাসীদের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন। গতকাল গঙ্গাছড়া ডাকবাংলো মাঠে উক্ত আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহরুল ইসলামের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব খান অভিযোগ-করেন যে, সরকারী দল সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করিতেছে এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করিয়া নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

ইত্তেফাক শনিবার ১৯ অক্টোবর '৯১

সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছেন --- আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান বলিয়াছেন, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ফসল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখিতে বর্তমান সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও বাক- স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলেও ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিএনপি সরকার সকল দলের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করিতে পারে নাই।

দৈনিক সংগ্রাম রবিবার ২০ অক্টোবর '৯১

স্বৈরাচার ও বর্তমান সরকারের আচারণে কোন পার্থক্য নেই --- আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, এ দেশের জনগণ অনেক ত্যাগ ও কোরবানীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করেছে কিন্তু জনগণ তার

www.pathagar.com

বিনিময়ে পেয়েছে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, লুটপাট ও বিশৃঙ্খলা। গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণ ও স্বৈরাচারী সরকারের আচরণে কোন পার্থক্য নেই। অথচ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কত জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে।

ইত্তেফাক সোমবার ১১ নভেম্বর '৯১

আবার স্বৈরাচারী আমলেরই প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে --- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন. বর্তমান সরকারের নিকট জনগণের অনেক প্রত্যাশা ছিল। জনগণ আশা করিয়াছিল, দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশ ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে। শিক্ষাঙ্গন হইতে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও অনিয়ম দূরীভুত হইবে কিন্তু জনগণের সে আশা আকাংক্ষা পূরা হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ক্ষেত্র বিশেষে আবার স্বৈরাচারী আমলেরই প্রতিধ্বনী শোনা যাইতেছে। তিনি সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, জনগণ স্বৈরাচারী শাসনের পুনরাবৃত্তি আর দেখিতে চায় না।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ৩১ ডিসেম্বর '৯১

সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই দেশে সন্ত্রাস চলছে --- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বলেছেন, বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণেই দেশে

www.pathagar.com

অব্যাহত সন্ত্রাস চলছে। সন্ত্রাসে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এ সন্ত্রাস কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। তিনি আজ বিকেলে প্রধান অতিথি হিসাবে পাবনা টাউন হল ময়দানে এক জনসভায় একথা বলেন।

ইত্তেফাক শনিবার ৮ ফেব্রুয়ারি '৯২

বিএনপি'র কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নাই

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বলিয়াছেন, নেমকহারামী আজ এই সমাজের নিয়ম হইয়া গিয়াছে। ক্ষমতাসীন বিএনপির কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নাই। নয় বছরের আন্দোলনকে ব্যর্থতার হাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য বিএনপির উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। আমাদের সাহায্য ছাড়া বিএনপির পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হইত না। কিন্তু বিএনপি আজ জামায়াতবিরোধী শক্তির প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতেছে।

আব্বাস আলী খান বলেন, জামায়াত আগেই বলিয়াছিল, বিএনপি ভাল কাজ করিলে সমর্থন থাকিবে। কিন্তু এই সরকার সন্ত্রাস, ক্ষুধা, বেকারত্ব মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শনিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯২

সরকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হইয়াছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন, এখনো স্বৈরাচারী সরকারের আমলের মতই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাহাজানি, বেকারত্ব ও হাহাকার আছে। পূর্বাপেক্ষা পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় নাই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ৩১ মার্চ '৯২

খালেদার সরকার নিজেই নিজের কবর রচনা করেছে

--আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বিএনপি সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, গণতন্ত্রের পথে ক্ষমতায় এসে তারা সন্ত্রাসীদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। একাজ করে খালেদা সরকার নিজের কবর নিজেই রচনা করেছেন। জনাব খান বলেন,অতীতে বিএনপিই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী বানিয়েছেন। আজো স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা বিএনপি সরকারের মধ্যে রয়েছে।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ বুধবার ২২ এপ্রিল '৯২

সরকার প্রধান দাবী আদায়ের নামে রাজপথে মিছিল করেছে এ রকম নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই

--- আব্বাস আলী খান

গতকাল মঙ্গলবার বায়তুল মোকারম উত্তরগেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, বর্তমান সরকার সার্বিকভাবে শক্তিহীন। প্রশাসনিক দুর্বলতা ঢাকতে এই সরকার ও সরকার প্রধান দাবী আদায়ের নামে রাজপথে মিছিল করেছে এ রকম নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই।

বাংলার বাণী শনিবার ৩০ মে '৯২

মনে হয় না দেশে সরকার আছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, হত্যা, সন্ত্রাস, অরাজকতা ও বিশৃংখলা যেভাবে চলছে মনে হয় না দেশে কোন সরকার আছে। গতকাল শুক্রবার মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ মঙ্গলবার ৩০ জুন '৯২

বেগম জিয়া নির্বুদ্ধিতা, অযোগ্যতা ও আদর্শহীনতার কারণে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, বিএনপি সরকারকে জনগণের সরকার বলা যায় না, কারণ বিএনপি সরকার জনগণের জন্য কাজ করছে না। গদি রক্ষার জন্যেই এ সরকার কাজ করছে। বিএনপি সরকারের সামনে যদি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কথা ও নিজের গদি রক্ষার কথা বলা হয়, তবে সরকার গদি রক্ষার কথাটিই বেছে নেবে। বেগম জিয়া নির্বুদ্ধিতা, অযোগ্যতা ও আদর্শহীনতার কারণে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে পা দিয়েছে, দেশে আঁতাতের রাজনীতি শুরু করেছেন।

বাংলার বাণী রবিবার ১৯ জুলাই '৯২

বিএনপি সরকার সন্ত্রাসকে বৈধতা দিয়েছে

----আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে সরকার গঠন করতে পারতো না। বর্তমান বিএনপি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে। সরকার সন্ত্রাসকে স্বীকার করে নিয়েছে। সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখার বৈধতা দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ৪ আগষ্ট '৯২

আইন শৃঙ্খলার উন্নতির নিলর্জ্জ দাবি দুঃখজনক

-----আব্বাস আলী খান

সন্ত্রাস, হত্যাকান্ডসহ দেশের ক্রমাবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামী বলেছে, যেভাবে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে তাতে জনগণের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাবে এবং দেশ এক অনিবার্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ার আশংকা রয়েছে। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাসের খবর এবং আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি নিদর্শনের চিত্র প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পরও সরকারী মহল থেকে তার কোন স্বীকৃতি দেওয়াতো দূরের কথা বরং শৃঙ্খলার উন্নতির নির্লজ্জ দাবি করা হচ্ছে।

বাংলার বাণী বুধবার ১৯ আগষ্ট '৯২

একজন সংসদ সদস্যের উপর হামলাই প্রমাণ করে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছেছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এক বিবৃতিতে পাঁচদলীয় জোট নেতা রাশেদ খান মেনন এমপি'র উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন। রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা এবং সচিবালয়ের অত্যন্ত কাছে একজন সংসদ সদস্যের উপর হামলাই প্রমাণ করে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায়

www.pathagar.com

পৌঁছেছে। মানুষের জানমাল রক্ষায় সরকার কতটা ব্যর্থ এ ঘটনা তারই একটি জলন্ত প্রমাণ।

ইত্তেফাক বুধবার ২১ অক্টোবর '৯২

সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে পুশব্যাক সমস্যা, তালপট্টি ও ফারাক্কা সমস্যাসহ কোন সমস্যারই সমাধান হইতেছে না --- আব্বাস আলী খান

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, সরকারকে পরিস্কার করিয়া বলিতে হইবে তাহারা কি চায়। সরকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে চাহেন না কি আধিপত্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষা করিতে চাহেন।
তিনি বলেন, সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে পুশব্যাক সমস্যা, তালপট্টি ও ফারাক্কা সমস্যাসহ কোন সমস্যারই সমাধান হইতেছে না। আব্বাস আলী খান বলেন, সন্ত্রাস ও দূর্নীতিতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে।

জনকণ্ঠ সোমবার ২১ জুন '৯৩

বিএনপি সরকার একটি দুর্বল ও ব্যর্থ সরকার

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান, সংসদ সদস্যদের পেনশন ও ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি পাবার ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা গণবিরোধী। পৃথিবীর কোথাও এ ধরণের উদাহরণ নেই। আব্বাস আলী খান বিএনপি সরকারকে একটি দুর্বল ও ব্যর্থ সরকার হিসাবে

www.pathagar.com

অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, দেশে এখন গণতন্ত্র নেই, নেই বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা।

দৈনিক সকালের খবর সোমবার ১০ অক্টোবর '৯৪

সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও ভোট ডাকাতির কারণে এ সরকার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে

--- আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান বলেছেন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির কারণে এ সরকার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। এ সরকারের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ইসলাম নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি'র অধীনে আর কোন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া সম্ভব নয়।

দৈনিক মিল্লাত শনিবার ২৯ অক্টোবর '৯৪

বিএনপি সরকারের অধীনে ইসলাম, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নিরাপদ নয়

--- আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকারের অধীনে দেশের ইসলাম, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

তিনি বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এ সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও খুন ছাড়া জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি। এ সরকার গত সাড়ে ৩ বছরে ফারাক্কা হতে এক ফোটা পানিও আনতে পারেনি। তিনি বর্তমান সরকারকে ভারতের সেবাদাস হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত্র।

দৈনিক মিল্লাত বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর '৯৪

এই সরকারের আমলে ইসলামের অবমাননা সবচেয়ে বেশি হয়েছে --- আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে আল্লাহ, রসুল (সাঃ) কোরআন তথা ইসলামের উন্নয়নের সাফাই গাইলেও গণতন্ত্র নস্যাৎ, রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা আর জানমালের নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া জনগণকে কিছুই দিতে পারেনি।

জনাব আব্বাস আলী খান আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশ, পার্লামেন্ট পরিচালনার এবং বিরোধীদলের সাথে আচরণে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। গণতন্ত্রের সাফাই গাইলেও গণতন্ত্রকে হত্যা, ছাত্র খুন, দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস ছাড়া এ সরকার কিছুই দিতে পারেনি। সেই সাথে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশের বাজারকে ভারতের পণ্যের বাজারে পরিণত করে দেশীয় শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ১৬ জুন '৯৫

সরকার স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ

--- আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বলেছেন, বর্তমান সরকার স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ সরকার জনগণের কোন ভূমিকায় সমাধান দিতে পারেনি বরং নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেই চলেছে।

জনাব আব্বাস আলী খান আরো বলেন, এ ব্যর্থ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশ ভারতের পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। ফারাক্কা সমস্যাসহ কোন সমস্যারই সরকার সমাধান করতে পারছে না। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে এ সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে।

দৈনিক সকালের খবর বুধবার ২ নভেম্বর '৯৫

বিএনপি'র একগুয়েমীর কারণে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনেও বিএনপি সংকট সৃষ্টি করেছে

---আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান, বলেছেন, বিএনপির একগুয়েমীর কারণে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনেও বিএনপি সংকট সৃষ্টি করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গতকাল বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্বাস আলী খান একথা বলেন।

www.pathagar.com

সমাবেশে আব্বাস আলী খান বলেন, বিএনপি গণতন্ত্রকে নষ্ট করার জন্যেই কেয়ারটেকার সরকার গঠন নিয়ে আলোচনাকে অচল করে দিয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর '৯৫

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের হাতে জনগণের ভোটাধিকার, ধর্মীয় অধিকার, জানমালের নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকারসহ সব কিছুই বিপন্ন

--- আব্বাস আলী খান

সরকারের কথিত উন্নয়নের রাজনীতির গালভরা বুলির তীব্র সমালোচনা করে জনাব খান বলেন, যেখানে জনগণের কোন নিরাপত্তা নেই, সর্বত্র সন্ত্রাস, নির্দোষ, নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। যেখানে উন্নয়নের কথা শোভা পায় না। জামায়াত নেতা বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে ভারতীয় পণ্যের সয়লাব দেশের শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তদুপরি কাগজ সংকট শিক্ষাজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

ইত্তেফাক শুক্রবার ১৯ জানুয়ারি '৯৬

বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসিলে দেশ আর স্বাধীন থাকিবে না

--- আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান বলেন, স্বৈরাচারী, দুর্নীতিপরায়ন সরকার কেয়ারটেকার সরকারের দাবী উপেক্ষা করিয়া '৮৮ মার্কা নির্বাচনের অভিনয় করিতে যাইতেছে। এই নির্বাচন দেশবাসী মানিয়া নিবে না। তিনি বলেন, ভারতই

www.pathagar.com

এই সরকারের খুটি দেশকে ইতিমধ্যেই ভারতের বাজারে পরিণত করা ইইয়াছে। সংযোগ খাল, ট্রানজিট সুবিধা, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান প্রভৃতি শুধু সময়ের ব্যাপার। তাই এই সরকার আবার ক্ষমতায় আসিলে বাংলাদেশ আর স্বাধীন থাকিবে না।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ১৩ ফেব্রুয়ারি '৯৬

সরকার অতি গোপনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিল্লী পাঠিয়ে গোপন চুক্তি অনুযায়ী এ দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে --- আব্বাস আলী খান

জনাব আব্বাস আলী খান বলেছেন, এ সরকারের ইতিহাস দুর্নীতি, লুটপাট, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, ও নারী ধর্ষণের ইতিহাস। এ সরকার ক্ষমতায় গেলে নারী ধর্ষণ আরো বাড়বে। তাই নীল নকশার একতরফা নির্বাচন করতে দিয়ে সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া যায় না। এ সরকারের পতন ১৫ তারিখের আগেই ঘটাতে হবে আর এ সরকারের পতন হবে এটাই ইতিহাস। কারণ এ সরকার জনগণের বিরুদ্ধে নেমেছে। জনাব খান বলেন, প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, বিদেশীর ইঙ্গিতে বিরোধী দল আন্দোলন করছে। এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত, জনগণ এটা ভাল করেই জানে, সরকার অতি গোপনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিল্লী পাঠিয়ে গোপন চুক্তি অনুযায়ী এ দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়া ও সম্পূরক অর্থনীতি চালুর ওয়াদা করে এসেছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ২৪, ফেব্রুয়ারি '৯৬

বিএনপি সরকার গত পাঁচ বছরে দেশবাসীকে যে শাসন উপহার দিয়েছে তা ছিল মূলতঃ দুর্নীতি ও দুঃশাসন

--- আব্বাস আলী খান

আব্বাস আলী খান বলেন, এ সরকার ভোট ডাকাতির চরম সীমাও ছাড়িয়ে গেছে। যে কোন দেশের জনগণের শান্তি বা অশান্তির কারণ হলো সে দেশের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু বিএনপি সরকার গত পাঁচ বছরে দেশবাসীকে যে শাসন উপহার দিয়েছে তা ছিল মূলতঃ দুর্নীতি ও দুঃশাসন। তারা শ্রমিক কৃষকের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশকে ভারতের বাজারে পরিনত করেছে। আবার ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে।

www.pathagar.com

মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

বাংলার বাণী শুক্রবার ১৭ জুলাই '৯২

ভারতের দালালি করার জন্যে জনগণ বিএনপিকে ভোট দেয়নি

---জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেন, এদেশে ঘাপটি মেরে থাকা বিদেশী এজেন্টরা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। গতকাল যাত্রাবাড়ী মোড়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিদেশী দালাল ও তাদের মুরুব্বী ভারতকে খুশি করার জন্যে গোলাম আযমকে জেলে নিক্ষেপ করেছে। জনগণ ভারতের দালালি করার জন্য বিএনপিকে ভোট দেয়নি।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ২৯ নভেম্বর '৯১

সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণেই দেশ বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে

--জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেছেন, দেশে আইন শৃংখলা কিছু আছে বলে মনে হয় না, সারাদেশে এক নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

শিক্ষাঙ্গনে চলছে সন্ত্রাস, শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই। বিত্তশালী ঘরের সন্তানরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশ আজ বিদেশের বাজারে পরিণত হয়েছে। পিয়াজ রসুন, মরিচ, টমেটো থেকে শুরু করে লবন, চিনি কাপড়সহ অনেক দ্রব্যই চোরাচালানীর মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ থেকে অবাধে আমাদের দেশে ঢুকে পড়ছে। সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণেই দেশ বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১৪ ডিসেম্বর '৯১

সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন

--- --জামাত নেতা মাওলানা একেএম ইউসুফ

মাওলানা একেএম ইউসুফ বলেছেন, সন্ত্রাসের কারণে দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০ হাজার বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশুনার জন্য পাড়ি জমিয়েছে।

গতকাল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর খুলনা মহানগরী শাখার কর্মী সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশে আজ চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছে। জনগণ নয় বছরের আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্রের যে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল তা আজ প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পুরণে ব্যর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ বুধবার ১৫ জুলাই '৯২

খালেদা জিয়া নিমকহারামী করতে এক বছরও সময় নিলেন না

-----জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা এ কে এম ইউসুফ বলেছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া ও সাত্তার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দেয়ার ব্যাপারে জামাতের কাছে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু তারা ওয়াদা পূরণের আগে বিদায় নিয়েছেন। আর খালেদা জিয়া জামাতের ওপর ভর করে ক্ষমতায় গিয়ে নিমকহারামী করতে এক বছরও সময় নিলেন না। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মহানগর মোড়ে জামায়াতে ইসলামী রমনা থানা শাখার এক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন।

বাংলার বাণী বুধবার ১৫ জুলাই '৯২

বিএনপি বিসমিল্লাহ বলে ভোট ভিক্ষা করে আজ বিসমিল্লাহ বর্জন করেছে

------জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

জামায়াত নেতা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেছেন, বিএনপি'র এই ভূমিকা জনগণ সামনের দিনগুলোতে অবশ্যই মূল্যায়ন করবে। বিসমিল্লাহ বলে ভোট ভিক্ষা করে আজ বিসমিল্লাহ বর্জন করার কসরতের জবাব জনগণ সময় মত দেবে। গতকাল মগবাজার চৌরাস্তায় আয়োজিত জামায়াতের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

www.pathagar.com

মাওলানা ইউসুফ বলেন, আজকে খালেদা জামায়াতের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ৮ অক্টোবর '৯২

বিএনপি জনগণের আশা পূরণ করতে পারেনি

--- --জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেছেন, যে আশা নিয়ে জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল সে আশা পুরণে তারা ব্যর্থ হয়েছে, আজ সকাল ৯টায় বাগেরহাট শিল্পকলা একাডেমিতে জামায়াতে ইসলামী বাগেরহাট জেলা শাখার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২৮ মার্চ '৯৫

পঙ্গু সরকারকে ক্ষমতায় রেখে লাভ নেই

---জামায়াত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ বলেছেন, সার, চাল, লবনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই সরকারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ কৃষকরা সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। অবরোধের মাধ্যমে এই সরকারকে নড়াতে হবে। এরপরেও জনগণের দাবি না মানলে চূড়ান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে হটাতে হবে।

www.pathagar.com

মাওলানা ইউসুফ বলেন, সারাদেশে আইন শৃঙ্খলার অবনিত ঘটেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রদলের কারণে সর্বত্র এই নজিরবিহীন সন্ত্রাস। খুলনায় একটি খুনের ঘটনা নিয়ে তারা যা করেছে তা নজিরবিহীন। তিনি বলেন, এখন প্রশাসনের কেউ আর মন্ত্রীদের কথা শোনে না। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও মন্ত্রীরা মিলে এখন দুর্নীতি করছে। পঙ্গু সরকারকে ক্ষমতায় রেখে লাভ নেই।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ১২ মার্চ '৯৫

সরকারের আর এক মূহুর্তও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

---জামাত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ

মাওলানা এ কে এম ইউসুফ বলেছেন, চালের অভাবিত মূল্যবৃদ্ধি, সারের কৃত্রিম সংকট, বিএনপি ও ছাত্রদলের সৃষ্ট সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার কারণে আর এক মূহুর্তও সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

তিনি দেশ পরিচালনার অযোগ্য ও সন্ত্রাসের লালনকারী বিএনপি সরকারের পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আজ ও আগামীকালের হরতাল সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানায়।

www.pathagar.com

মো: কামরুজ্জামান

ভোরের কাগজ বুধবার ২৪ জুন '৯২

বিএনপি সরকার দুর্বল সরকার

--- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেছেন, বিএনপি সরকার দূর্বল সরকার। এই সরকার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে না। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী এ সমাবেশের আয়োজন করছিলেন। সমাবেশে সভাপতি ছিলেন এটিএম আজাহারুল ইসলাম।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, সন্ত্রাসের কাছে গণতন্ত্র বন্দী হয়ে গেছে। সরকারই আজ ভয় পায়। অপর দিকে জামায়াতে শিবির যেখানেই সভা আহবান করছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানেই ১৪৪ধারা জারি করছে।

খবর সোমবার ২৫ অক্টোবর '৯৩

টিভি সরকারী দলের প্রপাগান্ডা করছে

--- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক মোঃ কামরুজ্জামান গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, স্বৈরাচারের পতন হলেও স্বৈরাচারের প্রেতাত্মা এখনও টেলিভিশনের উপর ভর করে আছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, দলের

www.pathagar.com

আমীর ৩০শে এপ্রিল টিভিতে একটি বিবৃতি পাঠালে তা প্রচার করা হয়নি। দলের সেক্রেটারী জেনারেল দুর্গত এলাকায় যাবার জন্যে হেলিকপ্টার চেয়েও পাননি। সরকারকে বলবো রিলিফ নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুন।

বাংলার বাণী শনিবার ২৫ নভেম্বর '৯৫

প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কোটি কোটি ডলারের মালিক। প্রধানমন্ত্রীর ভাই সম্পদের পাহাড় গড়েছে, বাংলাদেশের মত একটা দরিদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ৬টা অফিস পরিচালনা করতে হয়

--- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, বর্তমান সরকার কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনকে ভয় পায়। কারণ দুর্নীতি তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কোটি কোটি ডলারের মালিক। প্রধানমন্ত্রীর ভাই সম্পদের পাহাড় গড়েছে। বাংলাদেশের মত একটা দরিদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ৬টা অফিস পরিচালনা করতে হয়। বিএনপি এই চরিত্র নিয়ে জনগণের সামনে আসতে ভয় পায়।

www.pathagar.com

দৈনিক সকালের খবর সোমবার ৩০ জানুয়ারি '৯৫

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আজ মুখ খুবড়ে পড়েছে

--- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেছেন, বিএনপি সরকার প্রমাণ করেছে তাদের কোন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নেই। বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে মনে হয় এই দেশে সরকার নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমাদের দেশ আজ বিদেশী বাজারে পরিণত হয়েছে।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ২০ এপ্রিল '৯৫

বি এন পি সরকার ২০ জন কৃষক ও ১৭ জন শ্রমিককে হত্যা করেছে

-- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

বর্তমানে দেশে নীতিহীনতার রাজনীতি চলছে। রাজনৈতিক স্বার্থবাদিতা সুবিধাবাদ, ক্ষমতা ও মন্ত্রীত্বের লোভ বর্তমান রাজনীতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, ৯১ এ নিরপেক্ষ নির্বাচনে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা আজ হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। মানুষের সুখ শান্তি ভূলুণ্ঠিত। তিনি বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এ সরকারের নীতি হচ্ছে সুখ শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, হতাশা, চাঁদাবাজি, মাস্তানী, হত্যা,

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, রাহাজানি ও গুলী জনগণকে উপহার দেয়া। বর্তমানে সরকার সমস্যা সৃষ্টিতে অতীতের সব সরকারকে হার মানিয়েছে।

তিনি দুঃখের সাথে উল্লেখ করেন, বিএনপি সরকার ২০ জন কৃষক ও ১৭ জন শ্রমিককে হত্যা করেছে। হত্যাকারী, লুটেরা, গণবিচ্ছিন্ন এ সরকারের পতন ঘনিয়ে আসছে।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৯ এপ্রিল '৯৫

বর্তমান বাংলাদেশ ভারতের ৩নং বাজারে পরিণত হয়েছে --- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, বর্তমানে সরকার বিসমিল্লাহর নামে ক্ষমতায় গিয়ে অনৈসলামিক কার্যকলাপের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। ফলে দেশের জুয়ার আসর জমজমাট হয়ে গেছে। সরকারের ব্যর্থতায় দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান বাংলাদেশ ভারতের ৩নং বাজারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারী দলের লুটপাটের ফলে এবং দলীয়ভাবে বন্টনের কারণে দেশে সার সংকট ও চলে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের দুর্নীতির খতিয়ান দিয়ে তিনি বলেন, এ যাবৎ ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও এমপিদের সম্পদের হিসাব দিয়ে শ্বেত পত্র প্রকাশ করা হোক।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৬

জিয়াউর রহমান পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে নিজেকে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন

--- জামায়াত নেতা মো: কামরুজ্জামান

জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেছেন, জিয়াউর রহমান পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে নিজেকে বৈধ করার চেষ্টা করেছেন। আর খালেদা জিয়া নির্বাচিত সরকার প্রধান হওয়ার পর এই প্রহসনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নিজেকে অবৈধ সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন।

www.pathagar.com

কাদের মোল্লা

বাংলার বাণী শুক্রবার ১৫ মে '৯২

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া খালি হাতে ফিরলে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না

---জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গঙ্গার পানি, তিন বিঘা, তালপট্টি সমস্যার সমাধান না করে খালি হাতে ভারত থেকে ফিরে এলে বারো কোটি মানুষ এই সফরের খরচ কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নেবে। এই সব সমস্যার সমাধান না করলে এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত জনসভায় জামাতি নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বুধবার ৭ অক্টোবর '৯২

সরকারীদল অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারী তহবিল থেকে অনুদানের মাধ্যমে নির্বাচনী ঘুষ দেয়া হচ্ছে

-----জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেছেন, সরকারী দল অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারী তহবিল থেকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনী ঘুষ দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনী আইনের দৃষ্টিতে এগুলো সবই গর্হিত অন্যায় কাজ। তিনি ক্ষমতাসীনদের প্রতি ইংগিত দিয়ে বলেন, এ দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি '৯৬

খালেদার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এখন চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়েছে

---জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে বিএনপি এমন সব অপকর্ম শুরু করেছে যাতে তার পতনের সময় হয়ে আসছে। মান সম্মানের

www.pathagar.com

সাথে পতনের সকল রাস্তা বিএনপি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। নির্বাচনের নামে তামাশার মাধ্যমে বিএনপি গণতন্ত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে।
তিনি বলেন, গুন্ডা মাস্তান দিয়ে প্রতিপক্ষকে এনে বলা হয়েছে এটা পাগল। খালেদার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এখন চিকিৎসকের ভূমিকা নিয়েছে। তিনি জনগণের দূর্ভোগের জন্য খালেদা জিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবকে দায়ী করেন।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৬

এটা নির্বাচন নয়, গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র

--- জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা, বিএনপির একদলীয় প্রহসনের নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, এটা নির্বাচন নয়, জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বিএনপি সরকার মিথ্যাবাদী, জনগণের সম্পদ হরণকারী নিলর্জ্জ সরকার

--- জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, বিএনপি সরকার মিথ্যাবাদী, জনগণের সম্পদ হরণকারী, নিলর্জ্জ সরকার। তাই ১৫ তারিখ জনগণ কর্তৃক নির্বাচন

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যাত হবার পরও তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছে। স্বৈরাচারী, জালেম সরকার পতনের কাছাকাছি আসলে এমনি অবস্থার সৃষ্টি করে। বিএনপি আজ পচা-গলিত লাশ। এই লাশ জাতির ঘাড় থেকে নামাতে হবে। জেল-জুলম-হত্যা সবকিছু উপেক্ষা করে এই আন্দোলন সফল করতে হবে।

www.pathagar.com

অন্যান্য জামায়াত নেতৃবৃন্দ

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ২ জুলাই '৯২

ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার মোহে সরকার যেভাবে ভারতপন্থীদের সামনে নাকেখত দিয়া চলিয়াছেন তাহাতে গোটা জাতি বিস্ময়ে হতবাক

----জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী

সরকারের সমালোচনা করিয়া গতকাল প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন, ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার মোহে সরকার যেভাবে ভারতপন্থীদের সামনে নাকেখত দিয়া চলিয়াছেন তাহাতে গোটা জাতি বিস্ময়ে হতবাক।

ইত্তেফাক শনিবার ৯ অক্টোবর '৯৩

বিএনপির ষড়যন্ত্রকারীরাই সরকার ও দেশকে ধ্বংস করিবে

---জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী

ইসলামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়া কেহই দুনিয়ায় টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সম্মান ও ইজ্জত হারাইয়া তাহাদের বিদায় নিতে হইয়াছে। গতকাল শুক্রবার বায়তুল মোকাররমের পূর্বচত্বরে এক সমাবেশে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এ কথা বলেন, বিএনপির ভিতরের ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করিতে

www.pathagar.com

না পারিলে ইহারাই সরকার ও দেশকে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে। শিবির সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ইসলামের কথা বলার কারণেই মুন্সী আবদুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও মাদ্রাসার ছাত্র আমানুল্লাহকে খুন করা হইয়াছে।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৪

বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের পোশাকে স্বৈরতন্ত্র চালু করেছে ---জামায়াত নেতা মাওলানা সামসুর রহমান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর জনাব সামসুর রহমান বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার জনমতের তোয়াক্কা না করে গণতন্ত্রের পোষাকে স্বৈরতন্ত্র চালু করেছে। আগামী নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিরোধীতা করছে। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতায় এসে এখন কেয়ারটেকার সরকার গঠনের বিরোধীতা করছেন। তাদের পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপারে মাত্র।

www.pathagar.com

সংবাদ শনিবার ৭ ডিসেম্বর '৯১

গণতন্ত্রের মন্ডুপাত করে স্বৈরাচারী নীতিতে দেশ চালানো জনগণ সহ্য করবে না

---জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলাম

জামায়াতে ইসলামী মহানগরী শাখার আমীর এটি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, ব্যক্তি স্বৈরাচার বিদায় নিলেও দেশ এখনো স্বৈরাচারী নীতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনগুলো প্রমাণ করেছে জাতীয় নির্বাচন সব সময় কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রের মন্ডুপাত করে স্বৈরাচারী নীতিতে দেশ চালানো জনগণ সহ্য করবে না।

ইনকিলাব শনিবার ১৫ আগষ্ট '৯২

জাতীয় আম্মাজানকে বলছি, জনগণ আপনাদের সংশয় সৃষ্টির জন্য ক্ষমতায় বসায়নি

----ইত্তেহাদুল উম্মা নেতা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আকিল

ইত্তেহাদুল উম্মাহর সমাবেশে আলহাজ্ব মুহাম্মদ আকিল বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশ শক্তভাবে চালাতে চান নাকী আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভাগাভাগি করে চালাতে চান তা আজ পরিস্কার করতে হবে। কারণ জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারত না। গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররমের সামনে ইত্তেহাদুল উম্মাহর এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, জাতীয় আম্মাজানকে বলছি, জনগণ আপনাদের সংশয় সৃষ্টির জন্য ক্ষমতায় বসায়নি। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আপনারা ক্ষমতায় যেতে পারতেন না।

বাংলার বাণী শুক্রবার ২২ মার্চ '৯১

নারী প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় কালো অধ্যায়ের সূচনা হলো --- মাওলানা কীরামত আলী নিজামী

বাংলাদেশ মুসলিম কাফেলার আহবায়ক মাওলানা কারামত আলী নিজামী একজন নারীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার প্রতিবাদ করেছেন।

দৈনিক মিল্লাত শনিবার ৯ জানুয়ারি '৯৩

বিএনপি সরকার মুসলমানদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে --- জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলাম

মহানগরী আমীর আজহারুল ইসলাম বলেন, বিএনপি সরকার বিসমিল্লাহ বলে ভোট নিয়েছে। আবার লংমার্চে তৌহিদী জনতার উপর গুলী চালাবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তারা মুসলমানদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের কার্যক্রম বাংলাদেশের ঈমানদার মুসলমানদের পক্ষে নয়। তাদের কার্যক্রম ভারতের কাছে নতিস্বীকারের কার্যক্রম।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ শুক্রবার ২১ আগষ্ট '৯২

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আপোষ করে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। এ সন্ত্রাসীরাই একদিন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে

---জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলাম

এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, সন্ত্রাসের কাছে মাথানত করে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। সরকার যে সন্ত্রাসীদের কাছে আপোষ করে ক্ষমতায় থাকতে চাচ্ছে, এ সন্ত্রাসীরাই একদিন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী সভায় তিনি সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ১৮ এপ্রিল '৯৬

কারণ এই সরকার বা দলের জন্ম যেখানে হয়েছিল সেখানে গণতন্ত্রের চর্চা নেই

--- জামায়াত নেতা আজহারুল ইসলাম

জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, এই সরকারের কাছে গণতন্ত্র ও সংবিধানের ওয়াজ করা আহম্মকের কাছে ওয়াজ করার শামিল। কারণ এই সরকার বা দলের জন্ম যেখানে হয়েছিল সেখানে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সেই দলের পক্ষে সংবিধানকে মেনে চলা সম্ভব নয়। বেগম খালেদা জিয়া বিগত পাঁচ বৎসরে গণতন্ত্রকে লাশ বানিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী তাই সংসদে আমরা বিল

www.pathagar.com

জমা দিয়েছিলাম গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী খালেদা জিয়া আমাদের সেই বিল গত সংসদে আলোচনার সুযোগ দিলে সংসদেই এর ফয়সালা হতো।

জনকণ্ঠ মঙ্গলবার ২২ মার্চ '৯৪

খুনি আসামীদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ভোট কেন্দ্র দখল করে ব্যালট ডাকাতি করা হয়েছে

----জামায়াত নেতা আলী আহসান মুজাহিদ

আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচন বাতিল ও অবিলম্বে পূননির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সশস্ত্র সন্ত্রাস ও ভোট ডাকাতির কারণে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। মাগুরা-২ আসনে উপ-নির্বাচনে ভোট কারচুপির প্রতিবাদে সোমবার বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন।

দৈনিক সিল্লাত রবিবার ১৭ জানুয়ারি '৯৩

গোলাম আযম বি এন পি সরকারের জন্মদাতা

--- জামায়াত নেতৃবৃন্দ

অধ্যাপক গোলাম আযমই বর্তমান সরকারের জন্মদাতা তার নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী সমর্থন না দিলে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারতোনা।

গতকাল শনিবার বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে আয়োজিত জনসভায় ভাষণদানকালে জামায়াত নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। জনাব নিজামী বলেন,

www.pathagar.com

সেদিন জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে বিএনপি লজ্জাবোধ করে নাই। তিনি বলেন, তথ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, মৌলবাদ ঠেকানোর জন্যই এসব প্রচার করা হচ্ছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় তার অনুমোদন নিয়েই জাতিসত্ত্বা বিরোধী নাটক আমজাদ হোসেনের উঠোন, প্রচারিত হচ্ছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মৌলবাদ ঠেকানোর নামে এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিল।

তিনি বলেন, অবিলম্বে এসব পরিত্যাগ না করলে জনগণ বিএনপিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করবে।

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক কাদের মোল্লা বলেন, সন্ত্রাসীরা সরকারের ছত্র ছায়ায়ই বসবাস করছে। রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শুনে মনে হয়,এগুলো ভারতের দালালদের কাছে ভাড়া দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, গোলাম আযমের সমর্থন নিয়েই বিএনপি সরকার গঠন করেছে। এই সরকারের জন্মদাতা গোলাম আযম।

দৈনিক সকালের খবর বুধবার ৩০ নভেম্বর '৯৫

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসের নির্দেশ দিয়েছেন --- জামায়াত নেতৃবৃন্দ

জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বর্তমান সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসের নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে যদি কোনো খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তার দায়দায়িত্ব বিএনপিকেই বহন করতে হবে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২ এপ্রিল '৯৫

সরকার গুলি চালিয়ে ২০ জনেরও অধিক কৃষককে হত্যা করেছে

--- জামায়াত নেতৃবৃন্দ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের বৈঠকে বলা হয়েছে, সর্বদিক থেকে ব্যর্থ দুর্নীতিপরায়ন ও কৃষক হত্যাকারী বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকেরা যখন সারের দাবীতে সভা সমাবেশ ও প্রশাসনের কাছে ধর্ণা দিতে গিয়েছে সরকার তাদের উপর গুলী চালিয়ে টাঙ্গাইল, জামালপুর, গাইবান্ধা, মোমেনশাহী, কুড়িগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০ জনেরও অধিক কৃষককে হত্যা করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত, শিক্ষাঙ্গনে সরকারী ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস অনেক বেশী বৃদ্ধি করেছে, মাস্তানদের চাঁদাবাজিতে ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ, আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার কারণে খুনখারাপি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, কাগজ কলমসহ শিক্ষা উপকরণের দুস্প্রাপ্যতার কারণে আজ স্কুলের কচি শিশুদেরকে পর্যন্ত বিক্ষোভ করতে হচ্ছে। নতজানু এবং অদক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কারণে ফারাক্কা সমস্যার কোন সমাধান না হওয়ায় গোটা দেশ মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে।

সরকারী দলের মন্ত্রী এমপিরা ও স্থানীয় নেতাদের লুটপাট নাম পরিচর্যাহীন অব্যবসায়ী দলীয় লোকদের মাধ্যমে সার বিতরণের অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যাপক দুর্নীতি ও অদূরদর্শিতার কারণেই বর্তমান চাল এবং সারের সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ১৩ মার্চ '৯৫

ইসলামের দোহাই দিয়া ক্ষমতায় আসিয়া এ সরকার যাহা করিয়াছে অতীতে তাহা কোন সরকার করে নাই --- জামায়াত নেতৃবৃন্দ

জামায়াতে ইসলামী হরতাল শেষে বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে আয়োজিত এক সমাবেশে বলিয়াছে, হরতাল করিয়া এই সরকারের দুর্নীতির চাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই সরকার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারে নাই। বরং দলের লোকজনকে মুনাফাখোরী, মজুতদারী, লাইসেন্স, পারমিটের সুযোগ দিয়াছে। জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া মূল্য বাড়ানো হইয়াছে। ফলে কৃষকরা আজ থানা ঘেরাও করিতেছে। ইসলামের দোহাই দিয়া ক্ষমতায় আসিয়া এ সরকার যাহা করিয়াছে অতীতে তাহা কোন সরকার করে নাই।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২৩ এপ্রিল '৯৬

বেগম জিয়া দিল্লীর দাসত্ব যে পরিমাণ করেছেন তা আর কেউ করেনি --- সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বেগম জিয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন বলে যে বক্তব্য রাখছেন তা আর বিশ্বাস করা যায় না। দিল্লীর দাসত্ব তিনি যে পরিমাণ করেছেন তা অতীতের কোন সরকার করেনি।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা বুধবার ২৭ মে '৯২

বিএনপি সরকার বিদেশের তল্পিবাহক

--- খেলাফত মজলিস

খেলাফত এ মজলিস এর মহাসচিব বলেছেন, বিএনপি সরকার বড়লোকের সরকার। সংসদে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীবর্গ ও সাংসদের বেতন ভাতা নির্ধারণ করার পাশাপাশি শ্রমিক ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ সরকার নিজের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন। অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ুন কবীর, এডভোকেট খলিলুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার বিদেশের তল্পিবাহক। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দেশকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ এ সরকারের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বেগম জিয়ার কূটকৌশল জনগণ ব্যর্থ করে দেবে

--- শিবির সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া অতীতের স্বৈরাচারী শাসকদের মতই ছাত্র জনতার বুকের উপর দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। বেগম জিয়ার বর্তমান কূটকৌশলও জনগণ ব্যর্থ করে দেবে।

www.pathagar.com

শিবির সভাপতি বলেন, পতন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষিতে বেগম জিয়া দিক বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে আবোল তাবোল বকছে। তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দলীয় সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র অবস্থায় লেলিয়ে দিয়েছেন।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৩ মার্চ '৯৬

খালেদা জিয়া ছাত্রদলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে গণহত্যায় মেতে উঠেছেন

--- শিবির সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান

শিবির সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান বলেন, অতীত স্বৈরাচারদের মত ছাত্র জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাতে ব্যর্থ হয়ে খালেদা জিয়া ছাত্রদলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে গণহত্যায় মেতে উঠেছেন। অবৈধ নির্বাচনকে প্রতিহত করতে গিয়ে খালেদার মাস্তান বাহিনীর হাতে শতাধিক ছাত্র জনতা প্রাণ হারিয়েছেন। গণবিচ্ছিন্ন খালোদা জিয়া অসহযোগ আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে অব্যাহত হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনমনে ভীতি সঞ্চারের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২৪ মার্চ '৯৬

ফ্যাসীবাদী মানসিকতার অধিকারী খালেদা জিয়া গণতন্ত্রমনা ছাত্র জনতার রক্তে প্রতিদিন রাজপথ রঞ্জিত করছে --- শিবির সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান

ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান বলেছেন, জাতির ভোটাধিকার ছিনতাইকারী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সারাদেশ বারুদের মত জ্বলে উঠেছে। স্বৈরাচারী খালেদার দুঃশাসনে অতীষ্ঠ ছাত্র শ্রমিক। স্বৈরাচারী জনতা তার পদত্যাগের দাবিতে আজ রাজপথে নেমে এসেছে। কিন্তু চাটুকারদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র জনতার আন্দোলনে কর্ণপাত করছে না। ফ্যাসীবাদী মানসিকতার অধিকারী খালেদা জিয়া গণতন্ত্রমনা ছাত্র জনতার রক্তে প্রতিদিন রাজপথ রঞ্জিত করছে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২৫ মার্চ '৯৬

খালেদা জিয়ার মাস্তান অবশেষে সচিবালয়ে কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে

--- শিবির সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান

ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহম্মদ শাহজাহান বলেন, গণতন্ত্রের ঘাতকিনি বেগম খালেদা জিয়াকে গদিচ্যুৎ না করা পর্যন্ত ছাত্র জনতা রাজপথ ছাড়বে না। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ছাত্র জনতার নজির বিহীন আন্দোলনে বেসামাল খালেদা জিয়া গদি ত্যাগের ভয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

শিবির নেতা বলেন, খালেদা জিয়ার মাস্তান অবশেষে সচিবালয়ে কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। একটি সভ্য দেশে শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য খালেদা জিয়ার এহেন নিলর্জ্জ ন্যূনতম নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত প্রহসনের রাজনীতি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কলংকিত করেছে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৪

গণতন্ত্রের শত্রু মানবতার দুশমন সন্ত্রাসীদের দোসর বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন --- শিবির সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, গণতন্ত্রের শত্রু, মানবতার দুশমন, সন্ত্রাসীদের দোসর বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে রাজপথ থেকে সন্ত্রাসীদের উৎখাত করতে হবে। তিনি গতকাল রোববার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখছিলেন।

গত শনিবার রাতে চট্টগ্রামের চন্দনপুরায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র দূবৃত্তদের ব্রাশ ফায়ারে শিবির কর্মী নূরুল আলমকে হত্যার প্রতিবাদে উক্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিবির কেন্দ্রীয় সভাপতি আরো বলেন, সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। রমজানের প্রথম রজনীতে শিবির কর্মী হত্যা করে বিএনপি ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা জাতির সামনে প্রমাণ করলো যে তাদের হাতে ইসলাম ও জনগণের জীবন নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯৪

সারাদেশে সংগঠিত হত্যা সন্ত্রাসের জন্য বিএনপি মদদ দিচ্ছে ---শিবির সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান

ইসলামী ছাত্র শিবির সভাপতি বলেছেন, সারাদেশে সৃষ্ট অব্যাহত সন্ত্রাসের জন্য বিএনপি সরকারই দায়ী। এই সরকারের আমলে ২২ জন শিবির নেতাকর্মী খুন হয়েছে। অথচ সরকার তাদের গ্রেফতার না করে শিবিরের উপর সন্ত্রাস দমন আইনে নির্যাতন চালাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার বায়তুল মোকাররম উত্তরগেটে শহীদ নূরুল আলমের খুনীদের ফাঁসী এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ সারাদেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে শিবির সভাপতি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ৯ এপ্রিল '৯৫

বিএনপি সরকারের আমলে হত্যা ও সন্ত্রাস অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে

--- শিবির সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, সন্ত্রাসের জন্মদাতা সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ সরকার, শিক্ষা জীবন ধ্বংসের সরকার সার ও চালের সংকট সৃষ্টিকারী সরকার ও কৃষক হত্যাকারী সরকারের আর এক মূহুর্তও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

www.pathagar.com

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় রফিকুল ইসলাম খান বলেন, বিএনপি সরকারের আমলে হত্যা ও সন্ত্রাস অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সরকার ছাত্রদলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বিরোধী দলের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১২ মার্চ '৯৪

সরকার ছাত্রদলকে অবাধ খুনের লাইসেন্স দিয়েছে

--- শিবির সহ সভাপতি শেখ কামরুল আলম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি শেখ কামরুল আলম বলেছেন, সরকার ছাত্রদলের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে অবাধ খুনের লাইসেন্স দিয়েছেন, এর ফলে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে তারা আবু ইউসুফসহ তিনজন শিবির কর্মীকে খুন করেছে। তিনি গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে শিবির কর্মী আবু ইউসুফের নির্মম হত্যাকন্ডের প্রতিবাদে খুনীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, ছাত্রদলের হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই সরকারের পতনকেই ত্বরান্বিত করবে। খুনি চক্রের হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীও নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

কাজী জাফর

বাংলার বাণী বুধবার ৮ জুলাই '৯২

আপনি জোয়ারে এসেছেন, ভাটার টানে চলে যাবেন। চলে যাবার সময় বসতেও পারবেন কি-না আমার সন্দেহ

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, দেশ আজ ধ্বংসের পথে। অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। কৃষি পণ্যের দাম নেই অথচ কৃষি উপকরণের দাম বেড়েছে। জাতীয় অর্থনীতির চিত্র আরো ভয়াবহ। শিল্প কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, মাসের পর মাস কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেনা।

তিনি বলেন, সারাদেশে চোরাচালানীদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে। দেশ আজ চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে, এখন চোরাচালানকে প্রকাশ্য চালান বললেও বেশী বলা হবে না।

গঙ্গার পানি বন্টন ও ফারাক্কা সমস্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। জাতিসংঘে তিনি সম্ভবত দুটি উদ্দেশ্যে গরম বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এগুলো হচ্ছে পানি বন্টন প্রশ্নে ভারতের সাথে যুক্ত ইস্তেহারে স্বাক্ষর দান করে তিনি ভুল করেছেন অথবা দেশের সরল প্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে আগামীতে ভোটের বাক্স ভর্তি করার চেষ্টা। তিনি বলেন, ভারতের সাথে নতজানু হয়ে এদেশের সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবেনা। আপনি জোয়ারে এসেছেন, ভাটার টানে চলে যাবেন। চলে যাবার সময় বসতেও পারবেন কি-না আমার সন্দেহ।

www.pathagar.com

কাজী জাফর আরো বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে মানুষের মধ্যে এত হাহাকার কখনো দেখিনি। এখন এ সরকারের পরিবর্তন দরকার।

খবর শনিবার ১৮ জুলাই '৯২

বেগম খালেদা জিয়া জনগণের ভোটের অবমাননা করেছেন, জাতির কাছে একদিন তার জবাব দিতে হবে

---কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ আজ টঙ্গীতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচী উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য হু হু করে বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ও কলকারখানায় চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দেশের মানুষকে ভীতিকর অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। আজ এরশাদ ক্ষমতায় থাকলে দেশের এ দুরাবস্থার সৃষ্টি হতোনা। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া জনগণের ভোটের অবমাননা করেছেন, জাতির কাছে একদিন তার জবাব দিতে হবে।

www.pathagar.com

সংবাদ রোববার ১৯ জুলাই '৯২

দেশে এখন নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। সন্ত্রাস, হত্যা, আর চুরি ডাকাতিতে দেশ ছেয়ে গেছে

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, দেশে এখন নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। সন্ত্রাস, হত্যা, আর চুরি ডাকাতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। নৈরাজ্যের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

তিনি শুক্রবার শিল্পনগরী টঙ্গীর নতুন বাজারে আয়োজিত এক জন সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। কাজী জাফর আরো বলেন, বর্তমান সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ এখন দ্রব্য মূল্যের চাপে দিশেহারা।

বাংলার বাণী রবিবার ৬ সেপ্টেম্বর '৯২

এ সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ এমপি বলেছেন, বর্তমানে দেশব্যাপী অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনসহ সকল ক্ষেত্রে জনজীবন হুমকির সম্মুখীন। এ সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি আজ বিকালে স্থানীয় জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে দেশব্যাপী সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব সংহতি খুলনা শাখা আয়োজিত সমাবেশে জনাব জাফর বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর '৯২

খালেদা জিয়ার মন্ত্রী ও পেটোয়া বাহিনী এ দেশ থেকে উৎখাত করেই এর প্রতিশোধ নিতে হবে

--- **কাজী জাফর**

কাজী জাফর আহমদ বলেন, দেশে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যে, সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকট, নীরব দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নতুন নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ভেবেছিলাম এ সরকার ৯৫ সালের মুখ দেখবেনা, কিন্তু এখন দেখছি ৯৪ সালেরও দেখা হবে না। সরকার ২০,০০০ হাজার পুলিশ বি ডি আর মোতায়েন করেছে। কর্নেল মালেক ও বিরোধী দলীয় নেতা ও চীফ হুইপ মোঃ নাসিমকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। রাজপথ, রেলপথ, অবরোধ করে এবং খালেদা জিয়ার মন্ত্রী ও পেটোয়া বাহিনী এ দেশ থেকে উৎখাত করেই এর প্রতিশোধ নিতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুনেছি একাত্তরে কাঁচপুরের ব্রিজ পাহারা দিয়েও তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এবার তাকে রক্ষা করা হবে না।

ইত্তেফাক রবিবার ২৯ আগস্ট '৯৩

এই সরকার দেশ চালাইতে ব্যর্থ হইয়াছে

--- **কাজী জাফর**

কাজী জাফর আহমদ বলিয়াছেন, বর্তমান সরকার দেশ চালাইতে ব্যর্থ হইয়াছে। সমাজের রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ সরকারের

www.pathagar.com

ক্ষমতায় থাকার আর কোন অধিকার নাই। তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহবান জানান।

ইত্তেফাক সোমবার ৩০ আগষ্ট '৯৩

বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের পথ বেছে নিয়েছে ----কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ গতকাল রাতে খুলনা জেলা জাপার কার্যালয়ে দলীয় কর্মী সমাবেশে বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের পথ বেছে নিয়েছে। দেশে এখন গণতন্ত্রের নামে দমন ও নিপীড়ন অব্যাহত। সুতারাং এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি সরকারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আপনারা উত্থান দেখেছেন, পতন দেখেননি। নদীতে জোয়ার দেখেছেন, ভাঁটা দেখেননি। এবার প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের পতনের ঘন্টা বাজা শুরু হয়েছে।

বাংলার বাণী শনিবার ৪ সেপ্টেম্বর '৯৩

দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অবক্ষয়, হতাশা সমাজ জীবনকে গ্রাস করেছে --- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অবক্ষয়, হতাশা সমাজ জীবনকে গ্রাস করেছে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খা ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের সমস্যাবলী গভীরতর হচ্ছে।

www.pathagar.com

সর্বগ্রাসী সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ দেশে নতুন নির্বাচনের দাবী বাস্তবায়িত করা। গত বৃহস্পতিবার চৌদ্দগ্রামের কাদের হাই স্কুল ময়দানে এক সমাবেশে কাজী জাফর একথা বলেন। ক্ষমতাসীন সরকারের উদ্দেশ্যে কাজী জাফর বলেন, অস্থির হবেন না। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সহনশীলতার পরিচয় দিন।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ২৩ নভেম্বর '৯৩

দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে বিএনপির অপশাসনের অবসান ঘটাতে হবে --- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বর্তমান সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে বিএনপির অপশাসনের অবসান ঘটাতে হবে। কাজী জাফর আওয়ামীলীগ প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আওয়ামীলীগ বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না এবং নির্বাচন হতে হবে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তিনি স্পষ্টভাবে এ বক্তব্য প্রদান করে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও জোরদার করেছেন।

www.pathagar.com

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২ ডিসেম্বর '৯৩

সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ এম পি, সরকারকে গণতন্ত্রের ভাষায় আচরণ করিবার আহবান জানাইয়া বলিয়াছেন, সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কারণ সরকার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের লেলাইয়া দিয়া ১৪৪ ধারা জারি করিয়া বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করিবার যে পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে ইতিমধ্যে তাহার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন, এই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার এখনও সুযোগ আছে। এই সুযোগ গ্রহণ না করিলে সরকার ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, উন্নয়নকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছাইয়া দেওয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যই উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ইহা বাতিল করিয়া দেশকে অনুন্নয়নের দিকেই ঠেলিয়া দিয়াছে।

খবর বৃহস্পতিবার ২ ডিসেম্বর '৯৩

খালেদা জিয়ার সরকারের পতন ধ্বনি সারাদেশে উচ্চারিত হচ্ছে

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ এম পি বলেছেন, সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার সমর্থক মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। মাস্তানরা সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের প্রাণনাশের চেষ্টাতে লিপ্ত হয়েছে

www.pathagar.com

সরকারী মদদে। কাজেই এ সরকারের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। কাজী জাফর আহমদ গতকাল বুধবার পূবাইলে সদ্য কারামুক্ত জাপা নেতা হাসানউদ্দিন সরকারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, খালেদা জিয়ার সরকারের পতন ধ্বনি সারাদেশে উচ্চারিত হচ্ছে।

ইনকিলাব সোমবার ৬ ডিসেম্বর '৯৩

সরকার ভারতের স্বার্থে দেশের শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে --- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, দেশে সাড়ে ৪ হাজার কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, দেড় লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। সরকার বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর সংগে চুক্তি করে দেশের শিল্প কারখানা ভারতের বেনিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে বন্ধ করে দিচ্ছে। এ সরকার অযোগ্য ব্যর্থ এবং জাতীয় বিরোধী সরকার। তিনি গতকাল বিকেলে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এক শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা করছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শুক্রবার ৩১ ডিসেম্বর '৯৩

এই উপমহাদেশে এরকম অযোগ্য ও প্রতিহিংসা পরায়ন সরকার আর ক্ষমতায় আসেনি

---কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, বিএনপি সরকার জোয়ার দেখেছে ভাটার টান দেখেনি। কিন্তু ভাটার টান শুরু হয়ে গেছে। আজ দেশে যে সর্বগ্রাসী সংকট চলছে, তাতে দেশের অস্বিত্ব বিলীন হয়ে পড়েছে। এ সরকার আর কিছু দিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ সর্বনাশের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হবে। বস্তুত এই উপমহাদেশে এরকম অযোগ্য ও প্রতিহিংসা পরায়ন সরকার আর ক্ষমতায় আসেনি। তিনি আজ কুমিল্লার কোতোয়ালী থানার কালিরবাজার হাই স্কুল মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেছিলেন।

বাংলার বাণী সোমবার ৩ জানুয়ারি '৯৪

বিএনপি র পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ এমপি বলেছেন, বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যে দেশের জনগণ এখন অতিষ্ঠ। তাদের কাছ থেকে জনগণ মুক্তি চায়। তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যে এখন দলে বিরাট ধ্বস নেমেছে। যার প্রমাণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। বিএনপির পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ২৪ জানুয়ারি '৯৪

এ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবি করলেও মূলত: প্রতিহিংসা পরায়ন নব্য স্বৈরাচারী

---কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ খুলনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ তুলে বলেন, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নিশ্চিত বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য জাতীয় পার্টির প্রার্থী, নেতা ও কর্মীদের নামে সন্ত্রাসী মামলা দায়ের ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির এখন একমাত্র মাথা ব্যাথা জাতীয় পার্টি। জাতীয় পার্টিকে রুখে দিতে পারলে সহজেই বিএনপি ৪টি সিটি কর্পোরেশন দখল করতে পারে। তিনি বলেন, সরকারী দল, প্রশাসন সকলেই নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নীতি চরমভাবে লংঘন করলেও এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় রাজনৈতিক দল সমূহ নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা হারাচ্ছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবি করলেও মূলত: প্রতিহিংসা পরায়ন নব্য স্বৈরাচারী।

ইত্তেফাক শুক্রবার ১১ মার্চ '৯৪

বিএনপি সরকারের বিদায় সময়ের ব্যাপার মাত্র

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের বিদায় ঘন্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাদের বিদায় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

www.pathagar.com

গতকাল (বৃহস্পতিবার) কুমিল্লা জেলা জাতীয় পার্টির এক বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, সদ্য সমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল প্রকৃতপক্ষে গণভোট। এই গণভোটে ঢাকার মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়াছে। তিন বছরের শাসনামলে সরকার সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ।

দৈনিক সংগ্রাম রবিবার ২৪ এপ্রিল '৯৪

বেগম জিয়া বর্তমান সংসদ নিয়ে 'ভানুমতির খেলা' খেলছেন --- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ধর্মঘটী শিক্ষক, প্রকৃচি, শ্রমিক কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্য এবং সকল শ্রেণীর পেশাজীবী জনগণের দাবী মেনে না নেয়া ছাড়া বেগম খালেদা জিয়া তার সৃষ্ট রাজনৈতিক জাল থেকে বেরুতে পারবেন না। তিনি গতকাল শনিবার বিকেলে টঙ্গী জাতীয় পার্টি আয়োজিত এক কর্মীসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন- বেগম জিয়া বর্তমান সংসদ নিয়ে 'ভানুমতির খেলা' খেলছেন।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ রবিবার ২৬ জুন '৯৪

বিএনপি সরকার দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির সরকার

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, বিএনপি সরকার দুর্নীতি ও ভোট ডাকাতির সরকার। এ সরকারের অধীনে দেশে আর কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। বিএনপি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সংসদ অচল। এ সরকার জনগণকে পাশ কাটিয়ে সংসদে বাজেট ঘোষণা করেছে। কাজী জাফর আরও বলেন, দেশ আজ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। জনগণের জান মালের আর নিরাপত্তা নেই। আইন শৃংখলার আজ চরম অবনতি ঘটেছে। কথায় কথায় এ সরকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। সার্বিক ভাবেই দেশবাসী আজ অতিষ্ঠ।

বাংলার বাণী সোমবার ৪ জুলাই '৯৪

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ আজ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশ আজ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। কাজী জাফর বলেন, বিরোধী দলবিহীন সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করলে এ বছরই সরকারেরই পতন হবে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি আগুন নিয়ে খেলবেন না।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ১০ জুলাই '৯৪

এই সরকার দেশকে ভারতের মারোয়ারীদের হাতে তুলে দিতে চায় ---কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, এই সরকার দেশকে ভারতের মারোয়ারীদের হাতে তুলে দিতে চায়। দেশ আজ ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের ৫ হাজার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ৩/৪ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে। অবিলম্বে এ সরকারের পরিবর্তে এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করা না গেলে দেশ রক্ষা করা যাবে না।

ইনকিলাব বুধবার ১৩ জুলাই '৯৪

বিএনপির পতনের ঘন্টা বেজে উঠেছে। আর তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না ---কাজী জাফর

গতকাল বিকেলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে জাতীয় পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কাজী জাফর আহমদ বলেন, আজকের এই জনসভার একটি মাত্র ঘোষণা, বিএনপির পতনের ঘন্টা বেজে উঠেছে। আর তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১২ সেপ্টেম্বর '৯৪

ভেবেছিলাম এই সরকার '৯৫ সাল অতিক্রম করবেনা। কিন্তু এখন দেখছি '৯৪ সালও পার হতে পারবে না

---কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ভেবেছিলাম এই সরকার '৯৫ সাল অতিক্রম করবেনা। কিন্তু এখন দেখছি '৯৪ সালও পার হতে পারবে না। তিনি বলেন, পুলিশ বিডিআর দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। তিনি বলেন, এই সরকার যত শীঘ্রই বিদায় নেয় ততই মঙ্গল। এই সরকার বিদায় নিলে দেশের কেউ দুঃখ করবে না।

ভোরের কাগজ শনিবার ১৯ নভেম্বর '৯৪

আগামী কিছু দিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে যে বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা কি ধরণের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে বার বার ছাড় দিয়ে নিজের ক্ষমতার মসনদ রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন। গতকাল শুক্রবার গণসংযোগ কর্মসূচি উপলক্ষ্যে শ্রমিক জনতার মিছিল শুরুর পূর্বে এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন। কাজী জাফর আহমদ এমপি বলেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যে প্রমাণিত হবে যে বিএনপি সরকারের মন্ত্রীরা কি ধরণের দুর্নীতিতে অভিযুক্ত।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত শুক্রবার ১১ নভেম্বর '৯৪

সরকারের মদদে পুলিশ মওদুদ আহমদকে গুলী করেছে --- কাজী জাফর

কাজী জাফর বলেন, সরকারের নীতিহীনতার কারণে জনজীবনে আজ নাভিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এ সরকারের অদক্ষতা ও কুশাসন জাতিকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।
তিনি আরো বলেন, সরকারের মদদে পুলিশ মওদুদ আহমদকে গুলি করেছে। এতে বিএনপি সরকারের গণতন্ত্রের খোলস থেকে ফ্যাসিবাদী চেহারা বেরিয়ে এসেছে। তিনি সরকারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, আর নির্যাতন চালাবেন না যদি আবার নির্যাতন চালান তা হলে এর দাত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

বাংলার বাণী রোববার ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৫

খালেদা জিয়ার সরকারের এই দেশের মাটি ও মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক নেই --- কাজী জাফর

এক কালের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমান সরকারের পুলিশ বাহিনী কর্তৃক শ্রমিক হত্যা করার নির্মম নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করে বলেন, খালেদা জিয়ার সরকারের এই দেশের মাটি ও মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এরা ভারতীয় সম্প্রাসারণ গোষ্ঠির সেবাদাস। বাংলাদেশকে এরা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১৬ মার্চ '৯৫

আমাকে হত্যা করে আন্দোলন স্তব্দ করা যাবে না

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলেছেন, কাজী জাফরকে হত্যা করেও চলমান আন্দোলন স্তব্দ করা যাবেনা। কাজী জাফর আহমদ বলেন, তার উপর হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের উপর হামলা হয়েছে।

ইত্তেফাক রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বেগম খালেদা জিয়ার পরাজয় ও পতন ঘটাইয়া গণতন্ত্র, দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে

--- কাজী জাফর

কাজী জাফর আহমদ বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে যুদ্ধ শুরু করিয়া দিয়াছেন উহার একদিকে বেগম খালেদা জিয়া স্বয়ং নিজে এবং অন্য দিকে সম্মিলিত বিরোধী দলও দেশবাসী বেগম জিয়ার একার একগুয়েমি ও জেদের জন্য দেশ ও জাতি ধ্বংস হইতে পারে না। তাই চলমান গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে বেগম খালেদা জিয়ার পরাজয় ও পতন ঘটাইয়া গণতন্ত্র, দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সরকার জনগণের সভা সমাবেশ ও মিছিল করার সংবিধানিক অধিকার হরণ করিয়াছে।

www.pathagar.com

শাহ মোয়াজ্জেম

বাংলার বাণী সোমবার ২৯ জুলাই '৯১

সংবাদপত্র শিল্প আজ উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন

-- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, সংবাদপত্র শিল্প আজ উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। এ অবস্থার মধ্যেই বর্তমান সরকার দৈনিক জনতায় সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে এই শিল্পে অচলবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছে।

বাংলার বাণী বুধবার ১৪ আগষ্ট '৯১

সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পালন করেনি

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার আগে যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল তার একটিও পূরণ করেনি। শান্তিনগর শামিমা বিবাহ ঘরে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্টির এক প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ওয়াদা করেছিল প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাবে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করবে শ্রমিক কর্মচারীদের সর্ব নিম্ন মাসিক তিন হাজার টাকা মজুরী দিবে কিন্তু বাস্তবে এর একটি প্রতিশ্রুতিও রক্ষা হয়নি।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী রবিবার ২৫ আগষ্ট '৯১

জনগণ সুখে থাকবার জন্যে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু বিএনপি সরকার সুখের পরিবর্তে ভ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ সুখে শান্তিতে থাকবার জন্যে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু বিএনপি সরকার সুখের পরিবর্তে ভ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি আজ সকালে স্থানীয় একটি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত জাতীয় পার্টি খুলনা বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সম্মেলনে মিয়া মুসা হোসেন সভাপতিত্ব করেন, খালেদুর রহমান টিটোসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক জনতা রবিবার ২৫ আগষ্ট '৯১

সরকার রাষ্ট্র চালনায় ব্যর্থ হয়েছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। মাত্র পাঁচ মাসের শাসনকালে দেশের সর্বত্র শুরু হয়েছে নৈরাজ্য দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং আইন শৃংখলার অবনতিতে দেশের মানুষ আজ দিশেহারা।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা রবিবার ১ সেপ্টেম্বর '৯১

ধানের শীষে দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক। অথচ অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে শান্তির 'মা' মারা গেছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম বিএনপির সমালোচনা করে বলেন, "ধানের শীষে দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক" অথচ অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে শান্তির 'মা' মারা গেছে। জগন্নাথ কলেজে গেলে শান্তি দেখতে পাবেন। যেখানে পতাকা উড়িয়ে লেবাননী কায়দায় যুদ্ধ চলছে। তিনি প্রশ্ন করেন এগুলো কারা করছে। এই অবৈধ অস্ত্রধারীদের জন্যে আইনের শাসন অসহায় হয়ে পড়েছে। এদের শাস্তি দিলে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জেল হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এই ব্যর্থ সরকার নির্বিকার।

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ৩ সেপ্টেম্বর '৯১

বিএনপি আজ যে ভাবে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বিগত বিশ বছরে সে সন্ত্রাস মানুষ দেখেনি

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, বিএনপি আজ যেভাবে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বিগত বিশ বছরে সে সন্ত্রাস মানুষ দেখেনি। ভাংচুর, খুনাখুনি, গোপন হত্যা, এবং সরকারী সম্পদের ধ্বংস করাতে এ দলই পারদর্শী। আজ ক্ষমতায় গিয়েও যাদের দেশের কল্যাণ চিন্তায় মন নেই, তাদের কাছ থেকে দেশ গড়ার কোন বাস্তব উন্নয়ন আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর '৯১

দেশের জনসাধারণ বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে ব্যর্থতা, শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস, আইন শৃংখলার পরিস্থিতির অবনতি, দ্রব্য মূল্যের সীমাহীন উর্ধ্বগতি, পাটের মূল্য সর্ব নিম্নে পৌছে যাওয়া ইত্যাদি কারণে দেশের জনসাধারণ বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে।

দৈনিক জনতা শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর '৯১

ভাংচুর-খুনাখুনি, গোপন হত্যা এবং সরকারী সম্পদকে ধ্বংস করতে বিএনপি দল পারদর্শী

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বিএনপি আজ যে ভাবে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে বিগত দিনে মানুষ সে সন্ত্রাস দেখেনি। ভাংচুর-খুনাখুনি, গোপন হত্যা এবং সরকারী সম্পদকে ধ্বংস করতে বিএনপি দল পারদর্শী। আজ ক্ষমতায় গিয়েও এদের দেশের কল্যাণ চিন্তায় মন নেই।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ১ অক্টোবর '৯১

শত শত মানুষ না খেয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা আজ নিজেদের মসনদ বাঁচাতে ব্যস্ত --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এমপি বলেছেন, শত শত মানুষ না খেয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় মারা যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা আজ নিজেদের মসনদ বাঁচাতে ব্যস্ত। তিনি বলেন, খেতে না পেয়ে গত রোববার সৈয়দপুর উপজেলায় এমদাদুল আত্মহত্যা করেছে এবং রিলিফ না পেয়ে রিলিফ কেন্দ্রেই ক্ষুধার তাড়নায় মূর্চ্ছা গিয়ে চিরছামুচি (৬০) মারা গেছে।

শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, এই দল অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মেতে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গোটা দেশের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৩ অক্টোবর '৯১

সর্বক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ক্ষমতাসীন দলের প্রশাসনিক অদক্ষতা, ব্যর্থতার কারণে দেশ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। সর্বক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, বর্তমান সরকার

www.pathagar.com

ক্ষমতায় আসার পূর্বে জনগণের নিকট নিত্যনতুন ওয়াদা করে ক্ষমতায় এসে আজ ওয়াদার বরখেলাপ করছে। আজ দেশের সর্বত্রই হাহাকার দূর্ভিক্ষে লোক মারা যাচ্ছে। আইন শৃংখলার চরম অবনতি। শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আজ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

ইত্তেফাক শনিবার ৫ অক্টোবর '৯১

শ্রমিকদলের নামে মিলকারখানায় ইউনিয়ন হাইজ্যাক হইতেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বর্তমান গণতন্ত্র নামধারী সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আজ শিক্ষাঙ্গনগুলি যেমন অস্ত্রধারীদের নিকট জিম্মি তেমনি ক্ষমতাসীন শ্রমিকদলের নামে সকল মিল কারখানায় ইউনিয়ন হাইজ্যাক শুরু হইয়াছে। তাহারা কালিগঞ্জের ন্যাশনাল জুট মিল, ঘোড়াশালে বাংলাদেশ জুট মিল, আদমজী এবং চট্রগ্রামের হাফিজ জুট মিলে বিএনপি সমর্থিত শ্রমিকদলের সন্ত্রাসী তৎপরতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষে সারা দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা বুধবার ৯ অক্টোবর '৯১

বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আজ জাতিকে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, বিএনপি সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ আজ জাতিকে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি করতে চাই। কিন্তু সরকারের উস্কানিমূলক কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ধৈর্যের বাঁদ ভেঙ্গে দিচ্ছে।

দৈনিক জনতা বুধবার ১৮ ডিসেম্বর '৯১

বিএনপির ৯ মাসের শাসনে দেশ ৯ বছর পিছিয়ে গেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এমপি বলেছেন, বিএনপি সরকারের নয় মাসের ব্যর্থ শাসনের ফলে দেশ আবার নয় বছর পিছিয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে এই সরকার জনসমর্থন আদায়ের জন্যে মিথ্যা ওয়াদা করেছিলো। আজকে জনগণকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে জনসমর্থন হারিয়ে তারা নির্যাতন সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশ শাসন করতে চাচ্ছে। গত সোমবার বরিশালের রায়পাশা পপুলার স্কুল মাঠে বরিশাল উপনির্বাচন উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা শনিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯২

ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি প্রতারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে

----শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এমপি বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকারের রাজনীতি হচ্ছে ধোঁকাবাজীর রাজনীতি। এ সরকার জনগণের কাছে মিথ্যা ভাওতা দিয়ে ক্ষমতায় এসে প্রতারকের ভূমিকায় অবতীণ হয়েছে। এদের কাছে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আশাকরা বাতুলতা মাত্র।

দৈনিক জনতা রোববার ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯২

সরকারের নগ্ন চেহারা আরেকবার উন্মোচিত হয়েছে

-- শাহ মোয়াজ্জেম

গত শুক্রবার নোয়াখালীতে জাতীয় পার্টির জেলা সম্মেলন পুলিশের ছত্রছায়ায় বিএনপির সশস্ত্র লোকদের হামলা তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের নগ্ন চেহারা আরেকবার জাতির সামনে উন্মোচিত হয়েছে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ্ মোয়াজ্জেম এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এই কাজের নিন্দা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। শুধু দেশবাসীকে বর্তমান শাসকদের সম্পর্কে সতর্ক হবার আহবান জানিয়ে বলতে চাই, এই শাসকদের কাছ থেকে গণতন্ত্র, শান্তি, দেশের স্থিতিশীলতা বা উন্নয়ন কোন কিছুই আশা করা যায় না। এই সরকার ক্রমেই দেশকে এক গভীর সংকটে ও হানাহানির দিকে ধাবিত করছে এবং দেশব্যাপি সরকারের এ সকল

www.pathagar.com

কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে না উঠলে এই সরকার দেশের ও জনগণের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

ভোরের কাগজ সোমবার ২৪ ফেব্রুয়ারী '৯২

বিউটি পার্লার চালানো সহজ কিন্তু দেশ চালানো সহজ নয় ---শাহ মোয়াজ্জেম

"একটি বিউটি পার্লার চালানো সহজ কিন্তু দেশ চালানো সহজ নয়" বর্তমান সরকারকে সমালোচনা করে গতকাল রোববার জাতীয় পার্টির মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন নারায়নগঞ্জ জাতীয় পার্টির দ্বি-বার্ষিকী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেছেন।

ভোরের কাগজ মঙ্গলবার ৩ মার্চ '৯২

গত নয় মাসেই এই সরকার গণবিরোধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিগত নয় মাসে বর্তমান সরকার একটি চরম গণবিরোধী সরকার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি গত শনিবার দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দিবস পালনের আহবান জানিয়ে বলেন, সরকার প্রশাসন ও পুলিশকে দলীয়করণে স্বৈরাচারী, একনায়কসুলভ নীতি গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগও এই সরকারের কাছে আর মোটেই নিরাপদ নয়। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী সোচ্চার প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ৩ মার্চ '৯২

সরকার প্রশাসন ও পুলিশকে দলীয়করণের স্বৈরাচারী এক নায়কসূলভ নীতি গ্রহণ করেছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, সরকার প্রশাসন ও পুলিশকে দলীয়করণের স্বৈরাচারী একনায়কসূলভ নীতি গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগও এই সরকারের কাছে আর মোটেই নিরাপদ নয়, এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দেশ ব্যাপী সোচ্চার প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। দেশের মানুষকে ডাল ভাতের ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ এই সরকার লাখ লাখ বেকার যুবক তরুণের চাকরির সুযোগ সৃষ্টিতেও অপারগ হয়েছে। মানুষের জানমালের নিশ্চয়তা আজ শুন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

সরকার সন্ত্রাসী, মাস্তান, চাঁদাবাজ এবং শিল্প কারখানা ব্যবসায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নব্য মুনাফেকদের প্রতিভূ হিসাবে কুখ্যাতি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে।

সংবাদ শনিবার ১১ এপ্রিল '৯২

আমাকে হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গত বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে তাদের পূর্ব ঘোষিত জনসভা ভন্ডুলের ঘটনাকে সরকারের নগ্ন ফ্যাসিবাদী আচরণ বলে আখ্যায়িত করেন।

www.pathagar.com

শাহ মোয়াজ্জেম অভিযোগ করে বলেন, এক পর্যায়ে বিএনপির সশস্ত্র গুন্ডারা কাটা রাইফেল ও পিস্তলের গুলি করতে করতে তার অবস্থান স্থল মোদিনী মন্ডল গ্রামের সাবেক উপজেলার চেয়ারম্যানের বাড়িতে পরিকল্পিত ভাবে হামলা চালায়। আমাকে হত্যাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু জনগণ ধাওয়া করলে গুন্ডারা পালিয়ে যায় এবং গুন্ডাদের বাঁচাবার জন্য পুলিশ জনগণের ওপর গুলি চালায়।

ইত্তেফাক শনিবার ১১ এপ্রিল '৯২

ধানের শীষে ভোট দিয়া জনগণ ভুল করিয়াছে; জনগণ এখন একথা বলিতে শুরু করিয়াছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মুন্সীগঞ্জের কুচিয়ামারা, শ্রীনগর নিমতলী বিশ্বরোডে বৃহস্পতিবার তাহার জনসভা, সমাবেশের উপর বিএনপি কর্মীদের হামলার জন্য বিএনপি নেতৃবৃন্দকে দায়ী করিয়া গতকাল শুক্রবার ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, সন্ত্রাসকালে পুলিশের ভূমিকা ছিল বিএনপি দলীয় পুলিশের মত। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, মুন্সীগঞ্জের হামলা '৭১-এর পাকবাহিনীর বর্বরতা ও তান্ডবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার পর বিএনপির শাসনকে আর গণতন্ত্র বলা যায় না। দেশব্যাপী নীরব দুর্ভিক্ষে প্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়ার পরিস্থিতি, সরকারের নৈরাজ্য সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিয়া জনগণ ভুল করিয়াছে; জনগণ এখন একথা বলিতে শুরু করিয়াছে।

www.pathagar.com

[illegible] মঙ্গলবার ৫ মে '৯২

বিএনপি সরকার দেশে গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসতন্ত্র কায়েম করিয়াছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলিয়াছেন, বিএনপি সরকার দেশে গণতন্ত্রের নামে যে সন্ত্রাসতন্ত্র কায়েম করিয়াছে তাহাতে গণতন্ত্র আজ হুমকির সম্মুখীন।
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়া গিয়াছে। দেশের দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আজ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ অথচ বিএনপির কর্মীরা খাল কাটার নামে গম আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের আখের গুছাইতেছে।

দৈনিক জনতা শুক্রবার ১৫ মে '৯২

মহিলাকে দেশ চালাতে দিলে গজব নাজিল হবে বলে যারা একদিন ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ মহিলার আঁচল ধরে ও আতাঁত করে সংসদে বসেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, দেশে আজ গণতন্ত্র নয়, পেশীতন্ত্র চলছে। গণতান্ত্রিক সরকারের দাবিদার বিএনপি সরকার অস্ত্র বাজদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশে অস্থিরতা ও হানাহানি বেড়েছে। জনাব মোয়াজ্জেম বলেন, বিএনপি'র অমানবিক আচরণ, অদক্ষতা ও অযোগ্যতা গণমানুষের

www.pathagar.com

মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। এর নাম যদি গণতন্ত্র হয় তাহলে এদেশের মানুষ সে গণতন্ত্র চায়না। জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন, মহিলাকে দেশ চালাতে দিলে গজব নাজিল হবে বলে যারা একদিন ফতোয়া দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ মহিলার আঁচল ধরে ও আতাঁত করে সংসদে বসেছে। তিনি সেইসব সুবিধাভোগী ফতোয়াবাজদের চিনে রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। জাতীয় পার্টির নেত্রী আমেনা বারী বলেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বৈরাচারিনীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন।

ভোরের কাগজ সোমবার ১৫ জুন '৯২

ছাত্রদল যুবদলের মাস্তানদের কাছে আজ জনগণ জিম্মি --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, ছাত্রদল, যুবদলের মাস্তানদের কাছে আজ জনগণ জিম্মি। তিনি বলেন, অত্যাচার, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পরিনাম ভাল হয় না। গত ১৩ জুন রংপুরের পীরগঞ্জে এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

ইত্তেফাক বুধবার ১৭ জুন '৯২

সেতু কালভার্টের টোল আদায়, হাট-বাজার, ফেরী ও নৌঘাট, গরুরহাটসহ সর্বত্র বিএনপি দলের ইজারাদারী কায়েম করা হইয়াছে ---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলিয়াছেন, গণতন্ত্র প্রত্যাশী দেশবাসী এখন স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রত্যক্ষ করিতেছে। তিনি গতকাল মঙ্গলবার কাওরান

www.pathagar.com

বাজারে মহানগর জাতীয় পার্টির নির্বাহী পরিষদের সভায় একথা বলেন। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, সর্বত্র আজ সরকারীদলের অন্যায় খবরদারী চলিতেছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারী, সেতু, কালভার্টের টোল আদায়, হাট-বাজার, ফেরী ও নৌঘাট, গরুরহাটসহ সর্বত্র বিএনপি দলের ইজারাদারী কায়েম করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক শুক্রবার ৩১ জুলাই '৯২

দেশের সর্বত্র আইন-শৃংখলা যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন মানুষই নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারিতেছে না ----- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের সর্বত্র আইন-শৃংখলা যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন মানুষই নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারিতেছে না। সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয়ে এবং প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক মদদে সন্ত্রাসী মাস্তানদের দৌরাত্ম্য জনজীবনকে সন্ত্রস্ত ও আতংকিত করিয়া তুলিয়াছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব শুক্রবার ৭ আগষ্ট '৯২

গরুরহাটের টোল থেকে শুরু করে এ সরকারের লোকজন নিষিদ্ধ পাড়ার কমিশন পর্যন্ত গ্রহণ করছে

---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম বলেছেন, আমরা জানি অনাস্থা দিলেও মেজরিটির জোরে আপনারা টিকে যাবেন। কিন্তু নীতিগতভাবে আপনারা ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়েছেন। তাই ক্ষমতা ছেড়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিন দেখুন কারা ক্ষমতায় আসে। যে সরকার মানুষের জীবনের মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিতে পারে না সে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। জামায়াতে ইসলামীকে ২টি মহিলা সদস্য ঘুষ দিয়ে নিজেদের সাথে ধরে রেখেছেন। জামায়াত ছাড়া এখন আপনাদের সাথে কেউ নেই। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর কোনো সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আসেনি। আজ দেশে জানমালের নিরাপত্তা এতই প্রশ্নের সম্মুখীন যে, ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বন্দুক যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৪১ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। রকেট লাঞ্চারসহ আপনাদের বহু সু-সন্তান গ্রেফতার হয়েছে কোন বিচার হয়নি। কিন্তু বিদেশ থেকে উপহার প্রাপ্ত একটি পিস্তলের জন্য আপনারা এরশাদকে ১০ বছরের জেল দিয়েছেন। খাল কাটার গম, গরুরহাটের টোল থেকে শুরু করে এ সরকারের লোকজন নিষিদ্ধপাড়ার কমিশন পর্যন্ত গ্রহণ করছে। এদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা করার সাহস পাচ্ছে না।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শুক্রবার ৭ আগষ্ট '৯২

গণতন্ত্রের নামে দলীয়তন্ত্রের এমন কদর্যরূপ জনগণ অতীতে কখনো দেখেনি --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, দেশে চরম সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সামগ্রিক অবস্থার অধঃপতনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়ার পর বিএনপি ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে নরসিংদী টাউন হল প্রাঙ্গনে জেলা জাতীয় পার্টি আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের নামে দলীয়তন্ত্রের এমন কদর্যরূপ জনগণ অতীতে কখনো দেখেনি। দলবাজির সংঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাস। দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েম করা হয়েছে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এখন ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে।

ভোরের কাগজ সোমবার ১০ আগষ্ট '৯২

সরকারের দমননীতি আজ চরমে উঠেছে। সরকারের কার্যকলাপে ফ্যাসিবাদের সকল বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে ----শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে দলের যুগ্ম শ্রম সম্পাদক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার ও যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার বাস ভবনে পুলিশী হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকারের দমননীতি আজ চরমে

www.pathagar.com

উঠেছে। সরকারের কার্যকলাপে ফ্যাসিবাদের সকল বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, সরকারদলীয় কর্তাব্যক্তিদের প্রণীত তালিকানুযায়ী বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের জন্যে একটি বিশেষ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

ইনকিলাব বুধবার ১২ আগষ্ট '৯২

সরকার পেশীশক্তির মাধ্যমে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায় --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে সরকারের কোন মাথা ব্যাথা নেই। পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তিনি গতকাল বিকালে তার গুলশানস্থ বাস ভবনে ময়মনসিংহ থেকে আগত জাতীয় পার্টির নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব খুররম খান চৌধুরী এম পি, জনাব নুরুল আমিন পাঠান।

শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, সন্ত্রাসীদেরকে প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় লালন এবং তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রকৃত চেহারা উম্মোচন করেছে।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ বুধবার ২৬ আগষ্ট '৯২

সরকারী দলের সন্ত্রাস সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারী দলের সন্ত্রাসী তৎপরতা সকল সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। সারাদেশে জাতীয় পার্টির নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন শুধু একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার মদতদাতারই পরিচায়ক নয় এর মধ্যে দিয়ে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিই অশুভ শক্তির একটি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

বাংলার বাণী বুধবার ২ সেপ্টেম্বর '৯২

ক্ষমতাসীনদের গণতন্ত্র আজ দেশব্যাপী গণসন্ত্রাসে পরিণত হয়েছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, ক্ষমতাসীনদের গণতন্ত্র আজ দেশব্যাপী গণসন্ত্রাসে পরিণত হয়েছে। এই সন্ত্রাস জন জীবনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। দেশবাসী আজ স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায়। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, জনগণ সবচেয়ে বেশী আতংকিত সরকারের নির্বিকার ভূমিকা দেখে। সরকারের যেন কিছুই করার নেই। দিনে দুপুরে খুন করে অপরাধীরা নির্বিঘ্নে পার পেয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর '৯২

সারাদেশে আজ সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, বিপদগামী তরুণের অস্ত্রের ঝন-ঝনানি, আর সন্ত্রাসীদের চিৎকার মিলিত হয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, বিগত আঠারো মাসে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে গণতন্ত্রের যে নমুনা আমরা দেখেছি তাতে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের প্রতি শাসকদের অবিশ্বাস অমর্যাদা এবং বিশ্বাসহীনতাই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সারাদেশে আজ সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ। বিপদগামী তরুণের অস্ত্রের ঝন ঝনানি আর সন্ত্রাসীদের চিৎকার মিলিত হয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহবধু মায়মুদি দোকানদার পর্যন্ত প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসীর অদৃশ্য বুলেটের কাছে জিম্মী হয়ে পড়েছেন। শান্তি শৃংঙ্খলার অবনতির সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

ইনকিলাব শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর '৯২

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শেষ চিহ্ন মুছতে সরকারের এই সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারী -- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, গত আঠারো মাসে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা ও সীমাহীন অযোগ্যতা প্রদর্শনের পর আজকের গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবীদার বিএনপি সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের

www.pathagar.com

শেষ চিহ্নটুকু উপড়ে ফেলার নিমিত্তে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ জারি করেছে। এই অধ্যাদেশ জারির সাথে সাথে বর্তমান সরকারের তথাকথিত গণতন্ত্রের শেষ খোলসটুকুও বিলীন হয়ে গিয়েছে।

ইনকিলাব সোমবার ২৪ সেপ্টেম্বর '৯২

সরকারের লালন করা অস্ত্র ও প্রতিহিংসা আজ সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, দেশে আজ গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের কবর রচনার যে উন্মক্ত খেলা শুরু হয়েছে সে অবস্থা থেকে দেশ ও জনগণকে উদ্ধারের জন্য জাতীয় পার্টি বিকল্প গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে শত বাঁধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি গতকাল ধাপেরহাট বড় আমবাড়ী ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, আজ সরকারের লালন করা অস্ত্র ও প্রতিহিংসা সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে।

www.pathagar.com

খবর সোমবার ৭ জুন '৯৩

ভারতের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে তাদের বাজারে পরিণত করা, বর্তমান সরকারের অদক্ষতার কারণে 'সাপটা' চুক্তির মাধ্যমে তাদের সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ক্ষমতাসীনদের প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে দেশ পরিচালনার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাশাসন চালিয়ে বিরোধী পক্ষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। এ সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ অন্তঃসারশূণ্য হয়ে পড়বে।

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে তাদের বাজারে পরিণত করা, বর্তমান সরকারের অদক্ষতার কারণে 'সাপটা' চুক্তির মাধ্যমে তাদের সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে।

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ৮ জুন '৯৩

এই সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের নামে স্বৈরশাসন চালিয়ে প্রতিপক্ষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তিনি বলেন, ক্ষমতার পাগড়ী পড়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। বিএনপি সরকারও চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না। তিনি গতকাল রোববার মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর সিরাজদি খান

www.pathagar.com

ও লৌহজং এ কয়েকটি সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করার। সাপটা চুক্তির মাধ্যমে তাদের সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে। এই সরকার বেশী দিন ক্ষমতায় থাকলে দেশ অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়বে।

বাংলার বাণী রবিবার ৮ আগস্ট '৯৩

বিএনপি সরকার সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে

--- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বিএনপি সরকার নিজেদের অযোগ্যতা অপশাসন আর দুর্নীতির কারণে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই মরিয়া হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকার নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। গত শুক্রবার দাউদকান্দির গাজীপুর থানা হাই স্কুল ময়দানে জাতীয় পার্টি আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি একথা বলেন।

বাংলার বাণী রবিবার ১৭ অক্টোবর '৯৩

বর্তমান সরকার ফ্যাসীবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে

---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, দেশে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়ে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্যে অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে ফ্যাসিবাদী সরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে নথি করার জন্যে সরকারী প্রচার মাধ্যম রেডিও-টেলিভিশন ব্যবহার করে গালভরা বুলি আওড়িয়ে নিস্ফলন ব্যর্থ আস্ফাল করছে।

খবর সোমবার ১৮ অক্টোবর '৯৩

বর্তমান সরকারের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়

--- **শাহ মোয়াজ্জেম**

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, দেশে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাসীন সরকার গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে অত্যাচার নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়ে নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে ফ্যাসীবাদী সরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়। গণতন্ত্র আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

www.pathagar.com

খবর সোমবার ২৫ অক্টোবর '৯৩

বর্তমান সরকারের অদক্ষতা, অপরিপক্কতা ও সীমাহীন ব্যর্থতার কারণে দেশ আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি ---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের সংকট উত্তরণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেছেন, বর্তমান সরকারের অদক্ষতা, অপরিপক্কতা ও সীমাহীন ব্যর্থতার কারণে দেশ আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি।

শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের দাবীদারদের আমলে আজকে সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক কাজ চলছে। তিনি সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ২৮ অক্টোবর '৯৩

বিএনপি র আচার-আচরনে মনে হয় পুরোদেশই তারা ইজারা নিয়েছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার নিজেদের আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তারা তাদের ভাগ্য গড়ে নিচ্ছে। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর গরীব আরও গরীব হয়েছে। গরীব জনগণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তারা দলীয় নেতা কর্মীদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। বিএনপি'র আচার-আচরনে মনে হয় পুরোদেশই তারা ইজারা নিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ২৫ নভেম্বর '৯৩

বর্তমান বিএনপি ফ্যাসিষ্ট সরকারের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠেছে --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বর্তমান বিএনপি ফ্যাসিষ্ট সরকারের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠেছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ চেষ্টা হিসাবে সন্ত্রাস ও ১৪৪ ধারা জারির পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন করে শাসকগোষ্ঠী আর টিকে থাকতে পারবে না।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৩০ ডিসেম্বর '৯৩

জুলুমবাজ, দুর্নীতিবাজ, এ সরকার আর বেশী দিন ক্ষমতায় থাকলে জাতীয় স্বকীয়তা নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা দায় --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সরকারের নির্যাতন, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে সকল বিরোধীদলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এই জুলুমবাজ, দুর্নীতিবাজ, এ সরকার আর বেশী দিন ক্ষমতায় থাকলে জাতীয় স্বকীয়তা নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা দায়। তিনি বলেন, হিংসা, বিদ্বেষ ও দলীয় সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ বুধবার ১৩ জুলাই '৯৪

বেগম জিয়া যেসব ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্টি করেছেন তারাই ভবিষ্যতে নিজের ঘাড় মটকাবে

--শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশে সন্ত্রাস হিংসা আর হানাহানির রাজনীতি পাকাপোক্ত করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতলবে বেগম জিয়া যে সব ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সৃষ্টি করেছেন তারাই ভবিষ্যতে নিজের ঘাড় মটকাবে। তিনি রবিবার জেলা জাতীয় পার্টির দ্বি বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। একই সময়ে একই এলাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের কর্মী সম্মেলনের ডাক দিলে জাতীয় পার্টি তাদের সুর্নিধারিত স্থানে সভা করতে পারেনি।

দৈনিক সকালের খবর শনিবার ২৮ জানুয়ারি '৯৫

স্বাধীন দেশে সমাবেশ করার সুযোগ পাব না তা ভাবা যায় না

--- শাহ মোয়াজ্জেম

অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান এবং শ্রীনগরে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ করতে না দেয়ায় জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, স্বাধীন দেশে সভা সমাবেশ করার সুযোগ পাবো না তা ভাবা যায় না। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে প্রত্যেক দেশের সরকার ও সংস্থাকে জানিয়ে দেব যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নেই।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ শনিবার ২৮ জানুয়ারি '৯৫

গণতন্ত্রকে যদি কেউ ধর্ষণ করে থাকে সেটি হলো বিএনপি সরকার। বিএনপিকে গণতান্ত্রিক না বলে সন্ত্রাসী সরকার বলা উচিত --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, গণতন্ত্রকে যদি কেউ ধর্ষণ করে থাকে সেটি হলো বিএনপি সরকার। মুন্সীগঞ্জ সিরাজদীখান থানা জাতীয় পার্টির সম্মেলনে বাঁধা দেওয়ার প্রতিবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বিএনপিকে গণতান্ত্রিক না বলে সন্ত্রাসী সরকার বলা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে, দেড় মাস আগে অনুমতি নিয়ে সম্মেলনের প্রচার চালানো হলে আকস্মিকভাবে সম্মেলনস্থলে একদিন আগে যুবদল সমাবেশ আহবান করে। পুলিশের ছত্রছায়ায় মুন্সীগঞ্জের চারজন মন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশ ও বিএনপির মস্তানরা জাপার সম্মেলন ভন্ডুল করে দিয়েছে বলে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন অভিযোগ করেন।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৪ জুন '৯৫

অতীতে কোন সরকারের আমলে ভারতীয় বর্ডার এত উম্মুক্ত করে দেয়া হয়নি --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ এই বিএনপি সরকার নির্বাচনে কারচুপি করবে।

www.pathagar.com

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, অতীতে কোন সরকারের আমলে ভারতীয় বর্ডার এত উন্মুক্ত করে দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, গোল্ডেন হ্যান্ড শেকের নামে হাজার হাজার লোককে চাকুরীচ্যুত করা হচ্ছে। আর টিভিতে উন্নয়নের নামে দেখা যাচ্ছে বিবি গোলামের ফিরিস্তি।

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ১১ এপ্রিল '৯৬

ভাঙ্গা সুটকেস আর ছেঁড়াগেঞ্জি থেকে কিভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয় তার তদন্ত করা হোক ---শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ভাঙ্গা সুটকেস আর ছেঁড়াগেঞ্জি থেকে কিভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয় তার তদন্ত না করা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি করবে তা আমার বুঝে আসেনা।

ইত্তেফাক শুক্রবার ১৩ অক্টোবর '৯৫

সরকারের ক্ষমতালিপ্সার কারণে জাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন --- শাহ মোয়াজ্জেম

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলিয়াছেন, সরকারের একগুয়েমি ও ক্ষমতা লিপ্সার কারণে জাতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। তিনি আরও বলেন, সরকারের দুর্নীতি দলীয়করণ সন্ত্রাসী তৎপরতা দেশকে চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

www.pathagar.com

অলি আহাদ

দৈনিক জনতা শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর '৯১

সেনানিবাসের বাস ভবন ছেড়ে দিন -- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করেন, সরকার দেশে একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন তা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। নেতৃবৃন্দের মতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের অভাবে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা এবং জাতি একটি দিকভ্রষ্ট পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা অবিলম্বে সরকার প্রধানকে সেনানিবাসের বাসভবন ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দেশের সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে যে মন্দা ভাব সেজন্য সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও দিকনির্দেশনা বিবর্জিত পদক্ষেপ কেই দায়ী করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, ভিসি জিম্মি থাকার ঘটনার উল্লেখ করে প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সরকার প্রমাণ করেছে যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অদক্ষ ও ব্যর্থ।

বাংলার বাণী সোমবার ১৪ অক্টোবর '৯১

সরকারকে হত্যা, অস্ত্র, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিহার করতে হবে --- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান অলি আহাদ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। সাধারণ মানুষের

www.pathagar.com

স্বার্থে সরকার তেমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের সততা ও দক্ষতার অভাবই এর মূল কারণ। নয়া পল্টনে গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের মতিঝিল থানা শাখার এক কর্মী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রকে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সরকারকে হত্যা, অস্ত্র, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিহার করতে হবে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২১ অক্টোবর '৯১

কথামালা দিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায় না

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ বলেছেন, কথামালা দিয়ে দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে পারবেন না। উত্তরাঞ্চলের বাস্তব অবস্থার সাথে সরকারী প্রচারণার কোন মিল নেই। গতকাল রোববার নয়াপল্টনে দলের মহানগর শাখার এক সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন।

প্রবীন রাজনীতিবিদ জনাব অলি আহাদ বলেন, রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঞ্চলসহ সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২২ অক্টোবর '৯১

দুর্ভিক্ষ ঢাকার জন্য সরকারের বক্তব্য ক্ষমার অযোগ্য

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ সভাপতি অলি আহাদ বলিয়াছেন, সরকার সততা, দক্ষতা ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া কাজ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েক মাস যাবৎ বন্ধ, উত্তরবঙ্গ সহ সারাদেশে আজ চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা চলিতেছে। দুর্ভিক্ষ আড়াল করার জন্য সরকারের মিথ্যা বক্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। অতীতের ন্যায় রিলিফ চুরির পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সরকারের এই ব্যর্থতা জনগণের এতদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

ভোরের কাগজ শনিবার ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯২

বেগম খালেদা জিয়ার মুখে জাতীয়তাবাদ শোভা পায় না, তিনি রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন একজন রাজাকারকে

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার মুখে জাতীয়তাবাদ শোভা পায় না। তিনি রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন একজন রাজাকারকে, মুক্তিযুদ্ধকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নই উঠতে পারে না। গতকাল শুক্রবার ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

www.pathagar.com

অলি আহাদ আরো বলেন, স্বৈরাচারী আমলের বন্ধু দুর্নীতিবাজ আমলের বন্ধু, বর্তমান সরকারের মন্ত্রী ও এমপি হিসাবে পুনর্বাসিত। তিনি বলেন, নারী ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিচারের প্রশ্ন অমিমাংসিত থাকতে পারে না।

দৈনিক জনতা শুক্রবার ১৭ এপ্রিল '৯২

বর্তমান বিএনপি সরকার ভারতের সাথে গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন ---অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার ভারতের সাথ গঙ্গার পানি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। ফারাক্কার সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশ আজকে মরুভূমিতে পরিনত হয়েছে। জনাব অলি আহাদ বলেন, গঙ্গার পানি ভারতের একার নয়। শেখ মুজিব ৪৪ হাজার কিউসেক পানি চুক্তি করেছিলো। পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ১০ হাজার কিউসেক পানি কমিয়ে ৩৪ হাজার পানির চুক্তি করে। এরশাদ সরকারও চুক্তিতে আরও কম পানি পেয়েছিলো। আমরা গঙ্গার পানির জন্যে ভারতের সাথে স্থায়ী চুক্তি চাই।

জনাব অলি আহাদ জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযমকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের দাবি জানিয়ে বলেন, জিয়াউর রহমানের আহ্বানে স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযম এদেশে আগমন করে। গোলাম আযম মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর ইজ্জত, লুণ্ঠন, দেশীয় সম্পদ পোড়ানো ও মানুষ হত্যার সাথে লিপ্ত ছিল এটা সর্বজন স্বীকৃত অবশ্যই তার বিচার করতে হবে।

www.pathagar.com

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার ২২ এপ্রিল '৯২

বিএনপি সরকার তার সহযোগী জামাতকে রক্ষা করার জন্যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে --অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ এক বিবৃতিতে বলেন, যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী নাগরিক জামায়াতের আমীর ঘাতক গোলাম আযম প্রশ্নে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে সরকারী দল প্রস্তাব করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার তার সহযোগী জামাতকে রক্ষা করার জন্যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

দৈনিক জনতা সোমবার ২৭ এপ্রিল '৯২

গোলাম আযম ৭১' এর নরঘাতক, তার বিচার করতেই হবে ----- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ সভাপতি অলি আহাদ বলেছেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়ার কোন বৈধতা নেই। গোলাম আযম ৭১' এর নরঘাতক, তার বিচার করতেই হবে। গণ আদালতের সাংবিধানিক ভিত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু এর নৈতিক ভিত্তি অবশ্যই আছে। অলি আহাদ বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তপোবন সম, সে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র শিক্ষাঙ্গন আজ শ্বেত সন্ত্রাস কবলিত। এর জন্য দায়ী মেরুদন্ডহীন চরিত্রহীন বর্তমান সরকার।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১৪ জুলাই '৯২

খালেদা জিয়ার সরকার নির্বাচিত, তবে গণতান্ত্রিক নহে ---- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের এক প্রতিনিধি সভায় অলি আহাদ বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন বর্তমান বিএনপি সরকার নির্বাচনি ওয়াদা পালন করিতেছে না। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার সরকার নির্বাচিত তবে গণতান্ত্রিক নহে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রশাসনকে দলীয়করণ করিয়া বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্দ করিয়া দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে সর্বত্র হত্যা, খুন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করিতেছে। তিনি বলেন, গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধাপরাধীকে অবশ্যই বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার করিতে হইবে।

ইত্তেফাক বুধবার ১৫ জুলাই '৯২

রাজাকার তোষন করিয়া স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা যায় না ---অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ সভাপতি অলি আহাদ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষনে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া বলেন, রাজাকার তোষন করিয়া স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা যায় না। দুর্নীতি দিয়া গণতন্ত্র হয় না। সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র পাশাপাশি চলিতে পারে না। সংসদকে কার্যকর রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন, দেশে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধান সংসদে বসিয়াই করিতে হইবে সংসদের কার্যকারিতার মধ্যেই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নিহিত। বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, ভারতের নিকট জাতীয় স্বার্থ

www.pathagar.com

বিসর্জন দিয়া তিন বিঘা কোরিডোর চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। অদ্যাবধি ফারাক্কার ন্যায্য হিস্যা আদায় হয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দিন দিন তীব্রতর হইতেছে। যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আজও গোলাম আযমের বিচার হয় নাই।

সংবাদ বুধবার ১৫ জুলাই '৯২

বিএনপির মন্ত্রিসভা রাজাকারে ভরা, তারা কিভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলবে

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বলেছেন, অবিলম্বে স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ক্ষমতাসীন এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

জনাব অলি আহাদ বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার সব কিছুতেই একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে। গোলাম আযম ও জামাতকে রক্ষার চেষ্টা চলছে। আদমজীতে সরকার তার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। উপজাতীয় সমস্যাকে ইচ্ছে করে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। মাস্তান দিয়ে সরকার টার্মিনাল গুলো দখল করছে।

তিনি বলেন, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, সীমাহীন বেকারত্ব ও অব্যাহত সন্ত্রাসে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে।

অলি আহাদ বলেন, বিএনপির মন্ত্রিসভা রাজাকারে ভরা তারা কিভাবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলবে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী রবিবার ২৬ জুলাই '৯২

বর্তমান সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক দুঃসহ অবস্থার জন্ম দিয়েছে --- অলি আহাদ

দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সকল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য কামনা করে ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান অলি আহাদ বলেছে, গণতান্ত্রিক সরকারের যে সমস্ত বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন তার লেশমাত্র বর্তমান সরকারের মধ্যে নেই। প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা, সীমাহীন ব্যর্থতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক দুঃসহ অবস্থার জন্ম দিয়েছে। এ ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে দেশ অচিরেই নৈরাজ্যের সাগরে নিপতিত হবে।

ভোরের কাগজ সোমবার ১০ আগষ্ট '৯২

দেশে মাস্তানতন্ত্র কায়েম হয়েছে ---অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ সভাপতি অলি আহাদ বলেছেন, দেশে মাস্তানতন্ত্র কায়েম হয়েছে। মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই মাস্তানদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে সরকার। তাই এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ১০ আগষ্ট '৯২

সরকারের আশ্রয়ে মাস্তানতন্ত্র আজ এমন পরিস্থিরি জন্ম দিয়েছে যে, সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই --- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান অলি আহাদ শিক্ষাঙ্গন শিল্পাঞ্চলসহ সর্বত্র মাস্তানতন্ত্র কায়েম হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, সরকারের আশ্রয়ে মাস্তানতন্ত্র আজ এমন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। গতকাল রোববার দলীয় কার্যালয়ে অঙ্গ সংগঠনের যৌথ প্রতিনিধি সভার সভাপতির ভাষণে তিনি আরো বলেন, পর্দার আড়ালের খেলোয়াড়দের নির্মূল করার উপরই নির্ভর করছে দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হবে কি হবে না। এ দায়িত্ব একমাত্র সরকারের উপরই বর্তায়।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ২৫ আগষ্ট '৯২

বিএনপি সরকার হচ্ছে রাজাকার অধ্যুষিত সরকার --- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ সভাপতি জনাব অলি আহাদ যুদ্ধাপরাধী আইন পূনর্বহালের মাধ্যমে বিশেষ ট্রাইবুনালে গোলাম আযমের বিচার দাবী করেছেন। একই সাথে তিন সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ মওদুদসহ এরশাদের আমলে দুর্নীতির সাথে জড়িতদের এবং বর্তমানে শাসক শ্রেণীর সাথে জড়িত রাজাকার মন্ত্রীদের বিচার দাবী করেছেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার হচ্ছে রাজাকার অধ্যুষিত সরকার। গতকাল গুলিস্থান চত্বরে সন্ত্রাস বন্ধ,

www.pathagar.com

দুর্নীতিবাজদের শাস্তি এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে মহানগর ডেমোক্রেটিক লীগ আয়োজিত এক জনসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে তিনি একথা বলেন। জনাব অলি আহাদ পানির ন্যায্য হিস্যা দাবী করে বলেন, স্বাধীনতার পর চুক্তি অনুযায়ী আমরা ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পেতাম। এখন পানি দেওয়া হচ্ছে মাত্র দেড় হাজার কিউসেক। বিগত সরকার গুলোর কেউই এ ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। তিন বিঘায় খালেদা জিয়ার সরকার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন। সরকার জাতির সাথে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সাক্ষীর অভাবে মিলন হত্যাকারীদের বিচার হয় না-এ লজ্জা কোথায় রাখি? তিনি মেননের প্রাণনাশের চেষ্টার সাথে জড়িত এবং রতন সেনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। তিনি সংবিধান লংঘনের দায়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিচার দাবী করে বলেন, দুর্নীতির দায়ে মওদুদের ফাসি হওয়া দরকার।

[illegible] মঙ্গলবার ২৫ আগষ্ট '৯২

গোলাম আযমকে 'আশ্রয় ও প্রশ্রয়' দেওয়ার জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিচার দাবি

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বলিয়াছেন, জাতীয় সংসদ ভাঙ্গিয়া যাক তাহা আমরা চাই না। আমরা চাই সন্ত্রাস দমনে সংসদ কঠিন কঠোর আইন পাশ করুক। তিনি বলেন, এই সরকার রাজাকার পরিবেষ্টিত। তিনি গোলাম আযমকে 'আশ্রয় ও প্রশ্রয়' দেওয়ার জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিচার দাবি করেন।

www.pathagar.com

অলি আহাদ যুদ্ধাপরাধী আইনে গোলাম আযমের বিচার দাবি করিয়া বলেন, জিয়া গোলাম আযমকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়াছেন। বর্তমান সরকার মন্ত্রী বানাইয়াছেন চিহ্নিত রাজাকারদের।

বাংলার বাণী শুক্রবার ২ অক্টোবর '৯২

বিএনপি সরকারের দুর্বলতার কারণেই পুশব্যাক

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান অলি আহাদ পুশব্যাকের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বলেন, বিএনপি সরকারের দুর্বলতার কারণেই ভারত সরকার অপারেশন পুশব্যাকের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। গতকাল বিকালে দলীয় কার্যালয়ে সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি সভায় ভাষণদানকালে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতাকারীরা সমাজের স্তরে স্তরে ক্ষমতাবান বলেই সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা কঠিন কাজ। দেশে এই মূহুর্তে গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় সন্ত্রাস ও দুর্নীতি।

ইত্তেফাক রবিবার ৪ অক্টোবর '৯২

ক্ষমতাবানরা সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে

--- অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের প্রধান অলি আহাদ বলিয়াছেন, ক্ষমতাবানরা সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। দেশে এই মূহুর্তে গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় সন্ত্রাস

www.pathagar.com

ও, দুর্নীতি। আজ স্বৈরাচার আমলের লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলিতেছেনা। ২২ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লুটপাটকারী ৪০টি প্রতিষ্ঠান ৭৪৫ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী ২০ জন আমলা এবং চিহ্নিত ১৫ চোরাকারবারী বিচারের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া তাহাদের বিচার করিতে হইবে।

অলি আহাদ বলেন, সরকারের দুর্বলতার কারণেই ভারত অপারেশন পুশব্যাকের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বাংলাদেশে ঠেলিয়া দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ১২ নভেম্বর '৯২

জিয়াউর রহমান মারা যাবার পর তার বিধবা স্ত্রী দুটি বিলাস বহুল বাড়ি, গাড়ি, নগদ অর্থ, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যান

----অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ ক্ষমতাসীন সরকার ও দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, খাঁটি দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুন্দর সমাজ, দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জন্যে জীবন দিল নূর হোসেন। অথচ জিয়াউর রহমান মারা যাবার পর তার বিধবা স্ত্রী দুটি বিলাস বহুল বাড়ি, গাড়ি, নগদ অর্থ, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যান। শহীদ নূর হোসেন স্মরণ সভায় দলীয় কার্যালয়ে সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত কথা বলেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী সোমবার ১৫ মার্চ '৯৩

সর্বত্র নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে --- অলি আহাদ

জনাব অলি আহাদ বলেন, বিগত সরকারের দুর্নীতির বিচার করার ওয়াদা করেও সরকার দুর্নীতির বিচার করেনি। এখন নিজেরাই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঙ্গন সর্বত্র নৈরাজ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যে জনজীবনে নাভিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশ মরুভূমি প্রায়। সবকিছুর জন্যে দায়ী সরকার। অবিলম্বে এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

দৈনিক মিল্লাত রবিবার ৩০ মে '৯৩

পররাষ্ট্রনীতির কারণে অর্থনীতিতে দুর্দশা নেমে এসেছে --- অলি আহাদ

নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ফলে দেশের অর্থনীতিতে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে। ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা অলি আহাদ দলের ঢাকা মহানগর শাখার এক কর্মিসভায় ভাষণ দানকালে একথা বলেন।

ফারাক্কা সমস্যা ও জাতীয় সংকট বর্ণনা করে তিনি বলেন, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র বাঁধ নির্মাণ ছাড়া এক্ষেত্রে কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে একটি যোগ্য ও সৎ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

লালসবুজ রবিবার ৩০ মে '৯৩

ক্রমেই এ সরকারের স্বৈরাচারী চেহারা ফুটে উঠছে

--অলি আহাদ

ডিএল মহানগর শাখা আয়োজিত এক কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অলি আহাদ বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এ সরকার গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের চর্চা করছে। ক্রমেই এ সরকারের স্বৈরাচারী চেহারা ফুটে উঠছে।

ইত্তেফাক শনিবার ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৪

বিএনপি সরকার গঙ্গাবাঁধ নির্মাণ শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছে

--অলি আহাদ

ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ বর্তমান সরকারকে ব্যর্থ ও অযোগ্য হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন, মেয়র নির্বাচনে পরাজয়ের পর সৎ সাহস থাকিলে ক্ষমতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নতুন নির্বাচন দিন। গত (শুক্রবার) পুরানা পল্টন মোড়ে নগর ডেমোক্রেটিক লীগ আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার গঙ্গাবাঁধ নির্মাণ শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

www.pathagar.com

ভোরের কাগজ শনিবার ৮ জুলাই '৯৫

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাত্তার সরকারের কাছ থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের দুটি বাড়ি নিয়েছেন, এখন উচিৎ বাড়ি দু'টি ফেরত দেয়া --- অলি আহাদ

অলি আহাদ বলেন, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সাত্তার সরকারের কাছ থেকে এক কোটি টাকা মূল্যে দুটি বাড়ি নিয়েছেন। এখন উচিত সেই বাড়ি দুটি ফেরত দেওয়া। এরশাদ সরকারের আমলে মিজান, মোয়াজ্জেম, মওদুদ সহ অনেকেই অবৈধ টাকা কামাই করেছেন।

www.pathagar.com

লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার আবদুর রশিদ

দৈনিক মিল্লাত বৃহস্পতিবার ১৯ সেপ্টেম্বর '৯১

এক স্বৈরাচারের পতনের পর আরেক স্বৈরাচারের উত্থানে জনগণ হতবাক --- লেঃ কর্নেল (অবঃ) রশিদ

ফ্রীডম পার্টির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কো-চেয়ারম্যান কর্নেল (অবঃ) আব্দুর রশিদ বলেছেন, জাতি আজ হতচকিত। এক স্বৈরাচারের পতনের কয়েকমাসের মধ্যেই আরেকটি স্বৈরাচারের উত্থান জনগণকে হতবাক করে দিয়েছে।

জনগণ নতুন কোন স্বৈরতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রের লেবাসে 'বর্গীতন্ত্র' দেখতে রাজী নয়। তিনি বলেন, অনিশ্চয়তার পথে জাতিকে ঠেলে দেয়ার যে চক্রান্ত চলছে তা প্রতিহত করে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে জনগণ দেশের অস্তিত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং নিজেদের অধিকার রক্ষা করবে, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত বুধবার ৬ জানুয়ারি '৯৩

লংমার্চকারী তৌহিদীজনতার উপর পুলিশী অভিযান সরকারের ভারততোষণনীতির পরিচায়ক

---লেঃ কর্নেল (অবঃ) রশিদ

ফ্রীডম পার্টির কো- চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) আবদুর রশিদ বলেছেন, বাবরী মসজিদ লংমার্চকারী তৌহিদী জনতার বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় পদক্ষেপ। তিনি এই পদক্ষেপকে বর্তমান সরকারের ভারততোষণনীতির পরিচায়ক আখ্যায়িত করে লংমার্চ করতে গিয়ে শাহাদত বরণকারীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি লংমার্চ করতে গিয়ে শাহাদত বরণকারীদের স্মরণে ঢাকায় জিয়া স্মরণীর পাশে একটি মসজিদ নির্মাণের দাবি জানান।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ৮ এপ্রিল '৯৪

সরকারের ব্যর্থতা ঢেকে রাখার উপায় নেই

---লেঃ কর্নেল (অবঃ) রশিদ

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশ ও জাতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই অবস্থা মোকাবিলায় বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা ঢেকে রাখার আর কোন উপায় নেই। তাই দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই নিদারুণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

কর্ণেল রশিদ বলেন,– ক্ষমতাসীন সরকার জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছে তাতে এই সরকারের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার আর কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

দৈনিক সিল্লাত রবিবার ২ অক্টোবর '৯৪

বিএনপি সরকার ট্রানজিট চুক্তির মাধ্যমে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে আবারও ভারতের কাছে বিক্রি করার চক্রান্ত করছে

---লেঃ কর্ণেল (অব:) রশিদ

কর্ণেল (অবঃ) রশিদ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য দেশবাসীকে আজ এক ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

কর্ণেল রশিদ বলেন, বিএনপি সরকার ট্রানজিট চুক্তির মাধ্যমে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে আবারও ভারতের কাছে বিক্রি করার চক্রান্ত করছে।

তিনি বলেন, অনেক মোনাফেক সরকার এসেছে। বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশের শেষ মোনাফেক সরকার। তিনি বলেন, এ সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বেড়েছে। এরা ক্ষমতায় থাকলে খুব শীঘ্র প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে সন্ত্রাস বিস্তারিত হবে।

www.pathagar.com

শফিউল আলম প্রধান

ইত্তেফাক বুধবার ৩ জুলাই '৯১

টেলিভিশন ও রেডিওকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পরিবর্তে এখন বিবি ও গোলামদের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে ---শফিউল আলম প্রধান

গত সোমবার দলীয় কার্যালয়ে জাগপা ও জাগপা সমর্থিত ছাত্রলীগের এক যৌথ কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, বিএনপি'র শত দিনের শাসনে নগর, পল্লী ও শিক্ষাঙ্গনে আইন-শৃঙ্খলার বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাজেট ঘোষণার পর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পাইতেছে,পাবর্ত্যচট্টগ্রাম ও সীমান্তে বাংলাদেশীরা প্রাণ হারাইতেছে।

জনাব প্রধান বলেন, টেলিভিশন ও রেডিওকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পরিবর্তে এখন বিবি ও গোলমদের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে। তিনি সতর্ক করিয়া দেন প্রচারণার রাজনীতির পরিনাম শুভ হইবে না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২০ আগষ্ট '৯১

সরকার লক্ষহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগিতেছে

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলিয়াছেন, সরকার লক্ষহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভূগিতেছে। চাপ ও দাবীর মুখে নতি স্বীকার এবং এডহক ভিত্তিতে যেনতেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে ইতিমধ্যেই দেশের অর্থনীতি নাজুক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গতকাল নগর জাগপার নেতা মুহাম্মদ নাদিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও বক্তব্য রাখেন এম, এ, মান্নান, খন্দকার লুৎফর রহমান, মাকসুদুর রহমান ও আবদুস সালাম।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর '৯১

দলীয় কর্তৃত্ব ও দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ ত্রান পাইতেছে না

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান অবিলম্বে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর রংপুরসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে স্থায়ী ভিত্তিতে ব্যাপক ত্রান কাজ চালু করার দাবী জানাইয়াছেন। বন্যাকবলিত এলাকাসমূহ পরিদর্শনশেষে গত রবিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকারী ত্রান ও সাহায্য অপ্রতুল। দলীয় কর্তৃত্ব ও দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের নিকট ত্রান পৌঁছাইতেছেনা।

www.pathagar.com

জনগণের জীবন, ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ সরকার দিল্লীকে খুশী রাখিতে দেশের নৌ-জল ও স্থলপথ 'ভারত বন্ধু'দের হাতে তুলিয়া দিয়াছে

---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলিয়াছেন, পামরী পোকার আক্রমনে দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষেত-খামার বিরান হইতেছে; উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ডায়রিয়ায় শত শত প্রাণ হারাইতেছে অথচ সরকার ও সংসদ মানুষ বাঁচাইবার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সদস্যদের বেতন বৃদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, জনগণ দীর্ঘ দিন এই তামাশা মানিয়া নিবে না।

জনাব প্রধান দহগ্রাম আঙ্গরপোতায় ভারতীয় জুলুম নিপীড়নের উল্লেখ করিয়া বলেন, বাংলাদেশীদের জীবন, ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ সরকার দিল্লীকে খুশী রাখিতে দেশের নৌ-জল ও স্থলপথ "ভারত বন্ধু'দের হাতে তুলিয়া দিয়াছে । তিনি বলেন, দেশ বিক্রির চক্রান্ত রুখিতে হইবে। দলীয় সহ সভাপতি ডাঃ এ, কে, এ, আজিজ বেঈমানী মোনাফেকী ও প্রতারণার বিরুদ্ধে বৃহত্তম সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে দলীয় কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শুক্রবার ১০ জানুয়ারি '৯২

অতীতের উপর দায়দায়িত্ব চাপাইয়া ব্যর্থতা আড়াল করা যাইবে না --- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, শুধু অতীতের উপর দায়দায়িত্ব চাপাইয়া ব্যর্থতা আড়াল করা যাইবে না। জনাব প্রধান গত বুধবার বিকালে কল্যাণপুর বাজারে জাগপা মিরপুর থানা শাখার এক কর্মীসভায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর অচল হইয়া যাইতেছে, বেকার সমস্যা মোকাবিলায় কোন পরিকল্পনা নাই এই অবস্থা চালিতে পারে না। তিনি সময় থাকিতে সাবধান হওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন।

আজকের কাগজ বুধবার ২৯ জানুয়ারি '৯২

ক্ষমতায় বসে বিএনপি সরকার গণসংগ্রাম ও নির্বাচনে দেয়া ওয়াদার সঙ্গে বেঈমানী শুরু করেছে --শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, ক্ষমতায় বসে বিএনপি সরকার গণসংগ্রাম ও নির্বাচনে দেয়া ওয়াদার সঙ্গে বেঈমানী শুরু করেছে। তিনি বলেন, কালাকানুন ও ২৫ বছর বাংলা ভারত গোলামি চুক্তি বহাল রেখে কোনো সরকার ও পদ্ধতিই নিজেকে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করতে পারে না।

www.pathagar.com

৬ দফা দাবিতে সংসদ ভবন অভিমুখে আজ বিকেলে জাগপা আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলের শুরুতে প্রেসক্লাবের সামনে ও পরে বাংলামোটরে সমবেতদের উদ্দেশ্যে জনাব প্রধান বক্তব্য রাখেন।

ইত্তেফাক রবিবার ৯ ফেব্রুয়ারি '৯২

তিন বিঘা, বেরুবাড়ি ফারাক্কা, তালপট্টি প্রশ্নে সরকারকে সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবী

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান তিন বিঘা, বেরুবাড়ী, ফারাক্কা তালপট্টি প্রশ্নে সরকারকে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণের আহবান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, অন্যথায় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পল্টনে এক কর্মী সভায় তিনি একথা বলেন। আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ এ, কে, এ, আজিজ, কবিরুল ইসলাম কাঞ্চন এ,কে, এম, মামুদ, সর্দার শাহজাহান।

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯২

দিল্লীর প্রভুদের খুশি রাখিতে সরকারের সকল কর্মকান্ড নিয়োজিত

---শফিউল আলম প্রধান

গতকাল বিকালে দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাগপা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় 'খালকাটার নামে' বেরুবাড়ী গণমিছিলের এই দিন ও সময়ে পঞ্চগড়

www.pathagar.com

জেলা সদরে আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজের সমাবেশ অনুষ্ঠানের কর্মসূচীকে পরিকল্পিত উস্কানী সৃষ্টির পাঁয়তারা বলিয়া নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় বলা হয়, দিল্লীর প্রভুদের খুশী রাখিতে সরকারের একটি মহল 'বেরুবাড়ী গণমিছিলের' কর্মসূচীতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। ইতিমধ্যে এই মহলের ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় জাগপা ও ছাত্রলীগের পঞ্চগড় জেলা কমিটির নেতা ফরিদুর রহমান, জুলফিকার আলম নয়নের বিরুদ্ধে হুলিয়াসহ নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক সোমবার ৯ মার্চ '৯২

অপরের সভা সমিতিতে হামলা চালাইয়া সরকার নিজেই গণতন্ত্রের কবর খোদাই করিতেছে

--- শফিউল আলম প্রধান

গতকাল রবিবার পঞ্চগড়ের ভাওয়ালগঞ্জ হাইস্কুল ময়দানে দেবীগঞ্জ উপজেলা জাগপা আয়োজিত ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সুলতানু জ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, বেগম খালেদা জিয়াকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলেন, মীর জাফর উর্মিচাঁদদের প্রশ্রয় দিয়া পলাশীর বিপর্যয় ঠেকানো যায় নাই। ইহার আগে নীলফামারী ডোমের ডাকবাংলা প্রাঙ্গনে জাগপা সমর্থিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে শফিউল আলম প্রধান বলেন, অপরের সভা সমিতিতে হামলা চালাইয়া সরকার নিজেই গণতন্ত্রের কবর খোদাই করিতেছে।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ২৫ মে '৯২

সরকার ভারতীয় স্বার্থের পাহারাদারে পরিণত হইতেছে

--- শফিউল আলম প্রধান

ভারতের সাথে অমীমাংসিত সমস্যাবলী সমাধানের দাবীতে জাগপা গতকাল কাপ্তান বাজারে এক সমাবেশের আয়োজন করে। পরে একটি মিছিল বাহির হয়। সমাবেশে সভাপতির ভাষণে শফিউল আলম প্রধান বলেন, ফারাক্কার মরুকরণ প্রক্রিয়া ও লবনাক্ততায় যখন উত্তর ও দক্ষিণের বিস্তীর্ণ জনপদে সংকট দেখা দিয়াছে তখন আলোচ্যসূচীবিহীন প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রধান বলেন, সরকার ক্রমেই ভারতীয় স্বার্থরক্ষার পাহারাদারে পরিণত হইতেছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ডাঃ একে এ আজিজ, আনিসুর রহমান, করিরুল ইসলাম কাঞ্চন এম. এ আহাদ প্রমূখ।

ইত্তেফাক শুক্রবার ২৬ জুন '৯২

বিএনপি সরকার দিল্লীর প্রতি নতজানু ও আত্মসমর্পনবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেছে

-----শফিউল আলম প্রধান

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির নেতৃবৃন্দ গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিন বিঘা করিডোর প্রশ্নে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিকাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব ও পরিণতি সরকারকেই বহন করিতে হইবে। তাহারা বলেন, দেশ বিক্রির এ চক্রান্তকে আইন আদালত ও অন্যান্য

www.pathagar.com

উপায়ে মোকাবিলা করিব। জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, বিএনপি সরকার জাতীয় স্বাধীনতা ও গৌরবের পতাকা তুলিয়া ধরার পরিবর্তে গদি রক্ষার মোহে দিল্লীর প্রতি নতজানু ও আত্মসমর্পনবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেছে। তিন বিঘার চিরস্থায়ী ইজারা ছাড়া অন্য কোন চুক্তি জাগপা অথবা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ৬ আগষ্ট '৯২

এই সরকারের এক মুহূর্ত ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান অবিলম্বে ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ ও অথর্ব সংসদ ভেঙ্গে দেবার দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সরকারের এক মুহূর্ত ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। তিনি বলেন, সংসদ নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র আরাফাত রহমান ওয়াশিংটনে পূর্ণ নিরাপত্তায় লেখাপড়া করবে আর বাংলাদেশের হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা বোমা, গুলী ও অপহরনের স্বীকার হবে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে জাতির প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। তিনি গতকাল বিকালে কাপ্তান বাজারে মনাভাই, রতন সেনসহ দেশব্যাপী খুন, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, অপহরন, লুন্ঠন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাস মোকাবেলায় সরকার ও সংসদের ব্যর্থতার প্রতিবাদে জাগপা আয়োজিত মশাল মিছিল পূর্ব সমাবেশে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সরকার দিল্লী, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, মাড়োয়ারী বেনিয়াদের নিকট দেশ ইজারা দেবেন, শিল্প বাণিজ্য কল কারখানা উজাড় হবে আর সরকারকে শিখন্ডি বানিয়ে পার্লামেন্টকে কাসিম বাজার কুটি বানানো হবে, জনগণ আর এ চক্রান্ত ষড়যন্ত্র মানতে প্রস্তুত নয়।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ২০ আগষ্ট '৯২

অবিলম্বে ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ দাবি

---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ ও অথর্ব সংসদ অবিলম্বে ভেঙ্গে দেবার দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশবাসীর জীবন সম্পদ ও ইজ্জতের নূন্যতম গ্যারান্টি দিতে না পারলে জনগণ এ বোঝা বহন করবে কেন? তিনি বলেন, সরকার, দলীয় নেতা নেত্রীদের তা অজানা থাকার কথা নয়। মনা ভাই, রতনসেন প্রাণ দিল, সংসদ সদস্য মেনন গুলীবিদ্ধ হবার পরেও সরকার জনগণকে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের ধারণাও দিতে পারেনি। এ ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা ক্ষমাহীন। তিনি বলেন, এ সকল মর্মান্তিক ও ঘৃণ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্দোষ মানুষের গাড়ি, বাড়ী ও জীবনের উপড় আঘাত আসবে এটাও শুভ লক্ষণ নয়।

দৈনিক মিল্লাত বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর '৯২

একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বাতন্ত্র ও মর্যাদায় মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার পরিবর্তে দিল্লীর ছায়া হিসাবে থাকার প্রবল আকুতিই সরকারের প্রতিটি আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান গতকাল বুধবার দলীয় অফিসে কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভায় বলেন, জাকার্তায় জোট নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কাশ্মীর সমস্যার বিষয়টি উত্থাপন করতে পারলে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জীবন মরণ সমস্যা ফারাক্কা, তালপট্টি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? ইতিপূর্বে বিশ্বধরীত্রী সম্মেলনে দুই দেশের পানিমন্ত্রী মজিদ উল হক ও শুক্লার বৈঠকেও বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল হতাশা ব্যাঞ্জক, দুর্বল ও নতজানুমূলক। তিনি আরো বলেন, একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী হিসাবে স্বতন্ত্র ও মর্যাদায় মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার পরিবর্তে দিল্লীর ছায়া হিসাবে থাকার প্রবল আকুতিই সরকারের প্রতিটি আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ইত্তেফাক রবিবার ১৩ সেপ্টেম্বর '৯২

সরকার বড় গলায় বলেন, তাহারা লাশের রাজনীতি, দুর্নীতি করেন না। ইহা সত্য হইলে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজরা তাহাদের ঘরের মানুষ হইল কি ভাবে

-----শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলিয়াছেন, অবৈধ পন্থায় অনায়াসে বিপুল সম্পদ, ক্ষমতা ও পতিপত্তির মালিক বনিবার সুযোগেই সন্ত্রাস রাজনৈতিক শিল্পকলায় পরিণত হইয়াছে। শুরু হইতেই শাসকেরা প্রতিকার করে নাই, প্রশ্রয় দিয়াছে। তিনি বলেন, নব্বই এর আন্দোলনের সুবাদে কোন ছাত্রনেতা অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ে কাহারা কালো তালিকার ভয় দেখাইয়া ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সর্বস্বান্ত করিয়াছে। ইনসাফ কায়েম করিতে চাইলে তাহাদের তালিকা প্রকাশ করুন। প্রধান বলেন, সরকার বড় গলায় বলেন, তাহারা লাশের রাজনীতি, দুর্নীতি করেন না। ইহা সত্য হইলে

www.pathagar.com

চিহ্নিত দুর্নীতিবাজরা তাহাদের ঘরের মানুষ হইল কি ভাবে। ঘোষিত কালো তালিকাইবা সাদা হয় কিভাবে তিনি গতকাল পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে ছাত্রলীগের প্রতিনিধি সভায় এ কথা বলেন।

ইত্তেফাক বুধবার ২১ অক্টোবর '৯২

ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় বিএনপি র নেতৃত্ব দিল্লীর সেবাদাসদের সাথে হাত মিলাইয়াছে

---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান আসন্ন রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় বিকল্প জাতীয়তাবাদী শক্তির একক কেন্দ্র গড়িয়া তোলার আহবান জানান। তিনি বলেন, ক্ষমতায় টিকিয়া থাকার মরিয়া প্রচেষ্টায় বিএনপি'র নেতৃত্ব দিল্লীর সেবাদাসদের সাথে হাত মিলাইয়াছে। তিনি বলেন, ৯২-এর দমনমূলক অধ্যাদেশ ও ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি বহাল রাখিয়া ক্ষমতাসীনরা এক ফ্যাসিষ্ট সেবাদাস শাসক হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে। একটি দেশপ্রেমিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় দেশবাসীর সামনে গণ-সংগ্রাম ছাড়া আর কোন পথ খোলা নাই। জনাব প্রধান বলেন, চাল, ডাল, কর্ম সংস্থানের ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে না পারিলে কোন তন্ত্রই টিকিবে না। তিনি গত সোমবার দিনাজপুর জেলা জাগপার উদ্যোগে স্থানীয় নাট্য সমিতি হলে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বুধবার ২৩ ডিসেম্বর '৯২

বেগম জিয়ার সরকার নিজেদের পতনকেই অনিবার্য করে তুলেছে ---শফিউল আলম প্রধান

জনাব শফিউল আলম প্রধান গতকাল বিকেলে নারায়নগঞ্জ জেলা জাগপা আয়োজিত এক কর্মী সভায় বলেন, দেশবাসী জানতে চায়, মন্ত্রী ও এমপিদের বেতন ভাতা, পেনশন বৃদ্ধি ছাড়া এই সংসদ ও সরকার জনগণকে কি দিয়েছে? জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক জনগণের সাথে বেঈমানী করে ভারতীয় সেবা দাসদের সাথে হাত মিলিয়ে বেগম জিয়ার সরকার নিজেদের পতনকেই অনিবার্য করে তুলেছে।

ইনকিলাব রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৩

চোরাচালান ও নৈরাজ্যে দেশ ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে -শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, চোরাচালান, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে দেশ ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক দেশের সর্ববৃহৎ চোরাচালানের উল্লেখ করে জনাব প্রধান বলেন, দেশবাসীর বিশ্বাস ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রশ্রয় ছাড়া এ বৃহত্তম চোরাচালানের ঘটনা কখনোই ঘটতে পারে না।

জনাব প্রধান গতকাল পুরানা পল্টনে জাগপা সমর্থিত ছাত্রলীগের এক প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনাব প্রধান বলেন,

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনদের প্রথম হতেই ভারত তোষণনীতির কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

দৈনিক সিল্লাত শুক্রবার ১৯ ফেব্রুয়ারী '৯৩

বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে

---শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্বৈরাচারের দোসর হিসাবে কাজ করছে। তিনি জাগপা কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

দৈনিক সিল্লাত শনিবার ১৩ মার্চ '৯৩

দিল্লীশ্বরীর ক্ষুধা মিটিয়ে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না

---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ভারত তোষণনীতির কারণে দেশ আজ ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। সোনার বাংলা, জীবন বাংলা, নতুন বাংলা, কিছুই হয়নি। কার্যতঃ দেশ আজ 'শ্মশান বাংলায়' পরিণত হয়েছে। 'দেব-দেবীদের' শাসনে, বাকশালতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র অথবা 'গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান হয়নি। আড়াই কোটি মানুষ বেকার, কল-কারখানা লাটে উঠেছে, দুর্নীতি অপসংস্কৃতি, চোরাচালানে দেশ তলিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। কথাবার্তা পরিস্কার, দিল্লীশ্বরীর রাক্ষুসী ক্ষুধা মিটিয়ে বাংলাকে বাঁচানো যাবেনা।

ইত্তেফাক বৃহস্পতিবার ৮ জুলাই '৯৩

এই সরকার চালু থাকিলে দেশ সহসাই সিকিমে পরিণত হইবে ---শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান বলেন, যে সরকার দিল্লী, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এর নিকট নতজানু হয়, সেই সরকার ও সংসদ চালু থাকিলে দেশ সহসাই সিকিমে পরিণত হইবে। আল্লাহ ছাড়া কাহারো দাসত্ব মানে না, এমন এক দেশপ্রেমিক সরকারের শাসনেই শুধু বাংলাদেশ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ৩১ আগস্ট '৯৩

সভা-সমাবেশ স্থলের উপর ভাড়া ধার্যের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন ---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান অবিলম্বে সভা সমাবেশস্থলের উপর ভাড়া ধার্যের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, জনগণ কাহারও রায়ত প্রজা নয়, তিনি বলেন, লড়াই করিয়া জনগণ যে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করিয়াছে তাহাতে হাত পড়িলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করার উপর ভাড়া ধার্যের প্রতিবাদে গতকাল (সোমবার) নগর জাগপা এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে

www.pathagar.com

এবং মিছিল শেষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সামনে এক সমাবেশে জনাব প্রধান বক্তৃতা দিতেছিলেন।

ইনকিলাব শনিবার ৪ সেপ্টেম্বর '৯৩

বিএনপি নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে বিদেশে তাদের প্রভু আছে

----শফিউল আলম প্রধান

গতকাল দলীয় কার্যালয়ে নগর জাগপা ছাত্রলীগ ও মজদুর লীগের যৌথ কর্মী সভায় পার্টি সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, বিএনপির কাউন্সিল অধিবেশনে বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর আশা আকাঙ্খাকে চুরমার করে দিয়েছে। মুখে জাতীয়তাবাদ, কাজে ভারত তোষণ নীতিকে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে ক্ষমতাসীনেরা গদী রক্ষায় দিল্লীর সেবা দাসদের সাথে অশুভ আতাঁত গড়ে তুলেছে। তিনি বলেন, ২৫ সালা গোলামী চুক্তি সম্পর্কে নীরব থেকে , মরণ বাঁধ ফারাক্কা মোকাবেলায় কোন সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা না করে, ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে 'বিদেশে তাদের প্রভু আছে, বন্ধু নেই।'

www.pathagar.com

দৈনিক সিল্লাত বৃহস্পতিবার ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৩

দিল্লীকে খুশি রাখতে বিএনপি সরকার তিন বিঘা চুক্তির নামে দহগ্রাম আঙ্গরপোতার মজলুম জনগণকে ভারতের রায়ত প্রজায় পরিণত করেছে

---শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, দিল্লীর সাথে চুক্তির নামে দহগ্রাম আঙ্গরপোতার আধা স্বাধীন ও আধা ঔপনিবেশিক অবস্থান বাংলার জনগণ মেনে নেবেনা। তিনি তিন বিঘার উপর বাংলাদেশের নিরংকুশ সার্বভৌমত্বের দাবী জানান।

জনাৰ প্রধান বলেন, দিল্লীকে খুশী রাখতে বিএনপি সরকার তিন বিঘা চুক্তির নামে দহগ্রাম আঙ্গরপোতার মজলুম জনগণকে ভারতের রায়ত প্রজায় পরিণত করেছে।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ২ অক্টোবর '৯৩

গোলামী চুক্তি বাতিল না করলে বিএনপি সরকার জনগণের কাছে ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, ২৫ সালা গোলামী চুক্তি বহাল রেখে জাতি কোনদিন স্বাধীন বলে দাবী করতে পারে না। অবিলম্বে গোলামী চুক্তি বাতিল না করলে বিএনপি সরকার জনগণের কাছে ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গতকাল বিকাল ৪টায় গুলিস্থান

www.pathagar.com

গোলাপশাহ মাজার চত্বরে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইনকিলাব রবিবার ৩ অক্টোবর '৯৩

সন্তানহারা মায়ের আহাজারির সামনে দাঁড়িয়ে বেগম জিয়ার সরকারের কি বলার আছে দেশবাসী তা জানতে চায়

--- শফিউল আলম প্রধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গতকাল পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে অবিলম্বে সেনাবাহিনী নামানোর দাবী জানান। তিনি বলেন, সরকার আইন শৃংখলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। চাপে-তদবিরে পুলিশ অসহায়। এ অবস্থায় দেশ চলতে পারে না। তিনি বলেন, অস্ত্র সরবরাহের উৎসমুখে আঘাত হানতে না পারলে দেশ অচিরেই চরম নৈরাজ্যের শিকার হবে। তিনি বলেন, জনগণের জীবন ও সম্পদের নূন্যতম গ্যারান্টি নাই। সন্তানহারা মায়ের আহাজারির সামনে দাঁড়িয়ে বেগম জিয়ার সরকারের কি বলার আছে দেশবাসী তা জানতে চায়।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ২ জানুয়ারি '৯৪

বেগম জিয়ার সরকার শয়তানের বোন

---শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, লাখো বনি আদমের আহাজারি ও রোনাজারি উপেক্ষা করে যে সরকার কোটি টাকার আতশ বাজি ফোটায় সেই সরকার কখনোই দুখী মানুষের সরকার হতে পারে না। তিনি বলেন, অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই হলে বেগম "জিয়ার সরকার শয়তানের বোন"। তিনি বলেন, মন্ত্রীরা সন্ত্রাসে নেতৃত্ব দেয়, এই কি গণতন্ত্রের নমুনা?

ইনকিলাব সোমবার ৩ জানুয়ারি '৯৪

বাংলার দুর্ভাগ্য গদিনশীন হয়েই বেগম জিয়ার সরকার স্বাধীনতার ঝান্ডা দিল্লীর আর্য শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছে

--শফিউল আলম প্রধান

জনাব প্রধান বলেন, ২৫ সালা গোলামীচুক্তি বহাল রেখে যে সরকার দিল্লীর কাছে জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, আমরা সেই নতজানু সরকারের নিকট কোন কিছুর বিচার দাবি করব না। তিনি বলেন, বাংলার দুর্ভাগ্য গদীনশীন হয়েই বেগম জিয়ার সরকার স্বাধীনতার ঝান্ডা দিল্লীর আর্য শাসকদের হাতে তুলে দিয়েছে এর পরিনাম হবে ভয়াবহ।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ২২ মার্চ '৯৪

যে সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজত করতে পারে না, তাদের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই ---শফিউল আলম প্রধান

জনাব শফিউল আলম প্রধান গতকাল দলীয় কার্যালয়ে এক প্রতিনিধি সভায় বলেন, স্বাধীনতার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র "দিল্লী লবি" প্রথম থেকে একটি চিহ্নিত অপশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে দেশকে ধ্বংসের কিনারায় দাঁড় করিয়েছে। এই লবির গুরুদের দেশবাসী চেনে। প্রয়োজনে তাদের যোগসাজশ ও চক্রান্তসহ নামের তালিকাও প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, যে সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজত করতে পারে না, তাদের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ১৪ জুলাই '৯৪

ওয়াদা ভঙ্গ ও মোনাফেকীই হচ্ছে বিএনপির ইতিহাস ---শফিউল আলম প্রধান

জাগপার সভাপতি জনাব শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, ওয়াদা ভঙ্গ ও মোনাফেকীই হচ্ছে ক্ষমতাসীন বিএনপির ইতিহাস। অর্থমন্ত্রীদের ফারাক্কার ধ্বংসলীলা দেখানোর পরিবর্তে চিহ্নিত এনজিওদের কাশিমবাজার কুটি পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরকার কতটুকু নতজানু তা বুঝতে কারো বাকি নেই।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত মঙ্গলবার ১৮ অক্টোবর '৯৪

এমন ব্যর্থ অযোগ্য ও নতজানু সরকার অতীতে কখনো দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেনি

----শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, নিছক ক্ষমতা লিপ্সায় যারা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপকে আমন্ত্রণ জানায় তারা কখনোই দেশ ও জাতির মিত্র হতে পারেনা। তিনি বলেন, এমন ব্যর্থ অযোগ্য ও নতজানু সরকার অতীতে কখনো দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেনি।

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ১৭ মার্চ '৯৫

বেগম খালেদা জিয়া সরকার ভারত বন্ধুদের স্বার্থ রক্ষা করতে স্বদেশী হাট, বাজার, শিল্প, ব্যবসা, কৃষিতে লালবাতি জ্বালিয়েছে --- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভায় শফিউল আলম প্রধান বলেন, বেগম খালেদা জিয়া সরকার ভারত বন্ধুদের স্বার্থ রক্ষা করতে স্বদেশী হাট, বাজার, শিল্প, ব্যবসা, কৃষিতে লালবাতি জ্বালিয়েছে।

সভায় আরো বলা হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই, এম, এফ এর পরামর্শে রেশনিং ব্যবস্থা বাতিল ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলার কারণে প্রয়োজনীয় চাল, সার, বিতরণে দেশ নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। এখন দেশবাসীর বুকে গুলি চালিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজলে ক্ষুধার অনল ক্ষমতাসীনদের তখতেতাউস জ্বালিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ৭ এপ্রিল '৯৫

খালেদা জিয়ার মন্ত্রী এমপি ও তাদের আত্মীয় স্বজনরা দুর্নীতি অবাধ লুটপাটে লিপ্ত। সার সংকট সৃষ্টি করে দেশে দূর্ভিক্ষ আনা হচ্ছে

--- শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, খালেদা জিয়ার মন্ত্রী এমপি ও তাদের আত্মীয় স্বজনরা দুর্নীতি অবাধ লুটপাটে লিপ্ত। সার সংকট সৃষ্টি করে দেশে দূর্ভিক্ষ আনা হচ্ছে। দেশের খাদ্য বাজারও ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

দৈনিক মিল্লাত বৃহস্পতিবার ১৯ অক্টোবর '৯৫

উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য ক্ষমতাসীনরাই দায়ী হবেন

---শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান এক বিবৃতিতে বলেছেন, চলমান আন্দোলনে উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতির জন্য ক্ষমতাসীনরাই দায়ী হবেন। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটকে বেগম খালেদা জিয়া যতই অবহেলা ও অগ্রাহ্য করুক না কেন বেড়ার আগুন চালে লাগতে বেশী বিলম্ব নাই। তিনি মোকাবেলার পথ পরিহার করে সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগের আহবান জানিয়ে বলেন, ঈশান কোনে অশনি সংকেত। বাতাসে বারুদের গন্ধ।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম '৯৫

প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার সাথে জড়িত এর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে সরকার জিয়া হত্যার বিচারের পরিবর্তে মঞ্জুর হত্যার বিচার চাচ্ছে

----শফিউল আলম প্রধান

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত জনসভায় শফিউল আলম প্রধান বলেন, বেগম জিয়া দেশটাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে ১৪ বছর পেছনে নিয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার সাথে জড়িতদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে সরকার জিয়া হত্যার বিচারের পরিবর্তে মঞ্জুর হত্যার বিচার চাচ্ছে। তিনি বলেন সার, পেট্রোল, পানি, কাগজ সব সংকট সমাধানের জন্য এ সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

ইনকিলাব

শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি '৯৬

দিল্লীর মর্জি ও বেগম খালেদা জিয়ার খেয়াল খুশী পূরণের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হবে

--- শফিউল আলম প্রধান

শফিউল আলম প্রধান আজকের অর্ধ দিবস হরতালের কর্মসূচী সফল করে তোলার আহবান জানিয়ে বলেছেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। রুটি, রুজি ও ভোটাধিকার কায়েমের সংগ্রাম। তিনি বলেন, দিল্লীর মর্জি ও বেগম খালেদা জিয়ার খেয়াল খুশী পূরণের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হবে। গরু ছাগলের মত ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে

www.pathagar.com

হাতে পায়ে দড়ি পরানো হবে। শিক্ষক ও ছাত্রীরা লাঞ্চিত হবেন এ অবস্থা কোন বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬

খালেদার অবৈধ সরকার দেশ শাসনের সকল নৈতিকতা ও কর্তৃত্ব হারিয়েছে

----শফিউল আলম প্রধান

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম বলেন, খালেদার অবৈধ সরকার দেশ শাসনের সকল নৈতিকতা ও কর্তৃত্ব হারিয়েছে। নজীর বিহীন তামাশার নির্বাচনের মাধ্যমে ১৫ই ফেব্রুয়ারী গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। এখন সংবিধানের দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। এর পরেও দমন নিপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করলে পরিনতি হবে ভয়াবহ।

www.pathagar.com

পীর চরমোনাই পীর

দৈনিক মিল্লাত সোমবার ২৬ আগষ্ট '৯১

দেশে মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা এখন এক কঠিন ব্যাপার

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রধান মূখপাত্র চরমোনাইর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম লিখিত বক্তব্যে জানান, দেশে বর্তমানে অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির মারাত্মক বৃদ্ধি ঘটেছে। এর প্রভাবে নগ্ন সাহিত্য ও উলঙ্গ ছায়াছবি দেদার আমদানি ও অসামাজিক কার্যকলাপে ছেয়ে গেছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে খুন, ভোট ছিনতাই, গণপিটুনী, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও লাঞ্চিতকরনসহ গোটা দেশ এখন নৈরাজ্যে ভরে গেছে। দেশে মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা এখন এক কঠিন ব্যাপার। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে ভূমিহীন ও বাস্তুহারাসহ নির্যাতিত মানুষ কৃষক শ্রমিকের অবর্ণনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। লুটেরা, লাইসেন্স পারমিট শিকারী, মুনাফা খোর

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ৭ অক্টোবর '৯১

সরকার জাতির আশা পূরণে ব্যর্থ হইয়াছে

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা হজরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীরসাহেব চরমোনাই এক বিবৃতিতে বলেন, বিএনপি সরকার জাতির আশা-আকাংক্ষা পুরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।

দৈনিক জনতা মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল '৯২

ইসলামের নামে ক্ষমতায় এসে সংসদে বিএনপি'র সংসদগণ মদপান জায়েজ করে নিয়েছে

---চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা চরমোনাইয়ের পীর ফজলুল করিম বলেছেন, বিএনপি অতীতের অন্যান্য দলের মত ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতায় এসেছে আর জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে। ইসলামের নামে ক্ষমতায় এসে সংসদে বিএনপি'র সাংসদগণ মদ, নাচ, গান জায়েজ করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক জনতা শুক্রবার ২৪ এপ্রিল '৯২

বিএনপি'র ভ্রান্তনীতিতে দেশে আজ সন্ত্রাস হানাহানি ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে ----চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা চরমোনাইয়ের পীর ফজলুল করিম বলেছেন, বিএনপি'র ভ্রান্তনীতির কারণে দেশের অর্থনীতি আজ ভেঙ্গে পড়েছে। সর্বত্র সন্ত্রাস হানাহানি ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর '৯২

এই দেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রধান ও চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলিয়াছেন, দেশে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নাই। এই দেশ মানুষ বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। গতকাল সোমবার বরিশালে এক সুধী সমাবেশে বক্তৃতাকালে পীরসাহেব এ কথা বলেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী শনিবার ১৯ জুন '৯৩

সরকার মোনাফেকী ও ধোকাবাজির রাজনীতি করছে

--- চরমোনাই পীর

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, হাজীদের সাথে দূর্ব্যবহার ও গণবিরোধী বাজেট প্রণয়ন করে সরকার মোনাফেকী ও ধোকাবাজির রাজনীতি করছে।

চরমোনাই পীর বলেন, গদি রক্ষা ও কতিপয় ধনী মানুষের জন্যে এ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে গরীব কৃষক, মেনহতী মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। এ বাজেট আমরা মেনে নিতে পারি না। যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যে বাজেটে নেই, সেই বাজেটের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, ধর্মমন্ত্রীর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ২৪ জুন '৯৩

সরকারি অব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের হাজীরা তাদের ইবাদত সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি

--- চরমোনাই পীর

চরমোনাই পীর সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেছেন, এবারের হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় আমলার সীমাহীন সেচ্ছাচারিতা ও অযোগ্যতার জন্যে বাংলাদেশের হাজী ক্যাম্পে হাজীদের বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দশার শিকার হতে হয়েছে। পবিত্র স্থান সমূহেও তাদের শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরকারি অব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের হাজীরা

www.pathagar.com

তাদের ইবাদত সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। তিনি বলেন, বাড়ি ভাড়ার নামে হাজীদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত কোটি কোটি টাকা নেয়া হয়েছে তা ফেরৎ দিতে হবে প্রত্যেক হাজীকে। অন্যথায় এ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

দৈনিক মিল্লাত শনিবার ২১ আগস্ট '৯৩

বর্তমান দেশের যে অবস্থা তা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র ও চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন, বর্তমান দেশের যে অবস্থা তা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে।

মাওলানা ফজলুল করিম বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ বর্বর হলেও তখন বেশকিছু নিয়মনীতি ছিল। তখনকার সময়ে কেউ আত্মসমর্পণ করলে তার উপর আর অস্ত্র চালানো হতো না। তিনি বলেন, সে সময়েও নারী নির্যাতন হতো তবে বর্তমানে যেভাবে নারী নির্যাতন চলছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক শুক্রবার ১৩ আগস্ট '৯৩

বর্তমান সরকারের আমলে নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা চরমোনাইর পীর সাহেব আলহাজ্ব সৈয়দ ফজলুল করিম গত বুধবার নগরীর ফুলবাড়ী গেট থানা শাখা অফিস উদ্বোধনকালে বলেন, এরশাদ সরকারের আমলের চাইতে বর্তমান সরকারের আমলে নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্ত্রাস, ধর্ষণ, খুন, লুট-পাট, অসামাজিক কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইত্তেফাক রবিবার ২২ আগষ্ট '৯৩

বিএনপি সরকার মূলতঃ আল্লাহর সাথে গাদ্দারী করছে ----চরমোনাই পীর

হজ্ব মিশনের দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে অন্যথায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। গতকাল সকালে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

পীর সাহেব চরমোনাই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত উপস্থিত হাজীদের উদ্দেশে অত্যন্ত দুঃখ দুর্দশার কথা মনে করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার হাজীদের শারীরিক, আর্থিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে মূলতঃ আল্লাহর সাথে গাদ্দারী করেছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব শুক্রবার ১৫ অক্টোবর '৯৩

বিএনপি সরকার ইচ্ছা করেই সন্ত্রাসসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে, যাতে ঘোলা পানিতে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যায় ----চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ঢাকা মহানগরী আয়োজিত এক জনসভায় গতকাল মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, বর্তমান সরকার নিজেদের জবাবদিহিমূলক সরকার বলে দাবী করেছেন। কিন্তু বিএনপি সরকার ইচ্ছা করেই সন্ত্রাসসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে। যাতে ঘোলা পানিতে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যায়। তারা ইচ্ছে করেই ছেলেদের বেকার রেখে সন্ত্রাসের বীজ বপন করছে। মিল কল কারখানা বাড়ানোর কথা বলে সে সব বন্ধ করে দিচ্ছে। তারা দেশকে বেকারের রাজ্যে পরিনত করছে।

পীর সাহেব বলেন, দেশে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা না থাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে। তিনি বলেন, অন্যায় ও সন্ত্রাস করে ধরা পড়লে যদি সরকারী দলে যোগ দেওয়ার ওয়াদা করা যায়, তবে তার আর বিচার হয় না। তিনি বলেন, রাশেদ খান মেননের মত রাজনীতিকদের ওপর গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হলেও এই অপচেষ্টাকারীদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া কোন মানুষের কাজ নয়। প্রকৃত পক্ষে সকল সন্ত্রাসের লালন ও পালন কর্তা কয়েকদিন আগেও ছাত্রদলের দু'গ্রুপ রাইফেল নিয়ে গোলাগুলি করেছিলো। তাদের আজো বিচার হয়নি।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ১৬ জানুয়ারি '৯৪

দেশ ক্রমান্বয়ে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে ---চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাই পীর সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেছেন, বর্তমান সরকার ফারাক্কা প্রসঙ্গ জাতিসংঘে উত্থাপন করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু মরনফাঁদ ফারাক্কার ব্যাপারে বাস্তবে কোন পদক্ষেপই নিতে পারেননি। তিনি বলেন, মিল-কারখানা বন্ধ করে দেয়ায় দেশ ক্রমান্বয়ে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গবার ১২ এপ্রিল '৯৪

বিএনপি সরকার গণধিক্কৃত স্বৈরাচারী ও অযোগ্য সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র চরমোনাই এর পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন, বিএনপি সরকার গণধিক্কৃত স্বৈরাচারী ও অযোগ্য সরকারে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এমন কোন অপকর্ম নেই যা এ সরকার করছে না। সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য পীর সাহেব আপামর জনসাধারণকে আহবান করেন।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ২৩ এপ্রিল '৯৪

বিএনপি সরকার জনগণেরতো নয়ই, এ দেশের সরকারও নয়, ভারতের সরকার --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম, সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বিএনপি সরকার জনগণেরতো নয়ই, এ দেশেরও সরকার নয়। ভারতের সরকার। মাগুরার উপ-নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে গতকাল শুক্রবার বায়তুল মোকাররমের উত্তরগেটে তিনি বক্তৃতা করছিলেন।

মাগুরার উপ-নির্বাচনে কথিত ভোট ডাকাতি, নির্বাচন বিধি লংঘন ও কালো টাকার ছড়াছড়ির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এরশাদ যদি সন্ত্রাসী স্বৈরাচারী হয়ে থাকে তবে বর্তমান সরকার তার চাইতে কম কিসে?

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ৭ জুলাই '৯৪

সরকার শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন নীতি গ্রহণ করেছে ---চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম, (পীর সাহেব চরমোনাই) দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ইসলাম ও স্বাধীনতা বিরোধী কর্তৃক দাড়ি-টুপীদের উপড় নগ্ন হামলা, ইসলাম ও ঈমান আকীদা বিরোধী বক্তব্য এবং সরকারের সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী চক্র ও ভারতীয়দের নিকট নতিস্বীকারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সরকার

www.pathagar.com

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নীতির পরিবর্তে শিষ্টের দমন দুষ্টের পালন নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষ সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১ অক্টোবর '৯৪

দেশ আজকে ভারতীয় বাজারে পরিণত হয়েছে

--- চরমোনাই পীর

চরমোনাইর পীর ও সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী মাওলানা ফজলুল করিম বলেছেন, বর্তমান এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। কেন না এই সরকারের আমলেই নাস্তিক ও মুরতাদরা ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ সবচেয়ে বেশী করছে।

তিনি গতকাল শুক্রবার সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেছেন।

চরমোনাইর পীর বলেন, দেশ আজকে ভারতীয় বাজারে পরিণত হয়েছে।

জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার বিসমিল্লাহ বলে ক্ষমতায় এসেছে এখন নাউজুবিল্লাহ বলে বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। তিনি বলেন, এই জালিম সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে।

www.pathagar.com

এ সরকার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে --- চরমোনাই পীর

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়কারী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল করিম পীর চরমোনাই বলেছেন, বর্তমান সরকার মুসলমানদের সরকার নয়। এই সরকার আমেরিকা ও ভারতের দোসর। এ সরকার ইসলামের কথা বলে জনগণকে ধোকা দিচ্ছে। এর অধীনে ইসলাম ও গণতন্ত্র নিরাপদ নয়।

ভোরের কাগজ

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে ঘুস ও দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস হত্যা, জুলুম সুদ, ঘুস ও দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছে। এ সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণ এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশবাসী এ সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত ১৪ অক্টোবর '৯৫

বিএনপি দেশ ও জনগণের উভয়ের দুশমন। এই সরকারের হাতে কোন কিছুই নিরাপদ নয়

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম পীর চরমোনাই বলেছেন, সরকার এখন বলছে হরতালে জনগণের দূর্ভোগ বাড়ে, অর্থনীতির ক্ষতি হয়, অথচ বিএনপি এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এর চেয়ে বেশী হরতাল করেছে। সে সময়ে ক্ষমতায় যাবার জন্য বিএনপির কাছে হরতাল জায়েজ ছিল। আজকে গদি রক্ষার্থে হরতাল নাজায়েজ হয়েছে। তিনি বলেন, দেশ বিক্রীকারী গদিলোভী এই সরকারকে জনগণ আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। তিনি বলেন, বিএনপি দেশ ও জনগণের উভয়ের দুশমন। এই সরকারের হাতে কোন কিছুই নিরাপদ নয়।

ইত্তেফাক সোমবার ১৩ নভেম্বর '৯৫

জিয়াউর রহমানের ভাঙ্গা সুটকেস হইতে আজ কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাহির হইতেছে

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রধান চরমোনাইর পীর মাওলানা ফজলুল করিম বলিয়াছেন, বিএনপি সরকারের দুঃশাসনে দেশে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। দেশবাসীর জীবনযাত্রা আজ বিপর্যস্ত। তিনি রাজনৈতিক সংকট

www.pathagar.com

নিরসনে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানান।

চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন, বর্তমান সরকারের দুর্নীতি সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। জিয়াউর রহমানের ভাঙ্গা সুটকেস হইতে আজ কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাহির হইতেছে। তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন, এই দলটি ইসলামের নামে দেশে খুন ও সন্ত্রাসের রাজনীতি চর্চা করিতেছে।

বাংলার বাণী শনিবার ৩০ ডিসেম্বর '৯৫

ক্ষমতার মোহে অন্ধ বিএনপি দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়কারী চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেছেন, ক্ষমতার মোহই সকল সংকটের মূল কারণ।

চরমোনাইয়ের পীর, ক্ষমতাসীন বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন, ক্ষমতার মোহ পরিহার করে সংকট সমাধান করুন। অন্যথায় বিএনপিকে ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে সারা দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলার বাণী বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি '৯৬

সরকার জাতির সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপে মেতে উঠেছে

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাই বলেছেন, নির্বাচনী তফসীল পরিবর্তনের নামে সরকার জাতির সাথে অমার্জনীয় ঠাট্টা বিদ্রুপে মেতে উঠেছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিএনপি সরকার চায়না দেশে অর্থবহ নির্বাচন হোক।

ইত্তেফাক শুক্রবার ৫ জানুয়ারি '৯৬

সরকার দেশে অর্থবহ নির্বাচন চায় না

--- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ ফজলুল করিম গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, নির্বাচনী তফসিল পরিবর্তনের নামে সরকার জাতির সহিত ঠাট্টা বিদ্রুপে মাতিয়া উঠিয়াছে। সরকার চায় না দেশে অর্থবহ নির্বাচন হোক।

www.pathagar.com

ইত্তেফাক সোমবার ৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬

বিএনপি সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম গতকাল এক বিবৃতিতে দেশের ক্রমাবনতিশীল সংঘাতময় পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, বিএনপি সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। দেশের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হইতেছে।

সরকার ছাত্র জনতার রক্ত ঝরাইয়া নীল নকশার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বিদেশী প্রভূদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে চাহিতেছে।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ৮ এপ্রিল '৯৬

এই সরকার ধর্মের উপকারতো করেইনি বরং ক্ষতি করেছে --- চরমোনাই পীর

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিবাজ, মোনাফেক, ওয়াদাভংগকারী। এর ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। কারণ ক্ষমতায় আসার পূর্বে তারা যে ওয়াদা করেছিল, তা রক্ষা করতে পারেনি। বিসমিল্লাহ বলে তারা ক্ষমতায় আসলেও ক্ষমতায় এসে ধর্মের উপকার তো করেনি বরং ক্ষতি করেছে।

চরমোনাইর পীর বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেকারত্ব কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমেনি। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশও ফিরে আসেনি। দুর্নীতি দমনের পরিবর্তে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হয়নি।

www.pathagar.com

মাওলানা আজিজুল হক

বাংলার বাণী শনিবার ৬ জুন '৯২

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার ভারতের সেবাদাস

---শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ প্রধান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ক্ষমতাসীন সরকারকে ভারতের সেবাদাস বলে চিহ্নিত করেছেন। বিএনপি জনগণকে অনেক মুখরোচক ওয়াদা করে ক্ষমতায় আসলেও আজ সর্বত্রই এদের ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার আজ আই এম এফ সহ দাতা অর্থনৈতিক ও দাতা দেশসমূহের হাতে ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকালে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে আয়োজিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় আমীর হযরত মাওলানা আবদুল গাফফার।

বাংলার বাণী শনিবার ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৩

বিসমিল্লাহর সরকার বিরোধীদলের উপর গুলি ও লাঠিপেটা করছে

---শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

খেলাফত মজলিস অভিভাবক পরিষদের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, বিসমিল্লাহর সরকার বিরোধীদলের উপর

www.pathagar.com

তিনি বলেন, এ ধরণের কার্যকলাপ দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী করার শামিল।

শায়খুল হাদীস সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস বন্ধে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জনান।

জনকণ্ঠ রবিবার ১৭ অক্টোবর '৯৩

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস, মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা দেশকে আজ রসাতলে ঠেলে দিচ্ছে

----শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

খেলাফত মজলিস অভিভাবক পরিষদ চেয়ারম্যান মাওঃ আজিজুল হক যশোরের দাড়টানা ঈদগাহ মাঠের সমাবেশে বলেছেন, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাস, মানুষের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা দেশকে আজ রসাতলে ঠেলে দিচ্ছে। প্রকৃত অপরাধীদের ছেড়ে দিয়ে নিরাপরাধ লোকদের ধরা হচ্ছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৩ জুলাই '৯৪

বিসমিল্লাহের নামে ক্ষমতায় এসে সরকার সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করছে ইসলামের পক্ষ শক্তিকে

--- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে আলেম ওলেমা ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের ওপর যেভাবে নির্যাতন ও হয়রানি চলছে অতীতে এর কোন নজীর নেই। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তিনি রেজিষ্ট্রি মাঠে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

শায়খুল হাদিস বর্তমান সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিসমিল্লাহের নামে ক্ষমতায় এসে সরকার নাস্তিক মুরতাদদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করছে ইসলামের পক্ষ শক্তিকে।

তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সরকার নাস্তিক মদত দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৪

দেশের স্বাধীনতা এ সরকারের হাতে নিরাপদ নয়

--- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

গতকাল মঙ্গলবার ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে জোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। দেশের

www.pathagar.com

গুলি ও লাঠিপেটা করছে। শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, লং মার্চে গুলি চালিয়ে ইসলামী জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকালে ডেমরা গুদারাঘাটে এক শ্রমিক সমাবেশে তিনি একথা বলেন।

দৈনিক সিল্লাত রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৩

বিএনপি সরকার এদেশের আলেম পীর মাশায়েখদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন

--- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ও মোরতাদদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা না করে বিএনপি সরকার এদেশের আলেম পীর মাশায়েখদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে ইসলামের পূনর্জাগরণ ঠেকানো যাবে না। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। সন্ত্রাস ও দাঙ্গাবাজি ইসলামী আন্দোলন নয়। যারা এটা করে তারা সঠিক ভাবে ইসলামকে অনুসরণ করে না।
শায়খুল হাদিস বলেন, এসরকারের কথা ও কাজে মিল নেই। জনগণের সরকার বলে নিজেকে জাহির করে তৌহিদী জনতার মিছিলেও গুলী করতে পিছপা হয় না। এ সরকার গুলী ও বুলির সরকারে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সিল্লাত মঙ্গলবার ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯৩

এ সরকার ক্রমেই নিজেকে গণবিরোধী গণবিচ্ছিন্ন করে ফেলছে --- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, যেখানে কৃষকেরা ধান পাটের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত, কলে কারখানায় শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত, বেকার যুবকেরা চাকরি না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ ঠিক সেই মুহুর্তে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর কষ্টার্জিত অর্থ অনুৎপাদনশীল ও অনৈসলামিক খাতে ব্যয় করে এ সরকার ক্রমেই নিজেকে গণবিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। শায়খুল হাদিস বলেন, নির্বাচনের আগে আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, ইসলামের হেফাজতকারী বলে নিজেকে জাহির করে ক্ষমতায় এসে এই কি বিএনপির দেশে ইসলামী মূল্য বোধ প্রতিষ্ঠার নমুনা? বিএনপির শাসনামলে প্রতিপক্ষকে নানাভাবে নাজেহাল, মানবিক মূল্যবোধ ও মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত, শান্তি পূর্ণ লংমার্চের জিকিরের মিছিলে গুলীবর্ষন এবং কৃষি ও শিল্প মেলার নামে মদ জুয়া ও হাউজির অবাধ অনুমতি প্রদান ইসলামী জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

দৈনিক সিল্লাত শুক্রবার ১ অক্টোবর '৯৩

সরকার বিসমিল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করছে --- শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসে সরকার এখন এর বিরুদ্ধাচারন করছে। মহল বিশেষের যোগসাজশে এদেশে ইসলামী গণজাগরণ স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

অর্থনীতিও আজ ভারত ও বিশ্ব ব্যাংকের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় দেশের অস্তিত্ব আজ হুমকীর সম্মুখীন। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বর্তমান সরকারের হাতে নিরাপদ নয়।

ভোরের কাগজ শনিবার ৬ আগষ্ট '৯৪

বিদেশে বিএনপি সরকারের বন্ধু নেই প্রভু আছে

----শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক বলেছেন, এই সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে লাভ নেই, তারা দাবি মানবে না। তাই আজ থেকে সরকার উৎখাতের আন্দোলন শুরু হলো। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবো না। বিদেশে বিএনপি সরকারের বন্ধু নেই প্রভু আছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে তিনি বলেন, মোনাফেক ধোকাবাজরা ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৭ আগষ্ট '৯৪

সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করুন।

----শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের অভিভাবক পরিষদের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার

www.pathagar.com

বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার আহবান জানিয়ে এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন, জাতি আজ এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করছে। একদিকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং অন্যদিকে জনগণের ধর্মীয় চেতনা বিনষ্ট করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এমতাবস্থায় দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল জনগণ কোন ক্রমেই চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এ সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আজ দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের।

www.pathagar.com

ফজলুল হক আমিনী

দৈনিক সিল্লাত বৃহস্পতিবার ৪ ফেব্রুয়ারি '৯৩

দেশে ইসলাম বিদ্বেষীরা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে --- মুফতি ফজলুল হক আমিনী

বর্তমান সরকার বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার পর দেশে ইসলাম বিদ্বেষীরা যেভাবে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

বিটিভিতে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচারিত 'উঠোন' নাটকে আমজাদ হোসেন যেভাবে ইসলাম, মুসলমান ও দাড়ি টুপি নিয়ে বিদ্রুপাত্মক চিত্র তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়েছে তা এদেশের ইসলামপ্রিয় প্রতিটি নাগরিকের মারাত্মকভাবে আহত করেছে।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ৭ জুলাই '৯৪

সরকার আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে ---মুফতি ফজলুল হক আমিনী

মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, সরকার আমাদের কর্মীদের গ্রেফতার, হয়রানি ও নির্যাতন চালিয়ে আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে। এর পরিনতি মারাত্মক ভয়াবহ হবে। গতকাল (বুধবার) বাদ জোহর কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সিলেট থেকে আগত একদল ইসলামী আন্দোলনের নেতা-

www.pathagar.com

কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, সরকার একটি সামান্য অজুহাত খাড়া করে সিলেটের শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামাদের যেভাবে হয়রানি করছে সিলেটের আলেমদের নামে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, প্রায় শতাধিক আলেম, মাদ্রাসার ছাত্র, দ্বীনদার জনতাকে এই আইনে জেলখানায় প্রেরণ করার মত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

সন্ত্রাস দমন আইনের মামলা মাথায় নিয়ে শীর্ষস্থানীয় আলেমরা আজ আত্মগোপন করে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তিনি বলেন, শুধু সিলেট নয়, মোমেনশাহী, নেত্রকোনা, নরসিংদী, চট্টগ্রামসহ সারাদেশেই আজ আমাদের কর্মীরা নির্যাতনের শিকার। তিনি বলেন, বারবার দাবী করা সত্ত্বেও সরকার আমাদের দাবীর প্রতি কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না।

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১০ সেপ্টেম্বর '৯৪

বিসমিল্লাহ বলে যে জাতি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আউয়ুযুবিল্লাহ বলে আবার তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে

----মুফতি ফজলুল হক আমিনী

মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, ইসলামী হুকুমত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। আমরা লং মার্চ করেছি। হরতাল করেছি। সংসদ ভবন ঘেরাও করেছি কিন্তু সরকার আমাদের দাবীর ব্যাপারে নিশ্চুপ।

তিনি বিএনপিকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দাবীদাওয়া পাশ কাটিয়ে ভিনদেশী উচ্ছিষ্টভোগীদের পোষার ফল তারা পাবেই। বিসমিল্লাহ বলে যে জাতি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আউয়ুযুবিল্লাহ বলে আবার তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১৭ সেপ্টেম্বর '৯৪

আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি

---মুফতি ফজলুল হক আমিনী

ইসলামী মোর্চার মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, যে আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি।

সমাবেশে মুফতি ফজলুল হক আমিনী আরো বলেন, বর্তমান সরকার জুলুম নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। জুলুম করে গ্রেফতার পরোয়ানা জারী করে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না, সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই। তাদের পতন হবেই হবে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ২ জানুয়ারি '৯৫

অযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে

-- মুফতি ফজলুল হক আমিনী

সম্মিলত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, বর্তমান অযোগ্য, অথর্ব সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। এ লড়াইয়ে আমরা বিজয়ী হবোই। মুফতী আমিনী বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কট শাসকগোষ্ঠীর দেশ পরিচালনায় চরম অযোগ্যতার কারণেই দেখা দিয়েছে। এ সঙ্কট একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আদর্শহীনতার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ২০ জুন '৯৫

সরকার দেশ পরিচালনার বৈধতা হারিয়েছে

--- মুফতি ফজলুল হক আমিনী

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, দেশ অতি দ্রুতগতিতে এক মহাসংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকট চতুর্মুখী। রাজনৈতিক, সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক। সামাজিক সর্বক্ষেত্রে চরমনৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচারিতা, উদাসীনতা অপরিপক্কতা অপরিনামদর্শিতা এমনভাবে বিরাজ করছে যার ব্যাখ্যা করার ভাষা নেই। এতে করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিএনপি সরকার দেশ পরিচালনায় বৈধতা অনেক আগেই হারিয়েছে সাংবিধানিক বৈধতাও হারিয়ে ফেলেছে।

দৈনিক মিল্লাত রবিবার ৮ অক্টোবর '৯৫

সরকার উৎখাত ছাড়া স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না

---মুফতি ফজলুল হক আমিনী

উলামা কমিটির চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, এ সরকারের বিরুদ্ধে ৩২ কিংবা ৯৬ ঘন্টা হরতাল করে কোন লাভ হবে না। তিনি আরো বলেন, ইসলামী বিরোধী এই সরকার পতনে বছরে চার মাস লাগাতার হরতাল করতে হবে। উলামা কমিটি আহুত সপ্তাহের প্রথম দিনে গতকাল শনিবার লালবাগ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত এক দোয়ার মাহফিলে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসুল(সাঃ) ও কোরানের বিরুদ্ধবাদীদেরকে এই সরকার অধিকহারে পদোন্নতি দিচ্ছে। সরকারের

www.pathagar.com

রক্তে ইসলাম বিরোধী ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। সরকারের আর কোন সংশোধনের পথ খোলা না থাকায় সরকারকে সমূলে উৎখাত করা ছাড়া ইসলাম ও এদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।

দৈনিক সিল্লাত সোমবার ৯ অক্টোবর '৯৫

বন্যা নিয়েও সরকার রাজনীতি করছে

--- মুফতি ফজলুল হক আমিনী

উলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী দেশের উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বন্যার্ত মানুষ আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি সরকার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার রাজনীতি নিয়ে মশগুল আছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা ত্রাণ তৎপতার নামে পকেট ও চর্বি ভারি করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। দেশের জনগণের ভাল মন্দের চিন্তা ভাবনা করার সময় সুযোগ তাদের কোথায়?

www.pathagar.com

বাংলার বাণী মঙ্গলবার ১৯ ডিসেম্বর '৯৫

ক্ষমতা হারানোর মুহূর্তে বিএনপি সরকারের কার্যকলাপ থেকে মনে হচ্ছে তারা দিগবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে

--মুফতি ফজলুল হক আমিনী

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিব উলামা কমিটির চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, সরকার রাজনৈতিক সংকটকে দীর্ঘায়িত করে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুফতি আমিনী বলেন, সারাদেশের বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনাগুলো এ আশংকা আরো পরিস্কার করে তুলেছে। ক্ষমতা হারানোর মুহূর্তে বিএনপি সরকারের কার্যকলাপ থেকে মনে হচ্ছে তারা দিগবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। বিএনপি সন্ত্রাসী মাস্তানরা দেশ জুড়ে আজ তান্ডব লীলা চালাচ্ছে। কিন্তু জনগণ কাউকে ক্ষমা করবে না।

ইনকিলাব শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি '৯৬

রমজান মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার আবার প্রমাণ করলো যে, ইসলামী মূল্যবোধের জন্য বিন্দুমাত্র মর্যাদা তাদের কাছে নেই

--- মুফতি ফজলুল হক আমিনী

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইনকিলাব শুক্রবার ২ জুলাই '৯৪

তাঁত শিল্পের হাল অবস্থা

---সম্পাদকীয়

এ দেশের তাঁত শিল্প এবং তাঁতীদের হাল অবস্থা অবণনীয়। লাখ লাখ তাঁত ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং হাজার হাজার তাঁতী সম্পূর্ণরূপে বেকার হয়ে পড়েছে। তাঁত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক বিপর্যস্তকর অবস্থার পুনরুদ্ধারকল্পে এ পর্যন্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেও তা কার্যকর হয়নি। তবু তাঁতীরা বেঁচে থাকার তাগিদে প্রাণপণ কোশেশ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সংযুক্ত তাঁতী সমিতির উদ্যোগে ঝালকাঠি সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে তিন দিনব্যাপী "তাঁত শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেমিনারে বক্তাগণ তাঁত শিল্প ও তাঁতীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন যে, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ৪০ লাখ তাঁতী পরিবার আজ দিশেহারা অহেতুক তাদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং পুলিশী হয়রানি ভোগ করতে হচ্ছে। বহু তাঁতী হয়রানি ও চাপের মুখে স্বীয় পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাঁতীদের সহজ শর্তে ঋণদানের আহবান জানানো হয়।

দেশের প্রধান তাঁত এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবর আরো করুণ এবং হৃদয়বিদারক। হস্তচালিত তাঁত ও পাওয়ার লুমের তৈরি কাপড় প্রায় ক্ষেত্রেই না-কি লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে। ফলে, ইতোমধ্যেই দেশের ৪০ হাজার পাওয়ার লুমের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বন্ধ হয়ে গেছে। অপর দিকে, ৯০ ভাগ তাঁত শিল্প অচল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে দেশের সুতাকল আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি, দেশের ডাইং ফ্যাক্টরীগুলো অচল হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

সীমাহীন দুর্ভোগ

---সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিককালে বিদ্যুৎজনিত সীমা বহির্ভূত মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিদ্যুতের বিশাল ঘাটতিই এ দুর্ভোগের কারণ। ঘাটতি মোকাবিলার জন্য কর্তৃপক্ষ লোড শেডিং-এর মহাজন পন্থা অনুসরণ করছে। গত সোমবার থেকে রাজধানীসহ সারা দেশে ৫০০, মেগাওয়াটের লোড শেডিং চলছে। এর মধ্যে ঢাকায় ১০০ মেগাওয়াট, দক্ষিণাঞ্চলে ৯৯ মেগাওয়াট এবং উত্তরাঞ্চলে ৮৫ মেগাওয়াট লোড শেডিং হচ্ছে। এই সঙ্গে বিভিন্ন জেলার চাহিদা ও বন্টনভিত্তিক লোড শেডিং বহাল আছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা গেছে, দেশের মোট ২৮টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে ঘোড়াশালে ২টি ইউনিট, আশুগঞ্জে ২টি ইউনিট, কাপ্তাইয়ে ২টি ইউনিট এবং গোয়ালপাড়ার ২টি ইউনিটসহ মোট ১৬টি বিদ্যুৎ ইউনিট মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্বাসন ও ওভারহোলিং এর জন্য বন্ধ রয়েছে। এর ফলে বিদ্যুতের যে ঘাটতি থাকছে, তা পুরণ করা হচ্ছে লোড শেডিং এর মাধ্যমে। গোটা দেশ এমন এই লোড শেডিং এর শিকার। অব্যাহত এই লোড শেডিং এর কারণে শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়া ছাড়াও কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পানি সরবরাহসহ গৃহগত স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের দাবিতে হরতাল, মিছিল, বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও, ভাঙচুর ইত্যাদির মত অপ্রীতিকর ঘটনাও ইতোমধ্যে ঘটেছে। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ সম্পুর্ণ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

www.pathagar.com

সারের দাবিতে মিছিল

---সম্পাদকীয়

সারের দাবিতে দেশের কয়েক জায়গায় মিছিল-সমাবেশ হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিতব্য এক খবরে জানা গেছে। সারের উচ্চ মূল্য ও সঙ্কট কতটা দুঃখজনক ও মারাত্মক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এটা তারই প্রমাণ বহন করে। ইরি-বোরো ও রবি মৌসুম শুরুর পর থেকে এক নাগাড়ে সার সংকট চলছে।

এ ব্যর্থতা কেন, সেটা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ঘোষিত কার্য ব্যবস্থা যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে সারের সরবরাহ পর্যাপ্ত ও মসৃণ হওয়ার কথা এবং সেই সুবাদে মূল্যও সরকার নির্ধারিত মূল্যের বেশি হওয়ার কথা নয়। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি এই যে, সারের সংকট কৃষক পর্যায়ে রীতিমত হাহাকার ফেলে দিয়েছে। এবং দেশের কোনো কোনো এলাকায় প্রতি বস্তা ইউরিয়া ৩৬০ থেকে ৩৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অভাব ও দুমূর্ল্যের বাজারে সব কিছু করার পর যদি সারের অভাবে ফসল মার খায়, তবে তার থেকে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে কৃষকেরা যদি মিছিল করে, সমাবেশ করে কিংবা এর থেকেও গুরুতর কিছু করে বসে তাদের কতটুকু দোষ দেয়া যায়? সরকার বলছে? সারের উৎপাদন পূর্ণ মাত্রায় বহাল আছে, পর্যাপ্ত মজুদ আছে। এখন তো দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যতেও সার সংকটের কোনো কারণ নেই। তাহলে এ সংকট কেন, কেনই বা এত দামে সার বিক্রি হচ্ছে? সারের সংকট ও বর্ধিত মূল্যে সম্পর্কে অনেকেরে ধারণা এটা সম্পূর্ণতঃ রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট। তাদের মতে, মিল গেটে কিংবা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সার সরবরাহের যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সেই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট ডিলাররাই অধিক সুযোগ পাচ্ছে। তাদের অভিযোগ, এই নব্য ডিলার শ্রেণীর

www.pathagar.com

দাপটে প্রকৃত ডিলাররা কোণঠাসা হয়ে আছে। সারের বিকিকিনি ও ব্যবসা রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। তারা যথেচ্ছ দামে সার বিক্রি করছে এবং প্রশাসনও সঙ্গতকারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এই যে, এই ব্যাপারটির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ঢিলা হতে হতে একেবারে ছুটে যেতে বসেছে। কারণ যাই থাক, সরকার এই ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারবে না।

ইনকিলাব শনিবার ১৮ মার্চ '৯৫

সামাজিক অপরাধ বাড়ছে ---সম্পাদকীয়

দেশের বিভিন্নস্থানে সামাজিক অপরাধের মাত্রা বাড়ছে। শহরাঞ্চলে ছাড়াও অপরাধমূলক কাজগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করছে। জনগণ জানমালের নিরাপত্তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত জীবন-যাপন করছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারে ডাকাতিসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে অপহরণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কোন কোন অঞ্চলে একই রাতে একযোগে বেশ কয়েক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে। স্বর্ণালঙ্কারসহ দামী জিনিসপত্র নিয়ে যাবার সময় তস্কররা হত্যা করছে নিরপরাধ লোকজনদের। একই সাথে ছিনতাই এখন মহানগর থেকে বিস্তার লাভ করেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। নৌ বা সড়ক পথে ব্যবসায়ীদের মালামালসহ নগদ টাকা লুট হচ্ছে। যাত্রীসাধারণের সর্বস্বও লুটে নিচ্ছে দুর্ধর্ষ দস্যুরা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বা প্রভাবশালীদের পরিকল্পনা মত কাজ না হলেও ইত্যকার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। কারণ হচ্ছে, যখন কোন দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন সেদেশে অপরাধমূলক কাজকর্ম বেড়ে যায়। দেশের অবস্থা বর্তমানে ঠিক অতটুকু

www.pathagar.com

নাজুক না হলেও এ মুহূর্তে চালের দাম বেশ আক্রা। এই প্রেক্ষিত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরও বলা যায়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই এ ধরনের অপরাধের ব্যাপ্তি ঘটাচ্ছে। পত্রিকান্তরে জানা যায়, অভিযোগ দায়ের করার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় নিরীহ জনগণের জীবন বিপন্ন হচ্ছে আবার প্রভাবশালী সন্ত্রাসীরা সহজেই ছাড়া পেয়ে অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনাবলী জনগণকে আইন বিমুখ করে তুলছে।

দৈনিক সিল্লাত মঙ্গলবার ২১ মার্চ '৯৫

বিএনপি যাদের খুশি করতে চায় ---সম্পাদকীয়

যুব কমান্ডের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্মেলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, পঁচাত্তরের আওয়ামী লীগ ও পঁচানব্বাইর বিএনপি'র মধ্যে কার্যতঃ কোন তফাৎ নেই। এনডিএ'র সেক্রেটারী জেনারেল ও বিএনডিপি'র চেয়ারম্যান আনোয়ার জাহিদ একই সম্মেলনে বলেছেন, ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করার পর বর্তমান পার্লামেন্ট বৈধতা হারিয়েছে। এ সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোন নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি নেই। নানা রকম ছল চাতুরী করে এ সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে।

বিসমিল্লাহ্'র সাথে বেঈমানী করেই বিএনপি ক্ষান্ত হয়নি। তসলিমা-ফরিদা রহমানের মতো মুরতাদদের পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধেও আঘাত হানার সুযোগ করে দিয়েছে। সেক্যুলারদারী তথাকথিত হিন্দু ইহুদী পশ্চিমাচক্রের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বিএনপি মৌলবাদী জুজুর ভয় দেখিয়ে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীল নক্শা বাস্তবায়ন করছে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নব্য ব্যবসাদার সেজে ভারতপ্রেমের প্রতিযোগিতায় বিএনপি অবতীর্ণ হয়েছে। এই দর্শনের কারণেই বেগম জিয়ার সরকার আজ

www.pathagar.com

জিয়ার সমন্বয়ের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে আর্য কাপালিক-পৌত্তলিক এবং পোড়াখাওয়া বামদের পথ ধরেছে। এই নীতিরই সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে, চৌদ্দ বছর আগের মঞ্জুর হত্যা মামলাকে পুনরুজ্জীবন করা। আর এই সূত্রে সেনাবাহিনীকে অপদস্ত বিভক্ত করার সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। বিএনপি যাদের জন্য এই সর্বনাশা খেলাটি খেলছে, তাদের হাতেই তাদের শিখণ্ডি হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

ইনকিলাব বুধবার ২২ মার্চ '৯৫

লুটপাট বন্ধ করুন

---সম্পাদকীয়

ধান-চাউলের মূল্য বৃদ্ধি কিংবা সার সরবরাহে অনিয়ম অথবা সারের দাম বেড়ে যাওয়ার বেশ কিছু খবরের পাশাপাশি আরও এক ধরণের খবর ইদানীং সংবাদপত্রের পাঠক সমাজের চোখে পড়ে। শেষোক্ত খবর হলো– সারের ট্রাক লুট, চাউলবাহী ট্রাক লুট, চট্রগাম বন্দরগামী গার্মেন্টস এর ট্রাক লুট, যাতায়াত বন্ধ করার জন্য সড়ক মহাসড়ক অবরোধ,এলাকায় অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। বিশেষভাবে এখানে সারের ট্রাক লুট কিংবা ট্রাক থেকে চাউল রাহাজানির খবরটি এ জন্যই প্রাসঙ্গিক যে, একদিকে আমরা যেমন দ্রব্যমূল্য ও সরবরাহ হ্রাসের কথা শুনছি; অপরদিকে শুনছি কৃষকের কাছে প্রেরিত সার কিংবা খাদ্যশস্য লুটপাটের বেশ কিছু অভিযোগ। তবে এই সাথে এহেন বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমনে সরকারের কার্যতঃ নির্লিপ্ত ভূমিকার আমরা সমালোচনা না করে পারছি না। কেননা আইন শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা সরকারেরই প্রাথমিক দায়িত্ব। যে দেশে সারের ট্রাক, চাউলের ট্রাক পথিমধ্যে লুট হতে পারে, মন্ত্রীকে অবরুদ্ধ করা যেতে পারে, কিংবা সদস্যের বাসগৃহে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করতে পারে, সে দেশে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা যে অংশতঃ হলেও ভেঙ্গে পড়েছে এ সত্যটি অস্বীকার করা চলে

www.pathagar.com

না। আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির যেমন নিন্দা জানাই– বিশৃঙ্খলা দমনে সরকারি ব্যর্থতার জন্যও তদ্রুপ নিন্দা জানাই।

ইনকিলাব বুধবার ৫ এপ্রিল '৯৫

সচিবালয়ের নিরাপত্তা ---সম্পাদকীয়

সচিবালয়ের অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি কক্ষের তালা ভেঙ্গে ফাইল নথিপত্র তছনছ–এই শিরোনামে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে গত ২ এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে সংঘটিত রাহাজানির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, কে বা কারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের চারটি কক্ষের তালা ভেঙ্গে চেয়ার টেবিল এলোমেলো করে এবং ফাইল নথিপত্র ছত্রভঙ্গ করে। উল্লেখ যে, সচিবালয়ের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং সেক্টরের চারটি কক্ষের তালাই কেবল ভাঙ্গা হয়নি, স্টীল আলমারী খুলে ফাইলপত্রও ওলট পালট করা হয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, খোদ অর্থমন্ত্রীর কক্ষেরও তালা ভাঙ্গা অবস্থায় ও আসবাবপত্রাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সচিবালয়ই যদি নিরাপত্তা সঙ্কটে ভোগে তাহলে শৃঙ্খলার সাধারণভাবে বিরাজমান অবস্থা যে কতটা সন্তোষজনক ও আশ্বস্তকর, বলাই বাহুল্য।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ১১ এপ্রিল '৯৫

চিনি শিল্পে বিপর্যয় ---সম্পাদকীয়

৪২ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ হাজার ৫শ' মেট্রিক টন চিনি অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে নাটোর চিনিকলে। অনুরূপ জয়পুরহাট চিনিকলে অবিক্রীত

www.pathagar.com

অবস্থায় পড়ে আছে প্রায় ২০ কোটি টাকা মুল্যের চিনি। আরও কোটি কোটি টাকা মূল্যের চিনি পড়ে রয়েছে দেশের অন্যান্য চিনিকলগুলোতে। অবিলম্বে পাহাড় সমান জমে থাকা এই চিনি বিক্রি হওয়া দরকার। অন্যথায় গুদামজাত চিনি গলতে শুরু করবে। বিনষ্ট হবে। এত চিনি গুদামে মজুদ রেখে মিলগুলোর নতুনভাবে উৎপাদনে যাওয়াও হবে বিভিন্ন কারণে অবিবেচনাপ্রসূত কাজ। চিনি বিক্রি করা দরকার মিলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। আখচাষীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য। চাষীদের নিকট থেকে আগামী মৌসুমের আখ কেনার জন্য। হাজার হাজার আখচাষী পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু দেশী চিনি বিক্রি হচ্ছে না। ক্রেতা সাধারণ কিনছে না। কারণ দেশী চিনির দাম বেশী। ভারতীয় চিনির দাম কম। কমদামে যখন যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায় তখন অতিরিক্ত গাঁটের পয়সা খরচ করে দেশী চিনি কিনতে যাবে কোন গরজে। সুতরাং গুদামে পাহাড় বরাবর চিনির স্তুপ জমে আছে আর এই স্তুপ সংকেত দিচ্ছে আমাদের চিনি শিল্পের মহাবিপর্যয়ের।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ৯ মে '৯৫

নিরাপত্তার অভাব সর্বত্র ---সম্পাদকীয়

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর শ্যামলী আবাসিক এলাকায় মস্তান দুর্বৃত্তরা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে। এই ঘটনার মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যেই রাজধানীর প্রাচীনতম ও ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা ওয়ারী বনগ্রাম রোড়ে দুর্বৃত্তরা একজন রাজনৈতিক কর্মীকে প্রকাশ্যে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলী করে হত্যা করে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যে কী মাত্রায় ঘটেছে প্রকাশ্য খুনাখুনির ঘটনাই তার সাক্ষী।

www.pathagar.com

আর মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে পবিত্র ঈদুল আযহা। স্বাভাবিকভাবেই ঈদ উপলক্ষে সর্বত্র কেনাকাটা বা মানুষের অর্থনৈতিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা কিনছে তারাও যেমন, যারা বিক্রি করছে তারাও সে রকম লেনদেনে ব্যস্ত। এই কেনাকাটা, বেচা-বিক্রির মৌসুমে প্রত্যেক বারের ন্যায় এবারও দুষ্ট গ্রহ হিসাবে নাযেল হয়েছে হাইজ্যাকার, লুটেরা, চোর বাটপাররা। রাজধানীসহ গোটা দেশের হাট-বাজার, মার্কেটে ছড়িয়ে পড়েছে অস্ত্রধারী চোর ডাকাত, দুর্বৃত্তরা। আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বছরে অভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন ঈদ সমাগত হলে আইন শৃঙ্খলার কী দশা হয়। তারা ভাল করেই জানেন শক্ত হাতে দুর্বৃত্ত দমনের দৃষ্টান্ত রাখতে পারলে অন্ততঃ কিছুটা হলেও নাগরিক অপরাধ প্রশমন ঘটে। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যবস্থা যে নেয়া হয়নি কিংবা নেয়া হলেও প্রতিকার যে অতি নগণ্য, তা অপরাধের আকার প্রকার দেখেই ঠাহর করা যাচ্ছে। কেবল বাজার হাট, সুপার মার্কেটই অপরাধের একমাত্র অকুস্থল নয়। ঈদে গ্রাম অভিমুখী মানুষের জন্য অপরাধের শিকার হওয়া যেন এক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত রাস্তা ঘাটে, টার্মিনালে, ফেরিতে বিশেষ করে এই মৌসুমে চুরি ছিনতাই যেন এক প্রকার অপ্রতিরোধ্য গতিতে নাগরিক সাধারণের পিছু ধাওয়া করেই ঈদে গ্রাম-দেশের যাওয়াও নিরাপদ নয়, দেশ বাড়িতে থাকাও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। কেননা গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মফস্বল শহরাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা অবস্থার শোচনীয় পরিস্থিতি ঈদের আনন্দের চেয়ে বিপদের সংকেতই বেশি পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক টানাটানি, দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতির অবনিবনা ইত্যাদির সাথে অপরাধ যুক্ত হয়ে দেশবাসীর আনন্দ অভিলাষ সবই রসাতলে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব মঙ্গলবার ২০ জুন '৯৫

বিদ্যুৎ খাতে ব্যর্থতা অমার্জনীয় ---সম্পাদকীয়

বিদ্যুৎ খাতে জাতীয় ব্যর্থতা দুঃসহ অবস্থায় পৌঁছেছে– যা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার নিরিখে অমার্জনীয়ও বটে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিদ্যুৎ খাতে সর্বব্যাপী ব্যর্থতারই পরিণাম ক্রমবর্ধমান লোকসান ও দাতাদের পরামর্শের প্রেক্ষিতেই আগামী আগস্টের শেষ কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে বিদ্যুতের দাম আরেক দফা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই আরেক দফা দাম বাড়ানোর আগে চেষ্টা করা উচিত এই খাতের অস্বচ্ছ ও অপরিকল্পিত ব্যয়, সিস্টেম লস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

এদেশে দফায় দফায় বিদ্যুতের দাম বেড়েছে ও বাড়ছে কখনো কল্পনাহীন লোকাসান ঢাকার জন্য এবং কখনো এই খাতে বিদেশী দাতাদের পরামর্শ অনুসরণের জন্যও। প্রথমটিতে রয়েছে বাস্তবতা আড়ালের প্রবণতা এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে অবিবেচনাপ্রসূত সরল সমাধান প্রবণতা। এ দু'য়ের কোনটাই যে দেশে বিদ্যুৎ খাতের পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতা দূর করে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে সহায়ক হতে পারে না।

১ জুন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে আবার রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এ নিয়ে গত ৩৪ বছরে ৫ বার প্রকল্পটি চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হল। উল্লেখ্য, দেশের উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের জন্য ১৯৬১ সালে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮ জনে আরেকটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, উত্তরাঞ্চলের প্রকাশিত এক খবরে খোদ জ্বালানি মন্ত্রীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে ৮৬ শতাংশ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। ১৩ জুন প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর বেহিসেবি নির্ভরতা দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের

www.pathagar.com

মুখোমুখি নিয়ে এসেছে। কারণ, গ্যাসভিত্তিক ৩টি বড় ধরণের বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হবার আগেই গ্যাস সরবরাহে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৩ জুন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, পটুয়াখালী, কালিয়া (নড়াইল), কুমিল্লা এলাকায় লোডশেডিং ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে জনজীবনের ক্ষতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও কল কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। একই দিনে অপর এক দৈনিকের খবরে সরাইলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দুর্ভোগের কথাএবং ১৮ জুন আরেক পত্রিকার খবরে ভৈরবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দরুন কল কারখানায় উৎপাদন বিঘ্নিত এবং জনজীবন অতিষ্ঠ হওয়ার কথা জনা যায়।

১৭ জুন প্রকাশিত এক খবরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও লোড শেডিং সিলেটে বিদ্যুৎ বিল বিভাগের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ভৌতিক বিল সংক্রান্ত নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন জ্বালানিমন্ত্রীকে সম্প্রতিক এক সেমিনারে বলতে হয়েছে, বিদ্যুৎ খাতে এখনো প্রতি বছর ছয় থেকে সাড়ে ছয়শ' কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বলতে হয়েছে, ডেসা'র পুঞ্জীভুত লোকসানের পরিমাণ ১,০০৫ কোটি ২২ লাখ টাকা। যা হোক, বিদ্যুৎ খাতের এই সর্বব্যাপী ব্যর্থতা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করে দূর করার চেষ্টা হবে গোটা বিদ্যুত খাতের প্রকৃত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার নামান্তর।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ২২ জুন '৯৫

রাষ্ট্রীয় খাতে লোকসান ---সম্পাদকীয়

১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছর রাষ্ট্রীয় লোকসানের পরিমাণ প্রাথমিক হিসাবে আড়াই হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, বলে জানা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত

www.pathagar.com

এক রিপোর্টে এই তথ্য উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, এই নিয়ে বর্তমান সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় খাতে লোকসানের পরিমাণ ৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। রিপোর্টে বর্ণিত তথ্য মতে, ১৯৯০-৯১ সালে লোকসানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮শ' কোটি টাকা। ১৯৯১-৯২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৬শ' কোটিতে। ১৯৯২-৯৩ সালে এই লোকসান গিয়ে ঠেকে ২ হাজার কোটি টাকায়। ১৯৯৩-৯৪ সালে লোকসানের হার অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৯৪-৯৫ সালে আরও ৫শ' কোটি টাকা বেড়ে লোকসান দাঁড়িয়েছে আড়াই হাজার কোটিতে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় খাতে ক্রমবর্ধমান লোকসান কমানোর জন্য এই খাতের লোকসান হ্রাসের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যা 'গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেক' নামে পরিচিত। এই কর্মসূচী গ্রহণের সময় বলা হয়েছিল, লোকসান ২ হাজার কোটি টাকা থেকে দেড় হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে। গোল্ডেন হ্যাণ্ডশেকের আওতায় এ পর্যন্ত ৭০ হাজারের মত লোকবল হ্রাস করা হয়েছে এবং এ জন্য ব্যয় হয়েছে ৮ শতাধিক কোটি টাকা। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার, এই কর্মসূচী গ্রহণ ও এত লোকবল কমানোর পরও লোকসান কমেনি, বরং হু হু করে বেড়েছে। সুতরাং সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রীয় খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া। এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো অগ্রগতি লক্ষণীয় নয়। আমাদের বক্তব্য হলো, দেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় খাতের এই বিপুল লোকসানে আর রাজি নয়। কাজেই, সরকারকে এই লোকসান বন্ধের যাথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এ দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ সরকারের আছে বলে আমরা মনে করি না।

www.pathagar.com

ইনকিলাব সোমবার ৩ জুলাই '৯৫

দ্রব্যমূল্য বিপসসীমার ঊর্ধ্বে

--সম্পাদকীয়

ঢাকার বাজারে খাদ্য সামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়তে বাড়তে বর্তমানে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। মানুষ এখন কোনো কিছু কিনতে গিয়ে নিজেকে বিপন্ন বোধ করছে। আয়ের সঙ্গে পণ্যমূল্যের সঙ্গতি না থাকলে যে বিপদ দেখা দেয়, সেই বিপদসীমাও ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরা-খবর থেকে দেখা যাচ্ছে।-চাল, আটা, ডাল মরিচ, পিঁয়াজ, আদা, রসুন তেকে শুরু করে লালশাক-পুঁইশাক পর্যন্ত সব কিছুরই দাম বেড়েছে এবং প্রতিদিন এসবের দাম কিছু না কিছু বাড়ছে। বর্তমানে ঢাকার বাজারে মোটা ও বোরো চালের দাম প্রতি কেজির ১৩ থেকে ১৪ টাকা, পাইজামসহ মাঝারি চালের দাম প্রতি কেজি ১৫ থেকে সাড়ে ১৬ টাকা, নাজিরশালসহ সরু চারের দাম প্রতি কেজি ১৭ থেকে ১৮ টাকা। বিভিন্ন পদের ডাল ২৮ থেকে ৩৬ টাকা কেজি। আটা প্রতি কেজি ১৪ থেকে ১৫ টাকা। পিঁয়াজ প্রতি কেজি ১৩ থেকে ১৫ টাকা। রসুন রকম ভেদে প্রতি কেজি ৩২ থেকে ৫৬ টাকা। আদা প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা। শুকনা মরিচ প্রতি কেজি ৬০ টাকা এবং কাঁচা মরিচ ৫০ টাকা। বেগুন প্রতি কেজি ২০ টাকা। ঢেঁড়শ ও করলা প্রতি কেজি ১৬ থেকে ১৮ টাকা। বরবটি ও কাকরল প্রতি কেজি ১২ থেকে ১৪টাকা। কাঁচা পেঁপে প্রতি কেজি ৮ থেকে ১০টাকা। শশা প্রতি কেজি ১৪ টাকা এবং লালশাক-পুঁইশাক প্রতি কেজি ৮ থেকে ১০টাকা। বাজারে মাছের আমদানী খুবই কম। ছোট মাছ নেই বললেই চলে। ছোট মাছের কেজি ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা, শিং ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা, মাগুর ১৮০ থেকে ২৫০ টাকা, ইলিশ ৭৫ থেকে ১৩০ টাকা, রুই-পাঙ্গাস ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মুরগীর দাম আকাশ স্পর্শী। মাঝারি

www.pathagar.com

আকারের একটি মুরগীর দাম ১০০ থেকে ১২০ টাকা । খাসির গোশত ১২০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি। গরুর গোশত প্রতি কেজি ৬৫ থেকে ৭০ টাকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর বিশেষতঃ খাদ্য পণ্যের এই সংক্ষিপ্ত দর তালিকা থেকে এটা পরিস্কার যে, এই নগরের নিম্ন ও মধ্যবিত্তের মানুষেরতো কথাই নেই, উচ্চবিত্তের মানুষের পক্ষেও এত উচ্চ মূল্যে এসব জিনিস কিনে স্বাভাবিক জাবনযাত্রা অব্যাহত রাখা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

ইনকিলাব বুধবার ১৯ জুলাই '৯৫

অপরাধ বেশুমার

---সম্পাদকীয়

চলতি বছরের ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অস্বাভাবিক অবনতি ঘটেছে। পুলিশের এক সূত্র উদ্ধৃত করে পত্রিকান্তরে প্রকাশিশত এ সংক্রান্ত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বছরের প্রথম ছয় মাসে সারাদেশে ১ হাজার ২৭০টি খুনের মামলা বিভিন্ন থানায় এজাহার করা হয়েছে। এছাড়া নারী নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ ছিলো বিগত বছরের এই পরিমাণ সময়ে সংঘটিত অপরাধ অপেক্ষা অনেক বেশি। তবে অপরাধের প্রকৃত সংখ্যা এ কারণেই বেশুমারযোগ্য যে, অপরাধের খুব সামান্য পরিমাণই থানায় অভিযোগ আকারে পেশ করা হয়। অনেক অপরাধই থেকে যায় এজাহারের বা মামলা-মকদ্দমার বাইরে। অপরাধের যারা শিকার সেই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত সাধারণ মানুষগুলো সমাজের অত্যাচারী ও অপরাধীদের যাবতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতকার-প্রতিবিধানের আশা করতেও ইদানীং ভয় পায়। অর্থনৈতিক কষাঘাতে জর্জরিত সৎ ও সঙ্গতিহীন অসহায় মানুষের এই দেশকে শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ অপরাধীদের অভয়রাণ্যে পরিণত করতে

www.pathagar.com

সাহায্য করেছে আইন-শৃঙখলাসহ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের শৈথিল্য, দুর্নীতি এবং নির্লিপ্ততা।

এই রিপোর্টে প্রসঙ্গতঃ হলেও কয়েকটি ভীতিকর অপরাধ চিত্র ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণকামিতার প্রবণতা বৃদ্ধি। আর একটি বড় ধরনের প্রবণতা মাদকাসক্তি। ছয় মাসে মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যাদি ব্যবসায়ের অভিযোগে ১ হাজার ২শ' ৯২টি মামলা হয়েছে দেশের বিভিন্ন থানায়। এখানেও একই কথা প্রযোজ্য। মাদকাসক্তি অপরাধের খুব সামান্য পরিমাণই অভিযোগ আকারে থানায় যায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির এই চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যদিও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোটা দেশে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির তুলনায় এ হলো একটি আংশিক বা খন্ডচিত্র মাত্র। ছয় মাসে প্রায় দেড় সহস্র খুনোখুনি বা ততোধিক নারী নির্যাতন, ধর্ষণকামিতা, অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির এই ধারাকে কোনো অবস্থাতেই একটি সুস্থ সমাজের প্রতিবিম্ব বলে গণ্য করা চলে না।

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ৩১ আগস্ট '৯৫

খুন খারাবির খতিয়ান ---সম্পাদকীয়

আইন-শৃঙ্খলার বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকায় এর প্রমাণ বিধৃত। বিভিন্ন রকম অপরাধমূলক ঘটনার খবর পত্র-পত্রিকায় উঠে আসছে। এসব ঘটনাচিত এক সঙ্গে গ্রথিত করলে গোটা দেশের যে ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারা যায় না। বলা আবশ্যক প্রতিদিন অপরাধের যত ঘটনা ঘটছে, তার সামান্য কিছু ঘটনাই খবর হয়ে আসছে। দেশবাসীর অজানা থেকে যাচ্ছে অধিকাংশ ঘটনা। একই থানাগুলোতে নথিভুক্ত হচ্ছে যত ঘটনা, তার থেকে অনেক বেশি ঘটনা

www.pathagar.com

থেকে যাচ্ছে থানা-পুলিশের বাইরে। বাস্তবোচিত নানা কারণে মানুষ থানা-পুলিশ করতে চায় না। পুলিশ সম্পর্কে দুঃখজনক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এতটাই পূর্ণ যে, পারতপক্ষে কেউ ওপথ মাড়াতে চায় না। তাছাড়া খুনী, সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ, ডাকাত,তস্কর প্রভৃতি অপরাধী চক্রের প্রতিরোধের শিকার হওয়ার ভয়ও আছে মজলুমের। আরও জুলুমের শিকার হওয়ার ঘটনা এ দেশে বিরল নয়। আমাদের এ কথাগুলো বলার অর্থ এই যে, পত্র-পত্রিকা কিংবা থানায় আমরা অপরাধের যে খতিয়ান পাই প্রকৃত খতিয়ান তার থেকে আরও মারাত্মক। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে গত ৮ মাসে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে কিঞ্চিত বুঝা যাবে, দেশের আইন-শৃঙ্খলার হাল অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে খুনের ঘটনা ঘটেছে ১০৮৩টি। ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে ১০৩৪টি এবং চুরি ডাকাতি হয়েছে ৯৩৪টি। এই সঙ্গে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ১০৭টি এবং এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৮৯টি। রাহাজানি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, প্রতারণা ইত্যাদি অপরাধের ঘটনা এই সময়কালে কতটা ঘটেছে, পরিসংখ্যানে তার উল্লেখ নেই।

রিপোর্টে অপরাধ বিশেষজ্ঞদের বরাতে জানানো হয়েছে গত ৮ মাসে দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ঐ রিপোর্টে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরাধের সংখ্যা বাড়লেও আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ এসব অপরাধ দমনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। অপরাধী চক্রগুলো যতটা তৎপর পুলিশ ততটা তৎপর নয়। পুলিশের অপরাগতা বা ব্যর্থতার কারণ কি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার যথাযথ জবাব দিতে পারবেন।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর '৯৫

বলুন, ওরা আপনাদের কেউ নয় ---সম্পাদকীয়

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির ব্যাপারে এখন আর রাখ-ঢাকের কিছু নেই। বাস্তবতা প্রমাণ করছে, পরিস্থিতি গুরুতর এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দিক থেকে অতীতের সকল রেকর্ড নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। অস্বাভাবিক ভীতি, আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যে মানুষকে এখন দিন কাটাতে হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের তৎপরতা ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্নের অবধি নেই। এ ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের রেকর্ড ভঙ্গকারী অসাফল্যও নজর এড়াবার মত নয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ প্রতিদিন এত অহরহ ও ফ্রিস্টাইলভাবে ঘটছে যে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্থিতি প্রায় ভেঙ্গে পড়তে বসেছে। দেশ যেন দ্রুত একটা অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চলতি বছরের গত ৮ মাসে সংঘটিত অপরাধসমূহের যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে, তাতেই অনুধাবন করা যায়, দেশ কোথায় এবং কোন বিশাল বিপর্যয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। দেখা গেছে, এই সময়কালে দেশে ৪০ হাজারেরও বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই সময়ে খুন হয়েছে ১২৪৯ জন, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৮৪০টি, অপহৃত হয়েছে ১০১৬ জন, ছিনতাই-ডাকাতি হয়েছে ১৪৪০টি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রাহাজানি হয়েছে ২২২৪টি। এছাড়া অন্যান্য অপরাধও সংঘটিত হয়েছে ব্যাপক হারে।

দেশ চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, দাঙ্গাবাজ, রাহাজানীবাজ, চাঁদাবাজ, মাস্তান, সন্ত্রাসী, খুনী ও ধর্ষণকারীতে ভরে গেছে- বাস্তবতা তার সাক্ষাৎ দেয় এবং এটাও প্রমাণ করে যে, এই অপরাধী চক্রগুলো আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর সংঘবদ্ধ, তৎপর ও বেপরোয়া।

www.pathagar.com

অপরাধ হ্রাস ও অপরাধীদের দমনের জন্যে যে ধরণের সুষ্ঠু কঠোর ও ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন, যে কারণেই হোক, সে ধরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি কিংবা গৃহীত ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারেনি। অপরাধের এই দুঃখজনক বিস্তার এবং অপরাধীদের এই দৌরাত্ম্যের এটি একটি বড় কারণ।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ২৮ নভেম্বর '৯৫

সন্ত্রাস ধর্ষণ বন্ধ করুন ---সম্পাদকীয়

সন্ত্রাস আর ধর্ষণ পত্রিকা খুললেই দেখা যাবে অনিবার্যভাবে এ দু'টি বিভীষিকাময় খবর আছে। প্রতিদিনের কাগজে আছে একটি দু'টি নয়, ২৫/৩০টি বা তারও অধিক এ সংক্রান্ত খবর থাকে বিভিন্ন পাতায়। কিন্তু তারপরও একদিনে সারা দেশে সন্ত্রাস আর ধর্ষণের যত ঘটনা ঘটে তার কত শতাংশ খবরের কাগজে ঠাঁই পায়। স্থানাভাব এবং নানা কারণেই সব খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। রাজধানীসহ মহানগরসমূহ, মফস্বল শহর, বন্দর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে সন্ত্রাসের ধর্ষণের। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। একজন মহিলা-তিনি গৃহবধু হোন, কিংবা চাকরিজীবী হোন, অথবা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্রী হোন–যে পেশার বা যে বয়সেরই হোন না কেন–তিনি ঘর থেকে বেরুলে আর নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না, নিরাপদ বোধ করতে পারেন না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহাভ্যন্তরেও ভোগের নিরাপত্তাহীনতায়, ইজ্জত হারাবার শঙ্কায়। অনুরূপ একজন পুরুষ তিনি যে পেশারই হোন না কেন, তার সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, তাকেও সর্বক্ষণ ভুগতে হয় নিরাপত্তাহীনতায়। কখন কে, কোথায় সন্ত্রাসীদের কবলে পড়বে; কখন কাকে জান, মাল, ইজ্জত খোয়াতে হবে তা কারোর জানা নেই। যে কোন স্থানে, যে কোন সময়, যে কেউকে অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে আজ সকলকে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ৩১ আগস্ট '৯৫

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের জবাব কি? ----সম্পাদকীয়

বিদ্যুতের লোডশেডিং চলছে সারা দেশে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এমনকি, রাজধানী নগরীর পরিস্থিতিও অসহ্য অবস্থায় পৌঁছেছে। গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে টানা ২০ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল শাহজাহানপুর, শান্তিবাগ ও খিলগাঁও এলাকায়। এছাড়া,পূর্ব রামপুরার একটি এলাকা ২৮ ঘন্টা বিদ্যুৎহীন ছিল। সপ্তাহের শুরুর দিকে গেন্ডারিয়া এলাকাতেও এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। রাজধানীর আরো কিছু কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে অহরহ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন থাকাটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অবস্থাও একই রকম। নগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামে প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘন্টা লোডশেড়িংয়ের কবলে পড়ে অন্ধকারে থাকছে। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, লোডশেডিংয়ের কোনো নিয়ম-নীতি না থাকায় শিল্পাঞ্চলগুলোতে প্রতিদিন ১০ কোটি টাকার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জনৈক প্রকৌশলীর স্বীকারোক্তির বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের দরুন ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ও জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে মিছিলও করেছে। সিলেট বিভাগেও বিদ্যুতের অসহনীয় লোডশেডিং ও ঘনঘন বিদ্যু বিভ্রাট বন্ধের দাবিতে সভা-সমাবেশ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে মিছিল হচ্ছে রাজধানীতেও। এলাকাবাসীদের অভিযোগের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, খিলগাঁও বিদ্যু নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে এলাকার লোকজন লোডশেঙিয়ের কারণ জানতে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য, বিদ্যুৎ কর্মচারীদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, উত্তেজিত জনতা মিছিল করে এসে তাদের মারধর করে এবং অফিসের আসবাবপত্র ভঙচুর করে। পরে তারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। রাজধানীর বেশ ক'টি এলাকায়

www.pathagar.com

টানা ২০ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকায় বিস্ময়কর ঘটনার সূত্র শেষোক্ত বক্তব্যে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে যে কারণেই হোক যখন, তখন বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবার এই প্রবণতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাতে ঘাটতি দেখা দিতে না পারে পূর্বাহ্নে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ বিভাগের। এ দায়িত্ব কিভাবে পালিত হচ্ছে- তার কিছুটা নমুনা-যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে ১ মাস ২০ দিন বন্ধ থাকার পর মেরামত শেষে রাউজান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রচালুর ১৫ ঘন্টার মধ্যে আবার বিকল হয়ে গেছে বলে প্রকাশিত খবরে রয়েছে। এছাড়া, প্রকাশিত আরেক খবরে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা থাকলেও বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শেষ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিস্টেমে আনতে পিডিবি ব্যর্থ হয়েছে।

ইনকিলাব মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারী '৯৬

দুর্বৃত্তরা বহাল তবিয়তে ---সম্পাদকীয়

দেশে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযান বেশ জোরেসোরেই চলছে। একা পুলিশের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন সাফল্যজনকভাবে সম্ভব নয় বলে সেনাবাহিনীর লোকও এই অস্ত্র উদ্ধারের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চলছে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে। তাদের অস্ত্র উদ্ধারের সংবাদও পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। একই সঙ্গে প্রতিদিনই এদেশের মানুষকে দেখতে হচ্ছে, বেআইনী অস্ত্রের খেল। এরই দাপটে প্রতিদিন খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে, অস্ত্রধারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে, প্রকাশ্যে দুস্কৃতিকারীদের অস্ত্রের মহড়া দিতেও দেখা যাচ্ছে; পুলিশের সামনেও গোলাগুলী, বোমাবাজি, খুনোখুনিতে মেতে উঠছে দুর্বৃত্তরা। এসব ঘটনা থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, সামান্য কিছু অস্ত্র

www.pathagar.com

উদ্ধার করা হলেও অধিকাংশ অস্ত্রই রয়ে গেছে দুস্কৃতিকারীদের হাতে? বুঝা যাচ্ছে না কি যে পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ফলে কমছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অস্ত্র এসে পৌঁছছে তাদের হাতে? গ্রেফতার বেশ কিছু সংখ্যক হলেও অধিকাংশ দুর্বৃত্তই রয়ে গেছে গ্রেফতারী এড়িয়ে বহাল তবিয়তে?

এ অবস্থায় জনগণের জান-মাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা কোথায়? বেআইনী অস্ত্রধারী, মাস্তান, ডাকাত, হাইজ্যাকার ও সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্ত এবং দুস্কৃতিকারীদের হাতে ক্রমেইতো জিম্মি হয়ে পড়ছে দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা। এই জিম্মি দশা থেকে তাদের মুক্তি আসবে কিভাবে? গত ১৪ দিনে রাজধানী শহর ঢাকা মহানগরীতেই ঘটেছে ৯টি খুনের ঘটনা। একই সাথে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে শতাধিক। ধানমণ্ডি এলাকায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়ে গেছে মাত্র ক'দিন আগে। সেই একই কায়দায় বাসাবোর একটি বাড়ীতে গতকাল রাতে ৭ জন মুখোশধারী ডাকাত ঠাণ্ডা মাথায় দু'ঘন্টা ধরে ডাকাতি করেছে। পরিবারের লোকজনদের হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে তাদের ৩২ ভরি স্বর্ণ, প্রাইজবন্ডসহ নগদ অর্ধ লক্ষাধিক টাকা সমেত তিন লক্ষাধিক টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। গত পরশু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলীবিদ্ধ হয়েছে একজন যুবক। এছাড়া সারাদেশে অস্ত্রবাজি, ডাকাতির ঘটনা যে কত ঘটেছে তার সঠিক হিসেব দেয়া মুস্কিল। কারণ, তার অধিকাংশই পত্র-পত্রিকায় আসে না। তবে যা এসেছে তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

www.pathagar.com

ইনকিলাব রবিবার ১৬ মে '৯৩
উপ-সম্পাদকীয়

কর্নেল অলি ও ভারতীয় মন্ত্রীদের মাঝে স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তনের পূর্বাভাস?

-- মোবায়দুর রহমান

যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মেদর নয় দিবসব্যাপী লম্বা ভারত সফরকে কেন্দ্র করে ঢাকার তথ্যাভিজ্ঞ ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন ও জলআপনা- কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই ধরনের ব্যাপক জল্পনা কল্পনার কারন হল এই যে, ভারত অলি আহাম্মেদের কাছে যে দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে- সে গুলোর সাথে ভারতের সংহতি, স্থিতিশীরতা এবং নিরাপত্তার সুদুর প্রসারী তাৎপর্য জড়িত রয়েছে্ এগুলোর একটি হল উত্তর পূর্ব ভারতের স্থল বেষ্টিত সাতটি রাজ্যের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সংযোগ সাধনের জন্য ট্রানজিট সুবিধা দাবি। এই সাতটি রাজ্য হলোঃ আসাম, অরুনাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ড। এই সাতটি রাজ্য সেভেন সিষ্টার্স বা সাত বোন নামে পরিচিত। আপরটি হলো গঙ্গা-ব্রম্মপুত্র সংযোগ খাল খনন। চাকমা বিদ্রোহীদের ফেরত দেওয়ার ইস্যুটি আলোচনার সময় ভারত এই গ্যারান্টিও বাংলাদেশের নিকট থেকে আদায় করেছে, যে বাংলাদেশ উলফা গেরিলাগনকে কোন রকম সমর্থন দেবে না। সামরিক কৌশলের দিক থেকে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই তিনটি ইস্যুর সাথে ভারতের সিকিউরিটি পারসেপশন বা নিরাপত্তা ভাবনা জড়িত। এসব স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল বিষয় সম্পর্কে কর্নেল অলি ভারতের মাটিতে যেসব মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভাটিয়াকে তিনি বলেছেন যে গঙ্গার পানি সমস্যার সমাধান হলে বন্দর ট্রানজিটই অন্যান্য সমস্যা বিবেচনা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব সোমবার ২২ এপ্রিল '৯৬
উপ-সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক রঙ্গালয়

--- মোবায়দুর রহমা

"ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিএনপি জাতীয়তাবাদের দুন্দুভি বাজাতে শুরু করেছে। কিন্তু ৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে কোন কিসিমের জাতীয়তাবাদ তারা দেশকে উপহার দিয়েছে? বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, মাটি, মানুষ এবং ভূগোল তথা সীমান্ত থেকে এই দর্শনের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল। বেগম জিয়ার আমলে বিগত ৫ বছরে সাড়ে ৩ ডজন মন্ত্রী ৫ বারের জন্যও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শব্দটি উচ্চারণ করেন নাই। এক্ষনে যখন ইলেকশন দুয়ারে কশাঘাত করছে তখন জাতীয়তাবাদ নিয়ে তাদের হুঁশ ফিরে এসেছে।

বেগম জিয়ার সরকার জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিকাশের জন্য ন্যূনতম চেষ্টাও করেনি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামকে যারাই জাতীয় কবি বানিয়ে থাকুক না কেন বর্তমান বিএনপি সরকার বানায়নি। বিএনপি'র ৫ বছরের শাসনামলেই গুরুত্ব এবং মর্যাদার দিক দিয়ে নজরুলকে নীচে ঠেলে দেয়া হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথকে উপরে উঠিয়ে আনা হয়েছে। এদেশে মদ জুয়া, এবং ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার, বিএনপি নয় এদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে এরশাদ সরকার বিএনপি নয়। শুক্রবারকে সরকারি ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেছে এরশাদ সরকার, বিএনপি নয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে ৫ ওয়াক্ত নামাজের আযান প্রচারের ব্যবস্থা করেছে এরশাদ সরকার, বিএনপি নয়। বাংলাদেশের সমস্ত মসজিদকে বিভিন্ন ট্যাক্স থেকে মুক্ত করেছে এরশাদ সরকার, বিএনপি নয়। তালিকা এভাবে আরো বাড়ানো যাবে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বিএনপিকে প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নটি হল, বিএনপি নেতৃত্ব বলুক যে, বিগত ৫ বছরে তারা কি একটি

www.pathagar.com

কাজও করেছেন, যে কাজটি আমাদের মহান ধর্ম ইসলাম এবং তার অনুসারী মুসলমানদের ব্যক্তিগত অথবা সামষ্টিক কল্যাণ সাধন করেছে? যদি তারা করে থাকেন তাহলে সোচ্চার কণ্ঠে তারা বলুন, সে কাজটি কোনটা? সে রকম একটি কাজও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এর উল্টা কাজের নজির রয়েছে ভুরি ভুরি। বছর তিনেক আগে বিএনপি'র সাবেক সংসদীয় উপনেতা প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী টেলিভিশনে বাংলাদেশী জাতীয়বাদের উপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে কয়টি উপকরণ রয়েছে অধ্যাপক চৌধুরী তার অনেকগুলোই বর্ণনা করেন। কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রধান স্তম্ভ ধর্মকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ থেকে সুকৌশলে পরিহার করেন। বেগম খালেদা জিয়ার আমলটি ছিল পবিত্র ইসলাম ধর্ম এবং কোরআন ও হাদিস শরীফের বিরুদ্ধে বগ্গাহীন আক্রমণ চালানোর এক অবারিত সময়। তার আমলে পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসিত ও অশালীন ভাষায় যত আক্রমণ হয়েছে অন্য কোন সরকারের অমলে তার ভগ্নাংশ হয়নি। তার আমলে ইসলাম বিরোধী প্রচারণাকে যতখানি প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে সেটা ফিরিস্তি দিতে গেলে এরকম একটি নিবন্ধে কুলাবে না।"

ইনকিলাব সোমবার ৮ আগস্ট '৯৪
উপ-সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক রঙ্গলীয় --রূপকার

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান যখন কথা বলেন, তখন এমন একটি ধারণা হয় যে, ফারাক্কা কোন সমস্যাই না। এই সমস্যা সমাধান হয়ে গেল বলে। এটা শুধুমাত্র একটি সময়ের ব্যাপার। শুধু ফারাক্কা সমস্যাই নয়। ইণ্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের যে আদতে কোন সমস্যা রয়েছে, সেটাও মোস্তাফিজ

www.pathagar.com

সাহেবের কথাবার্তায় বুঝা যায় না। মোস্তাফিজ সাহেবের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যে, ইণ্ডিয়া দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দেবতাতুল্য একটি রাষ্ট্র।

ঢাকার একটি ইংরেজী দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যা সমাধানে অস্বাভাবিক বিলম্ব করার ফলে বাংলাদেশের জন্য যে জীবন মরণ সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা ভারত উপলব্ধি করে কিনা উত্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, হ্যাঁ ভারত এটা উপলব্ধি করে। অপর একটি ইংরেজী দৈনিকের রিপোর্ট মোতাবেক অন্য একটি প্রশ্নের জওয়াবে কর্নেল মোস্তাফিজ এই মর্মে দৃঢ়আস্থা ব্যক্ত করেন যে, গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যার অবশ্যই সমাধান হবে। কত দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে এ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

মোস্তাফিজ সাহেবের বক্তব্য হলোঃ এ সমস্যা সমাধানে সময় তো কিছু লাগবেই। বন্ধুসুলভ আচার-আচারণের মাধ্যমেই না-কি ফারাক্কা সমস্যার সমাধান হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে ফারাক্কার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে সেই মরুকরণ সমস্যা। সমাধানেও না-কি সময় লাগবে।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমানের কথাবার্তা শুনে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল যে, আমরা কোন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা শুনছি। এ ধরনের কথা বলেন ভারতের মন্ত্রী। তিনি যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন ওগুলো ইণ্ডিয়ার ডিফেন্স বাংলাদেশের নয়। ২০ বছর ধরে অবস্থা ক্রমান্বয়েই খারাপ হচ্ছে। প্রথমে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি, তারপর ৩৪ হাজার। এভাবে কমতে কমতে এখন হয়েছে কারবালা। ফারাক্কা সমস্যা তো পরের কথা। ওটা পেলে তো আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পাই। অনেকটা সেই বামনদের মত অবস্থা। ফারাক্কার পানি আমাদের জন্য হয়েছে আকাশের চাঁদ। মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের হয় তো ঐ বৈষ্ণব কবিতাটি মনে থাকতে পারে, "মন না রাঙায়ে বসন রাঙায়ে কি ফল লুভিনু যোগী"। সেদিন একবন্ধু একটি চমৎকার রূপক ব্যবহার করলেন। বললেন, "সার্কের পেট থেকে জন্ম হয়েছে এবার

www.pathagar.com

সাপ্‌টা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন সাপ্‌টা? Which Sanke?" বন্ধু বললেন, " ঐ সাপ্‌টা। That Snake."

ইনকিলাব মঙ্গলবার ৯ মে '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

মঞ্চে-ময়দানে

--পথিক

প্রতিনিধিত্বশীল সরকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও দেশে এখনও চলছে রাজনৈতিক রাজনৈতিক খুন-জখম, হানাহানি। অর্থনীতির অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা একত্রিত হয়ে বাংলাদেশকে আবার ঠেলে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশী বিপদ মোকাবিলা করছে। চোরাইপণ্যের যার অধিকাংশই ভারতীয় নিম্নমানের ভোগ্যপণ্য। অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে শিল্প কল কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হতে চলেছে।

আমাদের দেশে জনশক্তি আছে; প্রযুক্তিও বিদেশী তথা উন্নত মানের। কিন্তু অবকাঠামোগত সমর্থনের স্বরূপ অতি পরিতাপজনক। যে দেশ বিদেশী রফতানীর জন্য সচেষ্ট এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য ব্যাকুল সে দেশের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ যদি সদম্ভে ঘোষণা করেন, "লোডশেডিং ছিলো, আছে এবং থাকবে...," তাহলে কোন্ আশায় বিনিয়োগকারীরা এই ঘাটে জাহাজ ভিড়াবে? এদেশে বিজলি ব্যয় এমনিতেই চড়া। তদুপরি সরবরাহ ও বাণিজ্যিক পরিসঞ্চালন পরিস্থিতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

গণতন্ত্র কেবল ক্ষমতার সিঁড়ি নয় কিংবা ক্ষমতা প্রাসাদের ছাদ নয়। গণতন্ত্র হলো জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং প্রত্যাশা বাস্তবায়নের এক চলমান অভিযান। সরকারি প্রশাসনে নির্লিপ্ততা, আমলা মানসিকতা, দলাদলি

www.pathagar.com

ও ঘুষ দুর্নীতি এত বেশী মাত্রায় বেড়ে গেছে যে, জনগণ বুঝতেই পারছে না স্বৈরাচার এবং গণতন্ত্রের মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? খাদ্য শস্যের দাম গগণচুম্বী, সার সংকট, কৃষকের সামরিক দুর্গতি পরিশেষে শিল্প কলাকারখানাগুলোর মারাত্মক দুরবস্থা দূর করতে হবে এবং এই সবক্ষেত্রে সংস্কার ও শুদ্ধিমূলক তৎপরতা যে চলছে জনগণকে তা জানাতে হবে।

ইনকিলাব শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৬
উপ-সম্পাকদকীয়

ডাক দিয়ে যাই

--চারুকণ্ঠ

অবশেষে বেগম খালেদা জিয়া ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেই ফেললেন-এর বিশ্বাসযোগ্যতা যতটুকুই হোক না কেন? সরকার দলীয় ৪৮ জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে কিনা তাও কেউ বলতে পারে না। যাই-ই হোক, বিরোধী দলের আশা, জনগণের আতঙ্ক এবং বিদেশীদের সংশয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে ১৫-২-৯৬ তারিখে নির্বাচন হয়ে যায়। বিদেশী সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং ফেমার মতে মোট ভোটারের ২% থেকে ৫% এর বেশি ভোট দিতে যায়নি। অথচ সরকারি মিডিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী দেখা যায়, বহু জায়গায় অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে ভোট পড়েছে। যেমন, মন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ারের নির্বাচনী এলাকা কুমিল্লার হোমনায় না কি ভোট পড়েছে ৮৩% যা পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশেই কখনো পড়েনি। অনেক জায়গায় ভোট পড়েছে তারও বেশি। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিব্রত নির্বাচন কমিশন ১১৯টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখেন। এর ৮৪টিতে পুনঃ নির্বাচন হবে ভোট গ্রহণ করা যায়নি বলে। ৩৫টি নির্বাচনী এলাকার ভোট স্থগিত করা হয় মাত্রাতিরিক্ত ভোট পড়ার

www.pathagar.com

জন্য। অবশ্য, ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই ৩৫টি আসনের ফলাফলও ঘোষণা করা হয়, সম্ভবতঃ সরকারি মহলের চাপে। এই ৩৫ জন অস্বাভাবিক বিজয়ীর মধ্যে ৮ জনই মন্ত্রী। সর্বমোট ২,৪৩১ টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত হয়েছে। এই নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষে ১৭-২-৯৬ পর্যন্ত নিহত হয়েছে মোটি ২০ ব্যক্তি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে ভোটার শূণ্য নির্বাচন কেন্দ্রের, এক ছবিতে দেখা গেছে, ঢাকা মহানগরীর একটি বাড়ীর ছাদে বসে মহিলারা গাদা গাদা ব্যালট পেপার মনের আনন্দে সীল দিয়ে চলেছেন। আর এক ছবিতে দেখা গেছে, হাজারীবাগ এলাকায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোর টোকাইরা ভোট দিচ্ছে। অপর এক ছবিতে দেখা গেছে শিশুরা ডোবা থেকে ব্যালট বাক্স নিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনের পূর্বেই ব্যালট ছিনতাই হয়ে যায় বলে খবরে প্রকাশ। সম্ভবতঃ সেগুলোও পরে সীলমেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকানো হয়। চট্টগ্রাম ভোট কাস্টিং বাহিনী ছয়টি মাইক্রোবাস নিয়ে সদর্পে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। নির্বাচন প্রার্থীদের অনেকে, বিশেষতঃ বিএনপি বহির্ভূত প্রার্থীদের অনেকে এখনো প্রকাশ্যে বেরুনোর সাহস পাচ্ছেন না। নির্বাচন শেষে ঢাকা ফেরার পথে যশোর বিমানবন্দরে জনতার হাতে বেদম প্রহৃত হয়েছেন জনাব আনোয়ার জাহিদ। এর আগেও তিনি একবার এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

এই নির্বাচন সম্পর্কে বিদেশের প্রতিক্রিয়াও খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। 'গার্ডিয়ান' লিখেছে, "বাংলাদেশীরা এই নির্বাচন থেকে দূরে ছিলেন।" এই পত্রিকায় সুজান গোল্ডেনবার্গ লিখেছেন, "গত দু'বছরের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে।" ডেইলী টেলিগ্রাফ বলেছে, "মুখোমুখি ও ভোটদাতাদের সীমিত সংখ্যার দরুন খালেদা জিয়ার বিজয় ক্ষুন্ন হয়েছে।" ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বলেছে, "বোমাবাজি বাংলাদেশের অর্থহীন নির্বাচন বর্জন করতে জনগণকে বাধ্য করেছে।" ফিন্যানশিয়াল টাইমস লিখেছে, "বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল নগণ্য।" সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল

www.pathagar.com

হেরাল্ড ট্রিবিউন বলেছে, "প্রধান বিরোধী দলসমূহের নির্বাচন বর্জন, মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও ভোট কেন্দ্রসমূহে হামলার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।" ইউ এস টুডে-তে লেখা হয়েছে, ব্যাপক সন্ত্রাসের দরুন বাংলাদেশের ভোটররা ভোট প্রদান থেকে দূরে থাকেন।"

মোটকথা নির্বাচন আবিস্কার হওয়ার পর থেকে এ যাবত এরকম নির্বাচন পৃথিবীর আর কোথাও কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে, এই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের চাইতেও কম। ভোটের দিনের ঢাকার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন "ভার্চুয়ালী, ঢাকা ওয়াজ এ ডেড সিটি।"

ইনকিলাব বুধবার ৩১ জানুয়ারী '৯৬

উপ-সম্পাকদকীয়

ডাক দিয়ে যাই

---চারুকণ্ঠ

সে যাই-ই হোক, কিছুদিন আগে এই নির্বাচনকেই সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে অস্ত্রবাজ চাঁদাবাজ মাস্তানদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে একটা জেহাদই ঘোষণা করা হয়েছিল। কিছু কিছু অস্ত্র ধরার এবং অস্ত্রের তুলনায় দশ পনের গুণ মানুষ ধরার খবরও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে। এতে অনেকেরই একটা ধারণা হয়েছিল যে, অস্ত্রবাজ-হাইজ্যাকার-মাস্তানরা একেবারে নির্মূল না হলেও তাদের দৌরাত্ম্য কিছুটা হলেও কমে আসবে। এক পর্যায়ে যৌথ বাহিনী নিয়োগ করা হলে মফস্বলের মাস্তান-অস্ত্রবাজরা দলে দলে ঢাকায় এসে উঠেছিল। কিন্তু সপ্তাহ যেতে না যেতেই তারা না কি আবার নিশ্চিত মনে স্ব-স্ব ঘাঁটিতে ফিরে যায় এবং পূর্ণ্যেদ্যমে তাদের কাজ পুনরায় শুরু করে দেয়। এইতো খবর বেরিয়েছে

www.pathagar.com

যশোর শহরের ঘোপ, পুরাতন কসবা, নীলগঞ্জ, বেজপাড়া, পোষ্ট অফিসপাড়া, সার্কিট হাউজপাড়া, লোন অফিসপাড়া, চাচড়া, বারান্দিপাড়া, খয়েরতলাসহ বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্রবাজ মাস্তানরা প্রকাশ্য দিবালোকেই যাত্রাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিচ্ছে। কুমিল্লার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে অপরাধ নাকি সর্বকালের সর্ব রেকর্ড অতিক্রম করে গেছে। সারা দেশেরই একই অবস্থা। আর রাজধানী? ছিনতাইকারীরা গত ২৫-১-৯৬ তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে জনৈক গৃহবধুকে মারধর করে, তাঁর পরনের কাপড় খুলে নিয়ে যায়, তাঁরই কিশোর পুত্র এবং হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে। দেয় স্বর্ণালংকার বদলে ইমিটেশন অলংকার পরে রাস্তায় না বেরুনোর জন্য। এরকম ঘটনার কথা কেউ আর কখনো শুনেছেন? অংকুরে কঠোর হস্তে দমন করতে না পারল কারো মা-বোন কি আর রাস্তায় বেরুতে পারবে? যেতে পারেন স্কুল কলেজ কি অফিস আদালতে? শাস্তির ভয় না থাকলে মাস্তানরা এমন মজাদার ও করতে ছাড়বে কেন? বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে, তারা যে শাড়ী খোলার পর আরো দু'এক ধাপ এগিয়ে যায় না, তারই বা নিশ্চিয়তা কি? আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ও নিশ্চত ব্যাপারটা খুব এনজয় করছেন না, কিন্তু কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তিনি? বেগম জিয়া কি জানেন, কি ঘটছে তার শাসনাধীন বাংলাদেশে? একই দিন অর্থাৎ ২৫-১-৯৬ তারিখেই রাজধানীতে ৪টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, বেশ ক'টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, ছিনতাইকারীর ছুরিকাহত হয়েছে দু'জন। জগন্নাথ হলে দু'গ্রুপ ছাত্র নিশ্চিন্তে গুলি বিনিময় ও বোমাবাজি করেছে। ২৬-১-৯৬ তারিখে ছিনতাইকারীরা গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর এ বি এম সুলতান আহমদের রিভলবার ও ওয়্যারলেস সেট এবং তাঁর স্ত্রীর অলংকার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। যথারীতি পুলিশ তাদের কাউকেই গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়নি।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, দেশটা মঘের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে? প্রশ্ন জাগে, সরকার এ যাবত যাদের ধরেছেন তারা আসলে কারা? এখন তারা কোথায়? জেলে, হাজতে নাকি সহি-সালামতে স্ব-স্ব আস্তানায় আবার পৌঁছে দেয়া হয়েছে তাদের, অস্ত্রবাজ, সন্ত্রাসী হাইজ্যাকারদের যদি ধরাই হয়ে থাকে,

www.pathagar.com

তাহলে দেশে দ্বিগুণ উৎসাহে এসব ঘটাচ্ছে কার ১২ কোটি মানুষের জানমাল নিয়ে প্রহসনের কি কোনই শেষ নেই এরই জন্য কি আমরা খবর বেরিয়েছে, পবিত্র রমজানের সূচনাতেই একদিন প্রধানমন্ত্রী ও খালেদা জিয়া এতিম ও আলেমদের সঙ্গে ইফতার করেছেন। ভালোই করেছেন, এতিম আলেমদের এক পর্যায়ভুক্ত তিনি সত্যিই তো। ভারতের আশীবাদপুষ্ট এই ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় ১১ কোটি মুসলমানের এই বাংলাদেশে আলেমরা রাস্তার এতিম ছাড়া আর কি?

কারো মা-বোন আর রাস্তায় বেরুতে পারবে? যেতে পারবে স্কুলে কলেজে কিংবা অফিস আদালতে? শাস্তির ভয় না থাকলে মাস্তানরা এমন মজাদার কাণ্ড করতে ছাড়বে কেন? বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে, তারা যে শাড়ী খোলার পর আরো দু'এক ধাপ এগিয়ে যাবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খুব এনজয় করছেন না। কিন্তু কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তিনি? বেগম জিয়া কি জানেন, কি ঘটছে তাঁর শাসনাধীন বাংলাদেশে? একই দিন, অর্থাৎ ২৫-১-৯৬ তারিখেই এই রাজধানীতে ৪টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, বেশ ক'টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, ছিনতাইকারীর হাতে ছুরিকাহত হয়েছে দু'জন। জগন্নাথ হলে দু'গ্রুপ ছাত্র নিশ্চিন্তে গুলী বিনিময় ও বোমাবাজি করেছে। ২৬-১-৯৬ তারিখে তো ছিনতাইকারীরা গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর এ বি এম সুলতান আহমদের রিভলবার ও ওয়্যারলেসসেট এবং তাঁর স্ত্রীর অলংকারপত্রই ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আর যথারীতি পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়নি।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, দেশটা কি মঘের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে? প্রশ্ন জাগে, সরকার এ যাবত যাদের ধরেছেন তারা আসলে কারা? এখন তারা কোথায়? জেলে? হাজতে? নাকি সহি-সালামতে স্ব-স্ব আস্তানায় আবার পৌঁছে দেয়া হয়েছে তাদের? অস্ত্রবাজ-সন্ত্রাসী হাইজ্যাকারদের যদি ধরাই হয়ে থাকে, তাহলে দেশব্যাপী দ্বিগুণ উৎসাহে এসব ঘটাচ্ছে কারা? ১২ কোটি মানুষের

www.pathagar.com

জানমাল নিয়ে এই প্রহসনের কি কোনই শেষ নেই? এরই জন্য কি আমরা ভোট দিয়েছিলাম?

ইনকিলাব সোমবার ১৫ জানুয়ারী '৯৬
উপ-সম্পকদকীয়

রাজনৈতিক রঙ্গালয় ---রুপকার

বাংলাদেশে মহাসমারোহে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান দেখে ঐসব কথাই মনে পড়ছে। চীফ ইলেকশন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ সাদেক দেড়-দুই মাস আগে ঘোষণা করলেন যে, এবার তিনি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে ছাড়বেন। টেলিভিশনে ঘটা করে দেখানো হলো, আর্মির সিনিয়র অফিসারদের সাথে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ অফিসাররা সভা করছেন। পত্র-পত্রিকাতেও ঐসব ছবি ছাপা হলো। রেডিও-টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের বদৌলতে বাংলাদেশের অবৈধ অস্ত্রের কারবারীরা জেনে গেল যে, ওদেরকে পাকড়াও করার জন্য সেনাবাহিনী ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছে। অনেকটা যেন সেই, ঐ আসে ঐ অতি ভৈরবনিনাদে।

অস্ত্রবাজদের ধরার জন্য চারদিকে যখন এমন সাজ রব তোলা হলো তখনও কি ইলেকশন কমিশন আশা করেছেন যে, ওরা ধরা দেয়ার জন্য ঘরে বসে থাকবে? অস্ত্র সম্ভার কি ফুলের নৈবেদ্য? সুতরাং যা ঘটবার তাই ঘটল। হাতে প্রচুর সময় পাওয়ায় ওরা ওদের ভাষায় 'মাল'সহ কেটে পড়ল। যখন নিরাপত্তা বাহিনী কোন কোন আস্তানায় হাজির হলো তখন পাখী উড়ে গেছে। আর অস্ত্রপাতি? হয় মাটি তলায় চলে গেছে (আণ্ডারগ্রাউণ্ড) না হয় ঘাঁটি বদল করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আর্মস রিকভারী অপারেশনের প্রায় তিন সপ্তাহ পরেও উদ্ধারকৃত অস্ত্রের সংখ্যা এক হাজারও ছাড়িয়ে যায়নি। অথচ দেশের অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা নাকি ১ লাখ ৭০ হাজার।

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীর ভাষ্য মতেই দেশে অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা নাকি এক লাখের কিছু বেশি। অর্থাৎ এ পর্যন্ত উদ্ধার করা অস্ত্রের সংখ্যা মোট অস্ত্রের ১ শতাংশও নয়। সে জন্যই তো কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে, যত গর্জে তত বর্ষে না। লাখে লাখে সৈন্য মেরে মোট গণনায় দাঁড়ায় মাত্র ২৪ হাজার। এমন একটি সিরিয়াস বিষয় যেন এমন হাল্কাভাবে ট্যাকল করা না হয় যার ফলে সমগ্র বিষয়টি হাসির খোরাক হয় এবং সেই পথে সেনাবাহিনীর গম্ভীর মুর্তি ক্ষুন্ন হন। এসব কথা এজন্যই বলতে হচ্ছে যে মনে হচ্ছে, সমগ্র অভিযানটি সুষ্ঠু ও নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে না। যদি তাই না হবে তাহলে এ পর্যন্ত মাত্র ১ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার হলো কেন? উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে পুরাতন এবং জং ধরা অস্ত্রের আধিক্য কেন? ভারী এবং আধুনিক অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে না কেন? পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং বিডিআর, অর্থাৎ যৌথবাহিনী মাঠে থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনই এক বা একাধিক ব্যক্তি খুন হয় কিভাবে? প্রকাশ্য দিবালোকে, কয়েকশ' লোকের সামনেই বা অস্ত্র উচিয়ে হত্যা করা হয় কিভাবে? মানুষ খুন হওয়ার পর ফলোআপ এ্যাকশন ঢিলে তাথে চলে কেন? একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার। তালিকা তৈরি সেনাবাহিনীর কাজ নয়। গোপন অনুসন্ধানও আর্মীর কাজ নয়। যেখানে পুলিশ বিডিয়ার ব্যর্থ হয় সেখানেই সেনাবাহিনীকে নামানো হয়। প্রকৃতিগতভাবেই আর্মী এ্যাকশন হয় রুথলেস্। আর্মীকে হতে হয় 'টাফ্'। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। এটা তাদের ধর্ম। এটা তাদের চরিত্র এবং ট্রেনিং। আর্মীকে যখন মাঠে নামানো হয়েছে তখন তাদের ট্রেনিং এবং তাদের শিক্ষা মোতাবেকই তাদেরকে কাজ করতে দিতে হবে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব শনিবার ২৭ জানুয়ারী '৯৬
উপ-সম্পাকদকীয়

এদেশ-বিদেশ

---পর্যটক

গত বছর সার সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশ কয়েকটি গুরুতর কারণ ছিল। এর মধ্যে অপরিকল্পিত রফতানী, পারমিটবাজি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, পরিবহন সমস্যা, চোরাচালান, মুওজুতদারী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার অপরিহার্য উপকরণ। কৃষি উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সারের সুষ্ঠু সরবরাহ ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই প্রেক্ষাপটে সকলেই আশা করতে চাই, সার বিক্রি-বিতরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংকট এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করার কার্যকর ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিবহন ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা প্রদান জরুরী। যত দ্রুত সম্ভব সার কৃষক পর্যায়ে পৌছাতে হবে। শুধুমাত্র ডিলারদের হাতে এই দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সংকটের সুরাহা হবে না। সার পরিবহনে সরকারের যথাযথ সহযোগিতা যেমন আমরা কামনা করি, তেমনি বখরাখোর দালাল ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যের ও অবসান চাই।

প্রসঙ্গতঃ একটি উদ্বেগজনক খবর এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই। পত্রিকান্তরে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। খবর অনুযায়ী, ১৯৮৯-৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে চতুর্থ পাঁচসালার ('৯০-৯৫) শেষ বর্ষ ১৯৯৪-৯৫ এর শেষে ২ কোটি ১৯ লাখ ৭৫ হাজার টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। একই সাথে প্রবৃদ্ধির হার ধার্য করা হয়েছিল ১৬.৬ শতাংশ। কিন্তু এই সময়ে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৮৯ লাখ টন থেকে ১ কোটি ৯৩ লাখ টনে উঠা- নামা করেছে। আর প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে মাত্র ১.৮ শতাংশ। কৃষি উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা অনভিপ্রেতই শুধু নয়, দুঃখজনকও বটে। এতে কৃষির-প্রকৃত চাল-চিত্রটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

এদেশ-বিদেশ

--পর্যটক

জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৫শ' ৮৯টি খুন, ৫৬টি ধর্ষণ এবং ৪৯ টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এ তথ্য দিয়েছে মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ নামের একটি সংগঠন। সংগঠনটির মতে, এই সময়সীমায় ৪শ' ৩৯টি চুরি-ডাকাতি এবং ৩শ' ৯টি ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টটিতে কোনো তথ্য নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ৩ মাসে গোটা দেশে কত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রী পরিষদ কমিটির জন্য প্রস্তুত এক রিপোর্টে এই তথ্য দেয়া হয়েছে যে, প্রতিদিন সারাদেশে গড়ে ১শ'টি অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। এর মধ্যে মাত্র ৩টি অপরাধের ঘটনা সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, সনাক্তকৃত অপরাধের সংখ্যা যত, প্রকৃত অপরাধের সংখ্যা তার থেকে বহু গুণ বেশী। অপরাধীর বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় না কেন, তা ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ রাখে না। অপরাধী সন্ত্রাসীদের সীমাহীন দৌরাত্ম্যে সদা আতঙ্কিত, নিত্য উদ্বিগ্ন কোনো মানুষই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জানমাল ইজ্জতের ঝুঁকি নিতে চায় না। দেখা গেছে, সাহস করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে গিয়ে অনেকে জানমাল ইজ্জত হারিয়েছে।

কিছুদিন ধরে আমরা আমাদের বিভিন্ন লেখায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছি। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, প্রতারণা, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে কোনো নাগরিকের পক্ষেই নিরুদ্বেগ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ

www.pathagar.com

বা গ্রহণের লক্ষণ আজও দেখা যাচ্ছে না। খোদ রাজধানী অবৈধ অস্ত্রধারী, খুনী, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। প্রকাশিত এক রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে, একমাত্র আগস্ট মাসেই রাজধানীতে ২৪ জন খুন হয়েছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরেও খুনের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ছিনতাই, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজির তো কথাই নেই। এক গবেষণা রিপোর্টে থেকে জানা যায়, রাজধানীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয় তার মাত্র এক পঞ্চমাংশ থানায় নথিভুক্ত হয়। একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এক সেমিনারে অবৈধ অস্ত্রধারীর একটা সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। তার মতে, দেশে ১০ লাখ লোকের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং সংসদে জানিয়েছেন, সীমান্ত পথে ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে বেআইনী অস্ত্রও আসছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ১৯৯৪ সালে সীমান্ত পথে আসা ৪শ' ২৩টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং ১৯৯৫ সালে উদ্ধার করা হয়েছে ৩শ ১৮টি। এই সঙ্গে কয়েক হাজার গুলীও উদ্ধার করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভারত থেকে ধরা পড়ে না।

অবৈধ অস্ত্রের আর একটি উৎস দেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ অস্ত্র কারখানা। দেশে অবৈধ অস্ত্রের একটা ভালো ব্যবসা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রগুলো দেশে অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার ঘটাচ্ছে। এখানে ২ হাজার, ৫ হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের অস্ত্রও না-কি বিক্রি হয়ে থাকে। দেশের মোট হত্যাকাণ্ডের ৬০ শতাংশ এই অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে বলে এক পরিসংখ্যানে জানা যায়। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন যে, দেশে ১০ হাজার লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রের কোনো খোঁজ নেই। তিনি ইঙ্গিত করেছেন, এই অস্ত্র বিএনপি ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে রয়েছে, যা ব্যবহৃত হচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজে। শেখ হাসিনার এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এটা তিনিই ভালো জানেন। আর জানার কথা বিএনপি বা ছাত্রদলের। এ অভিযোগের ব্যাপারে বিএনপি বা ছাত্রদলের তরফ থেকে কিছু বলা হয়েছে কি-না, সে তথ্য এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বৃহস্পতিবার ২০ জুলাই '৯৫
উপ-সাম্পকদকীয়

অনির্বাণ

--সত্যসন্ধ

পরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ, তিনি নিজেই গত ১৬ জুলাই অযাচিতভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রীফিংয়ে হাজির হয়ে জানিয়ে দিলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে প্রেস ব্রীফিং নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে সেটা পররাষ্ট্র সচিবের নিজস্ব ব্রীফিং ছিল না, এর পেছনে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সুস্পষ্ট অনুমোদন ছিল। অর্থাৎ আমরা এতদিন পা রেখে লাঠি নিয়ে টানাটানি করে আসলেই বোকামি করেছি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় স্বয়ং পর্দার অন্তরাল থেকে বাইরে এসে আমাদের ভুল ভেঙ্গে দিলেন এজন্য তাঁকে আবারো ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় উল্লেখিত প্রেস ব্রীফিংয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন, যা আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছি। তিনি পররাষ্ট্র সচিবের পূর্বতন প্রেস ব্রীফিং সম্বন্ধে বলেছেন, সেটা কোন সিক্রেট ব্রীফিং ছিল না। তিনি আরও বলেছেন, তিনি পররাষ্ট্রনীতির স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। আমরাও বিশ্বাস করি, একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল নীতিতে স্বচ্ছতা থাকবে, এটাই কাম্য। কারণ গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত বলে এর সকল নীতি জনগণের চাওয়া পাওয়ার হিসাব-নিকাশ তথা জবাবদিহিতার প্রশ্নে দায়বদ্ধ। কোন প্রেস ব্রীফিং শেষ পর্যন্ত গোপন থাকার কথা নয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী বলেই প্রশ্ন করতে হয়, ঢাকায় এতগুলো জাতীয় দৈনিক থাকতে বেছে বেছে মাত্র বিশেষ ছয়টি পত্রিকার প্রতিনিধিকে উক্ত প্রেস ব্রীফিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কোন মানদন্ডের নিরিখে? এই পত্রিকা ছয়টির পাঁচটিই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, এটাই কি ছিল আমন্ত্রণের মাপমাঠি? পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় তো জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচারের নসীহত দান করেছেন, তার সাথে ঐ

www.pathagar.com

আমন্ত্রণ কতটা সঙ্গতিশীল ছিল? পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেছেন, ট্রানজিটের নাকি ভাল মন্দ উভয় দিকই রয়েছে পজিটিভ নেগেটিভ দুই সাইডই আছে এ কথাটা তিনি বললেন, কোন দেশের জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে? কোন দেশের জাতীয় স্বার্থের নিরিখে? তিনি বলেছেন, ডোন্ট ডাউট মাই প্যাট্রিয়টিজম- আমার দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ করবেন না। আমরা তাঁকে আশ্বাস দিতে পারি কারো দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রশ্নই ট্রানজিটের মধ্যে কী কী 'ভাল' তিনি দেখতে পেয়েছেন? কী কী 'পজিটিভ সাইড এর মধ্যে আছে তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা তাঁর দায়িত্ব। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সবকিছু জানার অধিকার আছে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা কোন ব্যক্তি বা নেতার ইচ্ছা নয়।

ট্রানজিট প্রশ্নে কোন চুক্তি বা সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এবং এরকম কোন সমঝোতার কথা যারা বলেছেন,

তাদেরকে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কল্পকাহিনী রচনা থেকে বিরত থাকতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ঐ একই ব্রীফিংয়ে তিনি যেমন ট্রানজিটের ভাল ও পজিটিভ সাইড আবিস্কার করতে পেরেছেন, তাতে তো অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, তিনি ট্রানজিটে কনভিন্সড হয়ে গেছেন, তবে নির্বাচনের আগে কোন পররাষ্ট্র সচিবকে দিয়ে সীমিত পর্যায়ে প্রেস ব্রীফিং করিয়ে গ্রাউণ্ড তৈরি করতে যেয়ে তিনি যে প্রক্রিয়া দেখতে পেয়েছেন সে জন্যই হয়তো তিনি নির্বাচনের আগে এ নিয়ে আর ঘাঁটতে চান না। আমাদের দাবি, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ট্রানজিটের মধ্যে বহু ভাল ও পজিটিভ সাইড আবিস্কার করেছেন, তিনি নির্বাচনের আগেই তা জনগণের কাছে তুলে ধরুন। তিনি যখন পররাষ্ট্রনীতির স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী, তিনি ট্রানজিটের ব্যাপারে নির্বাচনের আগে সবকিছু খুলে না বলে নির্বাচনের পর তা যদি দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চান, তা হবে জনগণের প্রতি প্রতারণার শামিল। আমরা অবাক হয়েছি, বাংলাদেশে কোন অতীত সরকার যে প্রস্তাবে কখনও রাজি হয়নি, একটি জাতীয়তাবাদী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সেই প্রস্তাবের মধ্যে ভাল ও পজিটিভ দিক আবিস্কার করলেন কোন রহস্যজনক কারণে।

www.pathagar.com

ইনকিলাব বুধবার ২৬ মে '৯৩

ভারতের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট করতে মৌলবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইনকিলাব ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে -- চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল চট্টগ্রাম দুক্ষিণ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে, প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বিনষ্ট করার জন্য তাদের ভাষায় মৌলবাদী গোষ্ঠী ও ঐ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাসহ গুটিকয়েক পত্রিকা সুগভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। গতকার এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম ছাত্র দর নেতারা বলেন, যোগাযোগমন্ত্রী ও বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল (অবঃ) অলি আহামদ (বীর বিক্রম)- এর সম্প্রতি ভারত সফর ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের সাথে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অমমিাংশিত সমস্যার সমাধান কল্পে অনুষ্ঠিত পারস্পরিক বৈঠকের দ্বিপাক্ষীয় আলাপ আলোচনাকে কেন্দ্র করে'৭১ এর চিহ্নিত মৌলবাদী পত্রিকা এবং কিছু প্যাড ও সাইন বোর্ড সর্বস্ব জন সমর্থনহীন দর বা পত্রিকা গত কয়েকদিন ধরে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে উদ্ভট, বানোয়াট, কারইনক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন বিবৃতি ও সংবাদ পরিবেশন করে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে গনতান্ত্রিক বিএনপি সরকারের গড়ে ওঠা সুসম্পর্ক বিনষ্ট করতে সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যা (ফারাক্কা সমস্যা), শান্তিবাহিনীজনিত সমস্যা চাকমা শরণার্থী সমস্যা ও অন্যান্য কিছু অমিমাংসিত পারস্পরিক স্বার্থ - সংশ্লিষ্ট সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৎকালীন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে বিএনপি

www.pathagar.com

সরকার প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়ে সমাধানের পথকে প্রশস্ত করেছিলো। তখন দেশীও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত তাদেরকে হত্যা ও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধানের সুযোগ থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলে ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য রাজপথে বিভিন্ন সময় জনগনকে সাথে নিয়ে আন্দেলন গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে গনতান্ত্রিক বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঐ সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বেশ কয়েকবার আলাপ আলোচনা করেছেন। এরই মধ্যে আঙ্গরপোতা -দহগ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী বাংলাদেশের জনগনের দীর্ঘ দিনের দাবি 'তিনবিঘা' সীট মহল জনিত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে পত্রিকাসমুহের লেখার অবস্থা দেখে মনে হয় আপনারা দীর্ঘ দিনের বাংলাদেশের সাথে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের অমীমাংসিত সমস্যাবলীর সমাধান হোক তা চান না? না হয় সমস্যার সমাধানের উপর জোর দিয়ে সকল সমস্যার সমাধান হলে হঢতো পত্রিকার প্রথম পাতায় আপনাদের নিজস্ব সংবাদ এবং প্যাড সর্বস্বদলের উষ্কানিমূলক বিবৃতি ফলাও করে প্রচার করে ফায়দা হাসিলের সুযোগ থাকবে না। আবারও আমরা প্রতিবেশি দেশসমুহের সাথে বাংলাদেশের পারষ্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের পরিপন্থী সংবাদ ও বিবৃতি প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শেখ মোঃ মহিউদ্দিন ও সাধারন সম্পাদক এম মঞ্জুর উদ্দিন চৌধুরী।

www.pathagar.com

একজন সাংবাদিক নিহত ঃ নির্যাতিত ১১৩

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে একজন সাংবাদিক নিহত ও ১১৩ জন নির্যাতিত হয়েছেন। নিহত সাংবাদিক হচ্ছেন যশোরের অভয়নগর প্রেসক্লাবের সদস্য ফারুক হোসেন। এছাড়া ১৫টি পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ, সংবাদ মাধ্যমে ৫২টি হামলা ও হুমকি, ৫টি সেন্সরশীপ এবং ৪৩ জন সাংবাদিককে হয়রানি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। গত ২১শে জুন ১৯৯২ জাতীয় প্রেসক্লাবে পুলিশী হামলায় ২৮ জন সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনাকে সবচেয়ে চরম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
(ইনকিলাব, ১ জানুয়ারী '৯৩)

বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণালংকার ভারতে পাচার

সরকারি সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাবের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশাবলী অমান্য করার কারণে প্রতি বছর দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণালংকার ভারতে পাচার হচ্ছে।
(ইনকিলাব ২ ডিসেম্বর '৯৪)

ধ্বংসের শেষপ্রান্তে এসে ঠেকেছে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প

বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ এবং আতঙ্কজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। .... বিদেশ থেকে সাদা কাগজ আমদানী করলে ১০০ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু প্রিন্টেড শীট অর্থাৎ ছাপা কাগজ আনতে গেলে

www.pathagar.com

শুল্ক দিতে হয় মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ। এর ফলে অনেক প্রকাশক শুধুমাত্র ভারতীয় মুদ্রিত শীটই আনছেন না বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও ভারতীয় শীটে প্রিন্ট করে আনছেন।
(ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর '৯৪)

ভারতীয় ম্যাচে বাজার সয়লাব। দেশী ম্যাচ বিক্রি হয় না। সাত্তার ম্যাচ ফ্যাক্টরী বন্ধ। পাঁচ'শ শ্রমিক বেকার

বান্দরবন জেলার বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান সাত্তার ম্যাচ ফ্যাক্টরীটি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয়ায় এখানকার পাঁচ শতাধিক কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছে।
(ইনকিলাব, ১৮ ডিসেম্বর '৯৪)

সর্বগ্রাসী সঙ্কটের কবলে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিঃ টালমাটাল অবস্থা

বাংলাদেশ এক সর্বগ্রাসী সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। দু'দিন আগে যেসব পণ্য ছিল রফতানীর আইটেম, আজ সেসব পণ্যের সরবরাহ এত দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে যে, রাস্তাঘাটে এখন ঐসব সামগ্রী গরীব চাষীরা লুট করা শুরু করেছে। গত সাড়ে পাঁচ মাসে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কেজি প্রতি ৫ টাকা এবং মণ প্রতি অন্যূন ২০০ টাকা। এই সেদিনও বাংলাদেশ বিদেশে রফতানী করেছে ৪ লক্ষ টন সার। আর আজ চাষীরা সরকার নির্ধারিত ২৩০ টাকা মূল্যে ৫০ কেজির প্রতি ব্যাগ সার ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় কিনতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের ২৩ বছরের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সার লুট করার সহিংস ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

গত বছর পর্যন্ত যে কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট বিদেশে রফতানী করা হতো আজ সেই কাগজের চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে ভারত থেকে আমদানী করা কাগজ দিয়ে। '৯৪ সালের ঈদেও যেখানে শাড়ী ও জামা-কাপড়ের বাজার ছিল স্বদেশে প্রস্তুত শাড়ী ও জামা কাপড়ের দখলেও সেখানে মাত্র এক বছর পর '৯৫ সালের ঈদে বাংলাদেশের শাড়ী কাপড়কে হটিয়ে দিয়ে বাজার দখল করেছে ভারতীয় শাড়ী কাপড়। চাল, চিনি, লবণ ও শাড়ী কাপড়ের পর গত কয়েকদিন হলো ভারতীয় আটা-ময়দায় বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে গেছে।... অর্থনীতি ও রাজনীতির অঙ্গনে অকল্পনীয় দ্রুততার সাথে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনাবলী বাংলাদেশের গন্তব্যকে অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করছে। .... মাত্র তিন মাস আগে বিগত ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রী জহিরুদ্দিন খান দিল্লীতে তৎকালীন ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সাথে বাংলাদেশ থেকে নিউজপ্রিন্ট এবং সারের রফতানী বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ঘড়ির কাটা উল্টা ঘুরলো। এখন ভারতীয় চাল খেয়ে ভারতীয় হোয়াইট প্রিন্ট এবং ভারতীয় নিউজপ্রিন্টে আমরা লিখছি।

(ইনকিলাব, ১২ এপ্রিল '৯৫)

ভোটের পরিচয়পত্র বানাবার ভার দেয়া হচ্ছে কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর। 'র' এর সর্বনাশা ফাঁদে পা দিতে বসেছে নির্বাচন কমিশন

সামনে সাধারণ নির্বাচন। এ উপলক্ষে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ভোটারদের জন্য 'পরিচয় পত্র' ইস্যু করার ব্যবস্থা নিয়েছে। তুমুল তোড়জোর চলছে পরিচয় পত্র (আইডেনটিটি কার্ড) তৈরি করার। পরিচয়পত্র তৈরি নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিশাল জাল বিস্তার করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পরিচয়পত্র তৈরি করার

www.pathagar.com

জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠাসমূহ এবং ঢাকায় অবস্থিত দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে দেশের পরিচিতি কার্ড তৈরি করতে পারে, আগ্রহী এমন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোটেশন আহবান করে। দেশ-বিদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এই আহবানে সাড়া দেয় এবং বিপুল সাড়া পাওয়া যায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে।.... জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনারের কারসাজিতে অন্যান্য সকল আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ভোটারদের পরিচিতিকার্ড তৈরির জন্য বাছাই করা হয়েছে।

(ইনকিলাব, ৪ মে '৯৫)

ঠাকুরগাঁওয়ের ৪ থানায় সরকারি বীজ ক্রয় কেন্দ্র বন্ধ। বাজারে ভারতীয় বীজের ব্যবসা

জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৪টি থানাতেই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বীজকেন্দ্র বন্ধ হবার ফলে কৃষিজীবীরা আগামী আমন মওসুমের এবং বর্তমান পাট চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে পারছেনা। গত বছর কৃষকরা শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে আমন চাষ করতে পারেনি। ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

(ইনকিলাব, ২৪ মে '৯৫)

www.pathagar.com

ভারতীয় নিম্নমানের চাল নিয়ে ভেলকিবাজি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৫শ' টন চাল সরকারি গুদামে গ্রহণ করা হয়েছে

ভারত থেকে আমদানীকৃত নিম্নমানের সেই চালের মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরর নির্দেশে যশোর সরকারি খাদ্য গুদামে ৫শ' টন চাল গ্রহণ করা হয়েছে। বাকী চাল আমদানীকারক যশোরের একটি ভাড়া করা গুদামে তুলেছেন। এখন ঐ চাল খোলাবাজারে বিক্রির পাঁয়তারা চলছে।

(ইনকিলাব, ৩ জুলাই '৯৫)

চোরাচালানের তালিকায় নয়া আইটেম ঃ ভারতীয় শিং মাগুর

চোরাচালানী তালিকায় এখন স্থান পেয়েছে শিং-মাগুর মাছ। ইদানীং ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গার মাছের বাজার ভারতীয় শিং মাগুরে সয়লাব হয়ে গেছে। প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার ইলিশ মাছ পাচারের বিনিময়ে ভারত থেকে আসছে শিং-মাগুর, ব্যবসাও চলছে দেদার।.... চাহিদার কারণে একেক পণ্যের কদর বাড়ে। মাসখানেক আগে লবণ ও চিনির প্রচুর চাহিদা ছিল। সেই সাথে ফল, ব্লেড, শাড়ী-কাপড় ও মোটর পার্টস তো এসেই থাকে। তবে এখানে সবগুলো ভারতীয় পণ্যের চাহিদা থাকলেও মাগুর মাছের বাজারটি জমজমাট।

(ইনকিলাব, ৩ জুলাই '৯৫)

www.pathagar.com

ভারতীয় স্বার্থ-উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থ উদ্ধারের দায়িত্ব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে বলে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। ..... বর্তমানে ভারত যে প্রস্তাবটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা-দিতে হবে, যার সুযোগে ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে অবাধ সংযোগ রক্ষা করতে পারে।.... এই দুটি প্রস্তাবকেই বাংলাদেশ মহাবিপজ্জনক প্রস্তাব হিসেবে বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছে।... কয়েকদিন আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুই পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠকের ফলো আপ বৈঠকে যোগ দিতে ঢাকা এসেছিলেন। দুদিন ধরে আলোচনা শেষে দুই পররাষ্ট্র সচিবই আলাদা আলাদা সংবাদ সম্মেলন করেন। তাদের বৈঠকে তারা ট্রানজিট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন কি না তাদের সংবাদ সম্মেলনে কিছু বলেননি।... এর দু'দিন বাদেই ২৯ জুন বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান বেছে বেছে কয়েকটি দৈনিকের কূটনৈতিক সংবাদদাতাদের বিশেষ একটা ব্রিফিং দেন। জানা যায়, ঐ বিশেষ ব্রিফিং-এ ফারুক সোবহান বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ট্রানজিটের পক্ষে অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

(ইনকিলাব, ৬ জুলাই '৯৫)

www.pathagar.com

জিয়া কাস্টমস কতিপয় শুল্কযোগ্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়েছে। বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্য নির্ভর করার পাঁয়তারা

ঢাকা কাস্টমস হাউস কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি কতিপয় শুল্কযোগ্য পণ্যের মূল্য ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই মূল্যবৃদ্ধি ঐ সব পণ্যের আমদানীকারদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। একমাত্র জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কাস্টমস ছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর এবং বেনাপোল স্থল বন্দরে মূল্যবৃদ্ধি হয়নি। এর ফলে একই পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দর দিয়ে নিয়ে আসা হরে যে পরিমাণ শুল্ক দিতে হবে তা বিমানে নিয়ে আসা হলে অনেক বেশী পড়বে। হঠাৎ করে মূল্যবৃদ্ধিকে আমদানীকারকরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন। তারা মনে করছেন, একই পণ্য কম শুল্ক দিয়ে অধিক মাত্রায় ভারত থেকে বাংলাদেশে যাতে আসতে পারে, তারই সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে।

(ইনকিলাব, ২২ জুলাই '৯৫)

ভারত থেকে আসছে ভেজাল সার ও ক্ষতিকর কীটনাশক

ভারতীয় ভেজাল সার ও ক্ষতিকর কীটনাশকে এদেশের বাজার এখন সয়লাব। ভারত থেকে আসা নিম্নমানের এসএসপি সারে কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছে। আর ভারতীয় ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কৃষকরা এখন ভুগছে হতাশায়। দেশের বিভিন্ন টিএসপি হিসেবে অবাধে ভারতের দানাদার এসএসপি সার বিক্রি হচ্ছে।

(ইনকিলাব, ২৯ জুলাই '৯৫)

www.pathagar.com

বৃহত্তর ফরিদপুর ভারতীয় পণ্যে সয়লাব

বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫টি জেলা বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হয়েছে। গোপন পথে আসা এই সকল জিনিসপত্র অনেক এলাকায় প্রকাশ্যেই ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ দল সুকৌশলে স্থানীয়ভাবে পণ্য সামগ্রী পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে।... অভিযোগ প্রকাশ, বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন বাজার হতে একশ্রেণীর লোক নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে থাকে। সে কারণে ভারতীয় অবৈধ পণ্য আনা-নেওয়ায় ব্যবসায়ীরা নিরাপদ বোধ করে।
(ইনকিলাব, ২৫ অক্টোবর '৯৫)

বাংলাদেশ কি ভারতের অর্থনৈতিক কলোনীতে পরিণত হতে চলেছে?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে বিগত '৯৪-৯৫ অর্থ-বছর অর্থাৎ বিগত ২৪ বছরের মধ্যে '৯৪-৯৫ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশে আমদানীর পরিমাণ সর্বাধিক। আলোচ্য অর্থ-বছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানী করছে ২ হাজার ৫শ ৮৮ কোটি ৯১ লাখ টাকার দ্রব্য সামগ্রী। পক্ষান্তরে আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ ভারতে রফতানী করেছে মাত্র ১শ ১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকার পণ্য সামগ্রী। শুধুমাত্র আলোচ্য অর্থ-বছরেই নয়, স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ২৪ বছরের মধ্যে বিগত ৪ বছর অর্থাৎ '৯১-৯২ অর্থ-বছর থেকে শুরু করে '৯৪-৯৫ অর্থ-বছর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানী করেছে ৬ হাজার ৪শ' ৬৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকার পণ্য দ্রব্য। পক্ষান্তরে আলোচ্য ৪ বছরে ভারতে রফতানী করেছে মাত্র ৩শ' ১৪ কোটি ৮৪ লাখ টাকার পণ্য দ্রব্য। অর্থাৎ এই চার বছরে ভারত থেকে আমদানীর তুলনায় ভারতে রফতানীর পরিমাণ মাত্র ৪.৩%।... '৭২-৭৬ এই চার বছরে ভারত থেকে আমদানীর তুলনায় ভারতে রফতানীর পরিমাণ ছিল ১২.৪৫%।
(ইনকিলাব, ২৩ ডিসেম্বর '৯৫)

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রামের দৃষ্টিতে বি এন পির শাসনামল

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১৩ মার্চ '৯৫

আইন-শৃঙ্খলা --সম্পাদকীয়

গত শনিবার দুপুরে নগরীর গোলাপবাগের ধলপুর এলাকায় স্থানীয় চাঁদাবাজ মাস্তানদের সাথে দোকানদারদের এক সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুত্বর। খবরে বলা হয়, শনিবার দুপুরে স্থানীয় কয়েকজন যুবক গোলাপবাগ মাঠের কাছে কয়েকটি দোকানে চাঁদা চায়। দোকানীরা চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে যুবকরা ক্ষুব্ধ হয়। পরে দুপুরে সোয়া তিনটার দিকে যুব মাস্তান দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দোকানীদের ওপর হামলা চালায়। দোকানীরা মাস্তানদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলে মাস্তান দল এলোপাতাড়ি, গুলী ছোঁড়ে ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে আহত হয় দশজন, যাদের মধ্যে পাঁচজন এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

খবরের বিষয়বস্তু গল্প বা চলচ্চিত্রের মতই সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ হলো ঘটনার আবহ যা রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে এনে দাঁড় করায় প্রশ্নের মুখোমুখি। বলতে বাধ্য যে, খোদ রাজধানী শহরেই যখন প্রকাশ্য দিবালোকে এবং কথায় কথায় এ ধরণের রাহাজানি চলতে পারে, তাহলে অবস্থা কী রাজধানীর বাইরের গোটা দেশটার? চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হাঙ্গামা, ছিনতাই ইত্যাদির অসংখ্য খবর জমা হয়ে আছে আমাদের সামনে। খুলনায় গত সপ্তাহে গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে তিনজন। ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই হয়েছে লাখ টাকার প্রাইজবন্ড ও নগদ টাকা। এমনি খবর অসংখ্য। এতগুলো চোখ রাখলে মনে হয় দেশটা এখন বিপজ্জনক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। উদ্বেগজনক হারে দেশব্যাপী বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে উদ্বেগজনক হারে অপরাধ প্রবণতা

www.pathagar.com

বেড়েছে গত চার-পাঁচ বছরে। রাজনীতির সমীক্ষায় এ সময়টাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক শাসনের কাল। এ অভিযোগ অমূলক বলার উপায় নেই। পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, গত দু'বছরে দেশে সর্বমোট ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩শ' ২২টি বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এসব অপরাধের মধ্যে ডাকাতি ১ হাজার ৫শ' ৮৫টি দস্যুতা ২ হাজার ৫৪টি সিদেল চুরি ১ হাজার ৩শ' ১২টি চুরি ১৬ হাজার ৩শ"৯৯টি, খুন ৪ হাজার ১শ' দাঙ্গা ১১ হাজার ৬শ

৫৮টি এবং অন্যান্য অপরাধ ১০ হাজার ১শ' ৭৫টি। বোধকরি 'অন্যান্য' শিরোনামের আওতায়ই রয়েছে বাঁদাবাজি, মাস্তানী, ধর্ষণ, জুলুম, নির্যাতন, অপহরণ প্রভৃতি অপরাধগুলো। মোটকথা, সবমিলিয়ে অপরাধের চিত্র খুবই আশংকাজনক।

শোনা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ৮০ হাজার লোকের কাছে রয়েছে অবৈধ অস্ত্র। আর ২ হাজার অবৈধ অস্ত্র কারখানার মধ্যে ঢাকাতেই নাকি রয়েছে ১ হাজার। অন্যদিকে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে চলছে প্রতিবেশি দেশ থেকে অস্ত্র তৈরি ও ব্যবসা হলো মুড়ি মুড়কির মতো। সুতরাং অস্ত্রধারীদের মস্তক গরম হওয়া এবং আইন শৃঙ্খলাকে উত্তপ্ত করে তোলা আশ্চর্যের কিছু নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। গোলাপবাগের অসহায় ব্যবসায়ীদের মতোই, বলতে গেলে, অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েছে দেশের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। সুতরাং হতাশার সাথে শুধু এ প্রশ্নই এখন করা যেতে পারে এরপর।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ১৭ জুন '৯৫

আবার একশ' চুয়াল্লিশ ধারার অপপ্রয়োগ

---সম্পাদকীয়

বিরোধী দলের সভা-সমিতি এবং অনুমোদিত স্থানে জনসভা করা এ জাতীয় নেতাদের জন্য অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে। লক্ষণটা বর্তমান ক্ষমতাসীনদের জন্য আত্মঘাতী তা বলাই বাহুল্য। তবুও রংপুরে জামায়াতে ইসলামী আহূত এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা যথাসময়ে অনুমতিপ্রাপ্ত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানের জনসভাস্থলে স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিরাট ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

মনে হয়, রংপুর জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় বিপুল জনসগমের আভাস পেয়েই স্থানীয় প্রশাসন সভা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারার আশ্রয় নিয়েছেন। এতে বর্তমান সরকারের অভ্যন্তরীণ দিশাহারা অবস্থা এবং রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের যে অভিযোগ পাওয়া গেল, তাতে এদের থেকে কোনো বিরোধী দলই আর গণতান্ত্রিক আচরণের আশা করতে পারে না। ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক বহিরঙ্গে এখন পরাজয়ের লক্ষণ এবং অন্তরঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক দিগভ্রান্তিক চিহ্ন কি ফুটে উঠতে শুরু করেছে? তারা প্রতিপক্ষের জনসমাগমই যখন আর সহ্য করতে পারছেন না, তখন এটা কি তাদের দিন ফুরিয়ে আসার লক্ষণ নয়?

আমরা বিএনপি সরকারে এই আকস্মিক ১৪৪ ধারা নির্ভর বাকস্বাধীনতা বিরোধী প্রয়াসের নিন্দা না করে পারছি না। এতে গণমানুষ এবং দেশের বিরোধী দলগুলোর জনসভা করার সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে।

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে ১৪৪ ধারা জারি করা আর গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার গলা টিপে ধরা একই কথা। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনরা কতদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন? আমরা মনে করি, ১৪৪ ধারার অস্ত্র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীনদের সকল দুর্বলতা ধরা পড়ে চুয়াল্লিশ ধারার আশ্রয় নিয়ে যেমন অতীতের কোনো স্বৈরাচারী শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পারেননি, তারাও কি পারবেন?

আমরা কারো জনসভা ভাঙ্গার ঘোর বিরোধী। তার চেয়েও বিরোধী ১৪৪ ধারার অপপ্রয়োগের। সরকার চান বা চান বিরোধী দল তথা জামায়াতে ইসলামী তাদের কর্মসূচী অনুযায়ী সারাদেশে সভা-সমিতি করেই যাবে। কারণ গণতন্ত্রসম্মত পন্থা আর কি আছে? আমরা ভালো করেই জানি চালাকি আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষের সভা স্তব্ধ করা যায় না।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৪

উপ-সম্পাদকীয়

বামের প্রতি আস্থা জনগণের অনাস্থা ত্বরান্বিত করে

---এবনে গোলাম সামাদ

আমাদের দেশের বামপন্থীরা আজ আদর্শিত দিক থেকে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। আর্থিক দিক থেকেও আজ তারা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়বার পর এবং চীনে মার্কসবাদ পরিত্যক্ত হবার পর, তারা ভেবে পাচ্ছে না, কিন্তু তারা অনেকেই ভিড়ছে মার্কিন পক্ষে। আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন NGO সংস্থায়। আর আমেরিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে মুসলিম মৌলবাদ রুখবারই কথা। তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়, দেশে আর কোন সমস্যা নেই, একমাত্র মৌলবাদ ছাড়া। এককালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের কাছে ছিল চরম শত্রু। কিন্তু আজ সেই একই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে তাদের কাছে পরম মিত্র। আমরা মার্কিনপন্থী আর

www.pathagar.com

বামপন্থীদের একই মঞ্চ থেকে মৌলবাদ বিরোধী বক্তৃতা দিতে দেখছি। যা কিছুদিন আগেও ভাবতে পারা যেত না।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের বামফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে যেয়ে বলেছেন, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর অনৈক্যের জন্যে দেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থান সম্ভবপর হচ্ছে। কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে মুসলিম মৌলবাদ, তার উত্থান কেবল যে বাংলাদেশেই ঘটছে, তা নয়। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও হতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে এ দেশে বামপন্থীরা হল গণতান্ত্রিক শক্তি। কিন্তু কে না জানে, বামপন্থীরা মতবাদিক দিক থেকে কদিন আগেও বলেছে, বহুদলীয় গণতন্ত্র হল একটা ধাপ্পাবাজি! প্রধানমন্ত্রী কি এদের অতীত সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন? সর্বোপরি, তিনি কি করে ভাবতে পারছেন, বামফ্রন্ট তাঁকে আগামী নির্বাচনে শক্তি যোগাবে? এদেশের মানুষ আর যাই হোক, বামদের কথায় বিএনপিতে ভোট প্রদান করতে যাবে না। বরং বামদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাবার অর্থ হল জনমনে নিজেদের সম্বন্ধে আরো অনাস্থার সৃষ্টি। বিএনপি নেত্রী বামশক্তির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। হয়েছিলেন, যারা বাম নয়, তাদেরই সমর্থনে। অথচ, আজ বিএনপি নেত্রী সাজতে চাচ্ছেন বামপন্থী পোশাকে। আর আমেরিকাকে খুশী করার জন্যে আওড়াতে চাচ্ছেন, মৌলবাদ বিরোধী বুলি। আওয়ামী লীগ নেত্রী যখন ওমরাহ করছেন এদেশের মুসলিম আবেগকে পক্ষে যাবার জন্যে, তখন বিএনপি নেত্রী চাচ্ছেন বামপন্থী শক্তির সহযোগিতা। এটাকে আর যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচালক বলে মনে করা চলে না।

দেশের অধিকাংশ মানুষই কোন রাজনৈতিক দল করে না। কিন্তু তাদের অনেকেই সহানুভূতি থাকে কোন না কোন দলের উপর। বিএনপির উপর অতীতে যাদের সহানুভূতি ছিল, তাদের একটা অংশ আজ ক্রমশঃ তার উপর বিশেষভাবে বিরূপ হয়েই উঠছে। বিরূপ হয়ে উঠছে বিএনপির পরম সুবিধাবাদী নীতির জন্যে। মানুষ বুঝতে পারছে না, বিএনপি আসলে দেশটাকে কোন পতে পরিচালিত করতে চাচ্ছে! বিএনপি জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

স্বরূপ কি? সর্বোপরি, অনেকেই মনে করছেন, বিএনপি নেত্রী দেশের জনমতকে অস্বীকার করে বিদেশী শক্তির তোষণ করে থাকতে চাচ্ছেন ক্ষমতায়। অথচ দেশের মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় এনেছিল ভিন্ন কথা ভেবেই। তারা ভেবেছিল, বিএনপি একটা প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে চলবে। ঘটাবে দেশাত্মবোধের বিকাশ। কিন্তু দল হিসেবে বিএনপির মধ্যে এখন শোনা যাচ্ছে কেবল একটা খাই খাই কোলাহল।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ১৯ ফেব্রুয়ারি '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সংকট, আদালত এবং জনগণ

---এবনে গোলাম সামাদ

বিলাতের মানুষ স্বাধীনতা যেমন চেয়েছে, তেমনি চেয়েছে নানা বিষয়ে সমন্বয় বজায় রাখতে। অনুসরণ করতে চেয়েছে, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরিবর্তনের নীতি। বিলাতে গণতন্ত্র তাই অনেক দেশের তুলনায় হতে পেরেছে অনেক বেশী টেকসই। কিন্তু আমরা পরিচয় দিচ্ছি না এরকম কোন মনোভাবের। তাছাড়া আমাদের দেশে যে দল বা যাঁরাই ক্ষমতায় আসেন, তাঁরা ভাবেন দেশটা হলো তাদের। সে দলের সমর্থনে চান ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশটাকে লুটপাট করতে। আমার মনে পড়ছে, বিএনপির একজন সাবেক ছাত্রনেতার কথা। সে কিছুদিন আগে আমাকে হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে বলে, বিএনপির অনেকই টাকা করছে। তার দুঃখ সে কিছুই করতে পারছে না। আমি বলি, "টাকা করে বদনাম করলে তোমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে? সে যা বলে, তাহলো, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খারাপ হবে না। টাকা ছাড়া এ দেশে রাজনীতি হয় না। যারা টাকা করে, তাদের

www.pathagar.com

বিপক্ষে মানুষ কিছুদিন হৈ চৈ করে। পরে ভুলে যায়। এ হলো, এককালের একজন ছাত্রনেতার বক্তব্য। সে আমাকে যা খোলাখুলি, বলেছে, অন্যরা তা বলেনি। কেবল বিএনপির নেতা কর্মীদেরই যে এই মনোভাব তা নয়। দেশে অন্য যেসব রাজনৈতিক দল আছে (দু' একটি দল ছাড়া) তার মধ্যে আছে এরকম মনোভাব সম্পন্ন তরুণরা। তাই এ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় হয়, আমাদের মত অনেক বৃদ্ধের। অধিকাংশ মানুষ এ দেশে নির্বাচনে প্রার্থী হন, লুটপাটের স্বপ্ন নিয়ে। আমাদের গণতন্ত্রের সংকটের এটাও হলো আর একটি বড় কারণ। দল ছাড়া আধুনিক গণতন্ত্র চলে না। আর ভাল দল ছাড়া ভাল গণতন্ত্র হয় না। দেশের মানুষ ভাল লোক বেছে ভোট দিতে না। পারলে, ভাল দল গড়বার চেষ্টাইবা হতে পারবে কিভাবে। নাগরিক সচেতনতার অভাবও আমাদের মধ্যে প্রকট।

বিএনপির কেউ কেউ বলছেন, আদালতে মামলা করে বিরোধী দল সংসদ সদস্যদের সম্মান ক্ষুন্ন করেছে। কিন্তু কি ভাবে? সংবিধান যখন একটা আছে, তখন সংবিধানের ব্যাখ্যা আদালত ছাড়া আর কে দিতে পারে? সংবিধান হলো সব আইনের শেষ আইন। যদি তাই হয়, তবে কোন আইন সংবিধান সম্মত না হলে, তা বাতিল হয়ে যাবে। কোন দল যদি সংবিধান ভঙ্গ করে কোন কিছু করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেবার জন্যে আদালতের স্মরণ নেবার অধিকার থাকতে হবে,সব নাগরিকের। তবে একটা দেশে আইন বদলাবার জন্যে আন্দোলন হতে পারে। আন্দোলন হতে পারে সংবিধান পরিবর্তনের জন্যে। সে ক্ষেত্রে আদালতের কিছু করণীয় নেই তা হলো আদালতের এখতিয়ারের বাইরের ব্যাপার। সেটা হলো, ঐ যাকে বলে, "পপুলার সভরেন্টি", তার এলাকা।

বিএনপি চাচ্ছে, কালক্ষেপণ করে তার পাঁচ বছর টিকতে কিন্তু অহেতুক কালক্ষেপণ নীতি ভাল নয়। মানুষ ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে।

বিএনপির সিদ্ধান্তহীনতা মানুষকে বিরূপ করে তুলেছে তার উপর। বিশেষ করে বিরূপ করে তুলেছে এ দেশে ডানপন্থীদের। মামলা মকদ্দমা করে এর কোন সুরাহা হতে পারবে না। আদালত একটা দেশের রাজনীতিতে কিছুটা

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা অবশ্যই দিতে পারে, কিন্তু দেশে একবার জনমত সে ভাবে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলে অদালত তা কখনো নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। রাজনীতি এগিয়ে চলে তার আপন ধারায়। জনগণই একমাত্র এর নিয়ন্ত্রক।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ১ জানুয়ারি '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

চরমপন্থা গণতন্ত্রের অনুকূল নয়

--এবনে গোলাম সামাদ

গণতন্ত্রে কোন দিন কোন দল চিরদিন ক্ষমতায় থাকে না। এক দল ক্ষমতা থেকে যায় আর আরেক দর ক্ষমতায় আসে। দলমত এক থাকে না। জনমত বদলায়। যে আশা নিয়ে মানুষ একটা দলকে ভোট দেয়, সে আশা পূর্ণ না হলে একটা দলের প্রতি জনমত বিরূপ হয়ে ওঠে। একটা দল জনপ্রিয়তা হারায়। হারায় ক্ষমতায় থাকবার অধিকার। গণতন্ত্র নির্ভর করে রাজনৈতিক দল, জনমত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। এর একটার অভাব ঘটলেই আধুনিক গণতন্ত্র আর অর্থবহ থাকে না। দল হিসেবে বিএনপি যেসব কথা বলেছিল, ক্ষমতায় গিয়ে তা রাখেনি। বিএনপি তার জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি বজায় রাখতে অনেকক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি করা, পশ্চিমা দেশের চাপে তসলিমা নাসরিনকে ছেড়ে দেয়া বিএনপির ভাবমূর্তিকে বিশেষভাবেই ক্ষুন্ন করেছে। বিএনপির আমলেই বাংলাদেশের বাজারে অন্য যে কোন সরকারের সময়ের তুলনায় ভারতীয় পণ্য বেশি বিক্রি হচ্ছে। আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কাছে ভারতপন্থী দল কিন্তু বিএনপির ভারত তোষণ নীতি যেন আওয়ামী লীগকেও হার মানাতে চলেছে। নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের দাবিটা গোড়ায় ছিল কেবল মাত্র জামায়াতে ইসলামীর কিন্তু মাগুরার উপ নির্বাচনের পর তা হয়ে ওঠে সমস্ত বিরোধী

www.pathagar.com

দলের দাবি। বিএনপির ভ্রান্তনীতিই আজ নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের দাবিকে গণদাবি করে তুলেছে। বিএনপি নেতারা ভেবেছিলেন, তাঁরা যা করবেন এদেশের মানুষ তার সমালোচনা করবে না। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা ছিল ভুল। তাদের নীতি তাঁদেরকে আজ অনেকটা ভারত-তোষণকারী শক্তি হিসেবে দেশের মানুষের কাছে চিহ্নিত করতে চাচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ১৩ জুন '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

ক্রমবর্ধমান হত্যা-সন্ত্রাস এবং আইনের শাসন

---আবু জিবরান

অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সমগ্র দেশ আজ প্রকম্পিত। খুন হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, মাস্তানী ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এখন প্রতিদিনকার অনিবার্য অনুষঙ্গ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম সংখ্যক ছেলেরাই এখন বইপত্র নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে। স্কুলগুলোরও প্রায় একই চালচিত্র। সেখানকার কচিকচি ছেলেরাও আজকাল আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখে গেছে। তারাও মুখের ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

দেশে এখন একটি 'গণতান্ত্রিক সরকার আছে। দেশের জনগণ তাদেরকে বিশ্বাস করে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু কার্যত তারা জনগণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করে যাচ্ছে। দেশের সন্ত্রাস আর হত্যা রোখার পরিবর্তে বরং বিএনপির আমলে খুন খারাবীর অসহ-ঘটনাবলী আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে। গত ৭ই জুন বুধবার চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর জুবিলী রোডের 'নাসিমন ভবন' এ বিএনপির চট্টগ্রাম মহানগরী কার্যালয় থেকে গোয়েন্দা পুলিশ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদসহ একজন যুবককে গ্রেফতার করলো। পর মুহূর্তেই বিএনপি ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা

www.pathagar.com

পুলিশের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ঝাপিয়ে পড়লো। এক ঘন্টার মধ্যে তারা প্রায় ৩০৩ রাউন্ড গুলীবর্ষণ এবং বোমা ফাটালো। তাদের সম্মুখে যুদ্ধে টিকতে না পেরে কোতায়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কয়েকজন পুলিশ ড্রেনের মধ্যদিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। খবরটি দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশের জনগণ খবরটি পড়েছেন। যারা দলের নেতা-কর্মীদের হাতে অবৈধ অস্ত্র তুলে দেয় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্যে, তারা যে দেশ থেকে সন্ত্রাস লালন ছাড়া উচ্ছেদ করতে সক্ষম নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিএনপির অনুসৃত নীতির ফলেই আজ সারাদেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সন্ত্রাসীদের যেন লালন চলছে পরম আদরে। ক্ষমতার মোহে তারাও ভুলে গেছে তাদের কৃত ওয়াদার কথা। দেশ ও দেশের অবস্থা কোথায় যাচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। দেশের আইন, নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল কিছু পদদলিত হচ্ছে। দেশের হাহাকার, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্বের অভিশাপ। প্রতি মুহূর্তে খুনের ঘটনাবলী ঘটে চলেছে দেশের কোথাও না কোথাও। চাঁদাবাজ, দাঙ্গাবাজ, হন্তা, আর মাস্তানদের হাতে দেশের জনগণ আজ জিম্মি। দেশে এতো বিশৃঙ্খলা, এতো অরাজকতা তবুও বিএনপি সরকার নীরব, নিশ্চুপ। তাদের ভেতর কোন ব্যর্থতার জ্বালা নেই। অপমানের গ্লানি নেই। সংকট নিরসনে কোন পদক্ষেপ নেই। আছে কেবল ক্ষমতার লিপ্সা। আছে কেবল দলীয় আধিপত্য বিস্তারের মোহ।

কিন্তু এখানেই শেষ কথা বলে আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি, একটা দলের একটা দেশ অনেক বড়। দেশের জনগণকে সাময়িকভাবে বোকা বানিয়ে স্বল্প সময়ের জন্যে ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে, কিন্তু সেটার টেকসই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। জনগণকে বোকা ভাবলেও আসতে তা নয়। তারা এখন যথেষ্ট সচেতন। বিএনপির ক্রমাগত অমার্জনীয় কার্যকলাপই তাদেরকে আরও সতর্ক হতে বাধ্য করেছে। নিরুপায় হয়ে সরল বিশ্বাসে যে ভুল জনগণ একবার করেছে, আবার যে সেই একই ভুল তারা করবে-এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

আমরা এখনো বিশ্বাস করি দেশ থেকে সন্ত্রাসী নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হলো প্রথমে বিএনপিকেই সন্ত্রাসমুক্ত হতে হবে। তাদেরকে সন্ত্রাসী ও আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে অবৈধ অস্ত্র। তারা যদি অস্ত্রমুক্ত হতে পারে তাহলে আশা করা যায় তারা দেশকেও সন্ত্রাসমুক্ত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সেটা কি তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব?

দৈনিক সংগ্রাম শনিবার ৩ জুন '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

ডাল ভাতের রাজনীতি বনাম দারিদ্র ও অনাহার

---আবু জিবরান

বিএনপি সরকার বড়গলায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আমরা দেশের মানুষের ডালভাতের ব্যবস্থা করেছি। ডালভাতের কথাটা তারা বিভিন্ন জনসভা আর বক্তৃতা মঞ্চে খুব গর্ব করে বলতেন ডালভাতও যে সৌখিন খাদ্যের তালিকায় অন্তভূক্ত হতে চলেছে সে কথা বোধকরি তারাও এখন বুঝতে পেরেছেন। চালের বাজার উত্তপ্ত। তের টাকার চাল বিশ টাকা। আর ডাল এখন চল্লিশ টাকা কেজি। এককালে 'মাছে ভাতে বাঙালী' কথাটা চালু ছিল। বিএনপি সরকার 'ডাল ভাতে বাঙালী' কথাটা সম্ভবত প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ডাল ভাতও এখন সাধারণ মানুষতো দূরে থাক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছেও স্বপ্নের হরিণে পরিণত হতে চলেছে।

'ডাল ভাতের হাঁড়িতে এখন কাকের পালক। 'উন্নয়নের জোয়ারে' মানুষ ভেসে যাচ্ছে সীমাহীন দারিদ্র্য আর অনাহারের দেশে। বাকী কেবল মৃত্যু। এই 'মৃত্যুর কর্মসূচী ' ও হয়তোবা হিংস্র বাঘের মত অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়বে ভাগ্যহত, নির্যাতিত কঙকালসার এই জাতির ওপর।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম মঙ্গলবার ৩ অক্টোবর '৯৫
উপসম্পাদকীয়,

সন্ত্রাস নয় শান্তির পথে আসুন ---আবু জিবরান

কেমন আছে বাংলাদেশ? কুশল বিনিময়ের মতো করে যদি ভদ্রতা সৌজন্যতার খাতিরে জবাব দিতে হয় তাহলে বলতে হয়, এইতো আছে আর কি? দিন কেটে যাচ্ছে কোন রকমে। কিন্তু এটা মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি সত্য বলতে হয় তাহলে বলতেই হবে যে, না-বাংলাদেশ এখন আদৌ ভাল নেই। দেশের গায়ে কম্পন দিয়ে জ্বর বইছে। ক্রমাগত হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, বাহাজানি আর ধর্ষণ-ডাকাতির ব্যাধিতে বাংলাদেশ এখন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত কেবলই তড়পাচ্ছে। আর দেশের মানুষগুলো কেমন আছে? এ প্রশ্নের জবাবটা সুধী পাঠক দয়া করে আপনারাই বুকে হাত রেখে একবার দিতে চেষ্টা করুন। আপনি যেমন আছেন, ভাববেন আপনার মতই দেশের আর দশজন তেমনটি আছেন। হতে পারে তার চেয়েও তাদের খারাপ অবস্থা। খুশি আর সুখী থাকার মত দুর্লভ ভাগ্য দেশের মানুষ যে হারিয়ে ফেলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখা কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আপতত কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে সাম্প্রতিককালের মাত্র কয়েকটি সন্ত্রাসমূলক দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করবো, যা কেবল ছাত্রদল এবং বিএনপির সন্ত্রাসীদেরকে দিয়েই সংঘটিত হয়েছে। কয়েকদিনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি অংশ বিশেষ তুলে ধরছি।

ক্রাইম পয়েন্ট পাবনা ঃ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দুপুরে পাবনা সরকারি শহীদ বুলবুল কলেজে ছাত্রদের সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় কলেজের সাধারণ ছাত্রসহ শিবিরের ১০জন ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়া পাবনা শহর এবং জেলার সদর থানা ও ঈশ্বরদী থানার বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলেল মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পৃথক পৃথক তিনটি সশস্ত্র সংঘর্ষে দু'টি শিশু ৪ জন নিহত ও কমপক্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। এ সময়ে সন্ত্রাসীরা বাড়ি-ঘর ভাংচুর এবং ব্যাপক লুটতরাজও করেছে।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সৈয়দপুর জামায়াতের শান্তিপূর্ণ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এ সময়ে বিএনপি'র সশস্ত্র সমর্থক গোষ্ঠীর হামলায় সমগ্র সমাবেশস্থল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। পাশে পুলিশ থাকলে ও তারা নীরব দর্শকের পালন করে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

যেদিন ঢাকায় ছাত্র কনভেনশনে সন্ত্রাস নির্মূল করার ভাষণ চলছে, ঠিক সেই দিনই ঢাকার আদালত ভবনের কাছে প্রবল বেগে গুলী ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে গেছে।

বিএনপি'র সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেবল অন্যদলের ওপরই, চলছে না, তাদের নিজেদের ভেতরও চলছে। নেতৃত্ব, ক্ষমতা আর মাস্তানীর প্রাধান্যতা নিয়ে বিএনপি, তার অন্যান্য অংশ সংগঠন ও ছাত্রদলের মধ্যে চলছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। তারা সন্ত্রাস আর সংঘর্ষের পথে এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। কুষ্টিয়ায় বিএনপি দুটি গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে এই সেপ্টেম্বরে। ছাত্রদলের দুটি গ্রুপের মধ্যে অব্যাহত সন্ত্রাস আর সংঘর্ষের কারণে কর্তৃপক্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আর সংঘষের কারণে বরিশাল মেডিকেল কলেজ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বন্ধু হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাস আর সংঘর্ষের সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা আজও কেউ ভুলতে পারেনি। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশ যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েকটি সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডারেরা যে দু'টি মাইক্রোবাস ব্যবহার করেছিল, সেই বাস দুটিকে আবারও মতিহার চত্বরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। বাস দুটি দেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার ছাত্র ছাত্রীরা আবার শঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

না জানি ছাত্রদলের সশস্ত্র বাহিনীরা আবার কখন অকস্মাৎ বাঘের মত তাদের ওপর রক্ত নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে ৭ জন গুলীবিদ্ধ হলো ২৭ সেপ্টেম্বর।

ছাত্রদলের শুধু ছাত্ররাই সন্ত্রাসী নয়, এই দলের প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৮শে সেপ্টেম্বরের পত্রিকায়। বদরুন্নেসা কলেজে দু'দল সন্ত্রাসী ছাত্রীদের হামলায় আহত হয়েছে ১০ জন। কলেজের অফিস যে সন্ত্রাস কক্ষ ভাংচুরের ঘটনাও ঘটেছে। 'ছাত্রদলের' ছাত্রীরাও যে সন্ত্রাস আর সংঘর্ষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তা বোঝা গেল তাদের রণকৌশলের নিপুণ ভঙ্গিমায়। হাতাহাতি, চুলোচুলি, বস্ত্র টানাটানি আর তাদের উল্লম্ফ ভঙ্গিমায় প্রকৃত অর্থে কুশলী যোদ্ধারই পরিচয় ফুটে উঠেছে। আমরা জানি না, তাদের সালোয়ার কামিজ কিংবা কোমল কোমরের ভাঁজে মারাত্মক কোন আগ্নেয়াস্ত্র ও ছিল কি না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। বরং এই যুদ্ধবাজ ছাত্রীরা যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেও পারঙ্গম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা তাদের 'ছাত্রদল তো' আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদেরকেও ইদানীং হার মানিয়ে দিচ্ছে। তারা এখন আর কেবল হালকা অস্ত্রই ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। ক্রমেই পয়েন্ট যশোরের সাম্প্রতিক চিত্রের যৎকিঞ্চিত টেনেই এ অধ্যায়ের শেষ করবো। পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই এখন যশোরের প্রতিদিনকার আইন শৃঙ্খলা আর সেখানকার সন্ত্রাসী ভূমিকার চালচিত্র পরিস্কারভাবে ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়। বিএনপি, তাদের অঙ্গ সংগঠন এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাস, মাস্তানী এবং চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যশোরবাসী।

বিএনপি শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে চান আবার তারাই ছাত্রদলের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন। এই অস্ত্র সন্ত্রাসীরা শুধু শিক্ষাঙ্গনই ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও। হত্যা, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি আর মাস্তানীতে তারা অবলীলায় এবং নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে চলেছে সেই অস্ত্র। বিএনপি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন দেখতে চান। অথচ বিএনপি এবং ছাত্রদলই দেশের প্রত্যেকটি শহর এবং শিক্ষাঙ্গনকে রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। সারাদেশে চলছে এসব বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম বৃহস্পতিবার ৬ অক্টোবর '৯৪
উপ-সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সংকট, সংলাপ এবং ভবিষ্যৎ

---এফ, শাহজাহান

অনেকেই ভেবে ছিলেন, "গণতন্ত্র টেকসই" করার এই প্রক্রিয়ায় এবারে তত্ত্বাবধায়ক হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করবে। কিন্তু সে যাত্রায় বরফ গলেনি। আন্দোলনরত বিরোধীদল তৃতীয় পর্বের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে কমনওয়েলথ মহাসচিব ৩ দফা এজেন্ডা দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্ন এবং সার্বিক রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের এজেন্ডা দিয়ে এমেকা বিরোধী দলগুলোকে সংলাপে রাজী করাতে সমর্থ হয়েছেন। উভয় পক্ষই সংলাপে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংকট নিরসনে এই সংলাপের সিদ্ধান্তে অনেকেই মনে করেছিলেন, এবারে হয়তো বরফ গলবে। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে সংলাপ-আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক হিমবাহের বরফ গলার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ক্ষমতাসীনদের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে তাদের যে পরিকল্পনা আছে তা বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপির অতীত কার্যকলাপ এবং বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্ষমতায় থাকার দীর্ঘমেয়াদী যে পরিকল্পনা তারা করেছে সেই আশা পূরণ করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ঠেকাতে হবে। বিএনপি আরো ৩ টার্ম অর্থাৎ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়। গত কাউন্সিল অধিবেশনে জিয়া সরকারের সাবেক মন্ত্রী জনাব তানভির আহম্মদ বলেছিলেন, আমরা আরো ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকবো। পরবর্তীতে বক্তৃতায় যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহম্মদও ঐ একই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এতে করে বোঝা যায় যে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিএনপি "টেকসই গদির" একটা মাস্টার প্লান করেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিলে সেই

www.pathagar.com

টেকসই গদির কোন মূল্যে বিরোধীদের দাবিকে দমিয়ে রাখতে চাচ্ছে। সাম্প্রতিক সংকট উত্তরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের সাথে যে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন সেখানেও তিনি বলেছিলেন যে, কোন পরিস্থিতিতেই আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিব না। এ কথায় প্রধানমন্ত্রীর যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, বিএনপি জীবন থাকতেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিবে না। বিএনপি যুক্তি দেখাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি কিংবা জামায়াতে ইসলামীর যারাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করছে তারাও ক্ষমতায় গেলে আর সে দাবিকে মানবে না। অথচ এই দাবিতে আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলো বলছে যে, যারাই ক্ষমতায় থাক না কেন, তারা যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করতে না পারে সে জন্য সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ম প্রবর্তন করতে হবে। মূলত বিরোধী দলের এই দাবিকে এখন কোনমতেই আর অযৌক্তিক বলা যাচ্ছে না। কিন্তু বিএনপি এখন গায়ের জোরেই এই দাবিকে পাস কাটিয়ে গদি টেকসই করার মাস্টার প্লানে অটল থাকছে। এর ফলে সংসদ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে সংকট নিরসন করতে। শুধু তাই নয়, এখনকার পরিস্থিতি আরো নাজুক বলে মনে হচ্ছে। গত ১ অক্টোবর মানিকমিয়া এভিনিউতে বিএনপি আয়োজিত সমাবেশের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আসুন আমরা সংসদে বসে সমস্যার কথা আলোচনা করি। আপনারা আপনাদের কথা বলেন, আমরা আমাদের বলি। এই কথাতে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আলোচনার কথা ভুলে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি বেশ গুরুত্বের সাথে বলেছেন, আমরা আমাদের ক্ষমতার ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করবো। আর বর্তমান ক্ষমতাসীন নির্বাচিত বিএনপি সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীর শুধু এইটুকু কথা থেকেই আবার স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিএনপি কোন অবস্থাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানবে না। বিএনপি এখন যে কথা বলছে এখন থেকে ৬ মাস আগেও ঐ একই কথা বলেছে,

www.pathagar.com

অর্থাৎ সংসদ অচল হবার পর থেকে বিএনপি একই সুরে কথা বলছে। সংলাপে ডাকাতে অনেকেই মনে করেছিলেন সরকার হয়তো নমনীয় হবে। কিন্তু বিরোধীদল সংলাপে বসায় রাজি হবার কথার সাথে সাথে সরকারের সুর পাল্টে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রমাণিত হয়েছে তারা সংলাপে আগ্রহী নন। অপরদিকে সরকারি দলের এই আচরণে বিরোধী দলও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। গত ১ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বক্তৃতায় শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি হুসিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক দাবীমানানোর জন্যই আমরা সংলাপে যাচ্ছি। সরকার যদি এ দাবি না মানানোর জন্যই আমরা সংলাপে সরকার যদি এ দাবি না মানে তাহলে আমরা সংলাপ থেকে বেরিয়ে আসবো। শেখ হাসিনা আরো কঠোর ভাষায় বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানলে সংলাপের ফলাফল শুভ হবে না, বিএনপি আমাদের দাবিকে উপেক্ষা করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর সংলাপে যদি দাবি না মানা হয় তাহলে দেশে সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ২৮ মে '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

অযথা সবকিছুকে জনতার মঞ্চ বিতর্কিত করে তোলা সংকট উত্তরণের পথ নয় ---জনতার মঞ্চ

এ কথা অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে, বিএনপি সরকার একটি ব্যর্থ সরকার। জনসভায় এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তারা তারস্বরে যে দাবিই করুন না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বিএনপি সরকার না পেয়েছে দেশে আইনের শাসন কায়েম করতে না পেরেছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামান্যতম উন্নতি সাধন করতে, না পেরেছে বেকার মানুষদের কর্মসংস্থান

www.pathagar.com

করতে, না পেরেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজট কমাতে এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করতে, না পেরেছে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে, না পেরেছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে। আগেকার "স্বৈরাচারী" সরকারের সঙ্গে বিএনপি সরকারের আদৌ কোন পার্থক্য আছে কি না তা পন্ডিতদেরই গবেষণার বিষয়।

বিএনপি সরকার শুধু একটি ব্যাপারেই সফল হয়েছে, সেটি হলো বাংলাদেশকে ভারতের সার্বিক পরিণত করা, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতের স্যাটেলাইট অর্থনীতিতে পরিণত করা, ভারতকে অন্তত তিন ডজন আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের অবাধ সুযোগ দেয়া। অবশ্য, বাংলাদেশকে ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও এনজিওদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করার কৃতিত্বও বিএনপি অনায়াসে দাবি করতে পারে। সুতরাং জনগণ বা বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এই সরকারের উৎখাত বা পরির্তন যৌক্তিকভাবেই চাইতে পারে। কিন্তু সেটা কিভাবে? সাধারণ জনগণের চূড়ান্ত ভোগান্তির মূল্যে? জাতীয় স্বার্থকে নস্যাৎ করে দেয়ার মূল্যে? বেপরোয়া অরাজকতার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার মূল্যে?

দৈনিক সংগ্রাম রোববার ৯ জুলাই '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের আমলে দলতন্ত্রের রাজত্ব ---সবুক্তগীন

গত বুধবার গণতন্ত্রের দুর্গতির এক দৃশ্য দেশবাসী দেখেছে মোমেনশাহীতে জাতীয় পার্টির এক জনসভায়। ব্যাপক সন্ত্রাস, সভামঞ্চ লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ, সভাস্থলের দিকে আগমনরত নেতাদের গাড়ীতে হামলা এবং জাতীয় পার্টির এক যুবক কর্মী হত্যার মধ্যদিয়ে "গণতন্ত্র রক্ষার" চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়। জাতীয় পার্টির নেতারা তাদের সভাটি বানচালের

www.pathagar.com

চেষ্টা ও হত্যাকান্ডটির জন্যে জাতীয়তাবাদী দল ও তাদের সমর্থক ছাত্র দল, যুবদলকে অভিযুক্ত করেছে।

যে কোনো দলের সভা সমিতিতে অপর কোনো দলের গোলযোগ সৃষ্টি এবং সভা বানচালের চেষ্টা মূলতঃ একটি কাপুরুষোচিত আচরণ এবং হামলাকারী দলের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার দুর্বলতা নির্দেশক। অপরের সভা ভাঙ্গা কিংবা তা বানচালের চেষ্টার অর্থই দাঁড়ায়, সভায় হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের হয়তো এমন অপরাধ বা দুর্বলতা আছে, যেগুলো প্রকাশ পেলে জনসমক্ষে তাদের হেয় হবার জন্যে তাদের কাছে কোনো জবাব নেই। তাই তারা নিজেদের কৃত্রিম জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হবার আশংকা করেই এই অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। অথচ বাস্তবতা হলো এই, যেই দলটি অপর দলের সভা ভাঙ্গার ন্যায় এ ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত হয়, তার এই গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিবাদী চেহারা দলটিকে জনচিত্ত থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা, সাধারণ মানুষ সকল সময়ই অত্যাচারী ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকে। শত অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করেও বিশেষ সময় জনগণকে কাছে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে অতীতে অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের জোরপূর্বক ক্ষমতায় থাকার প্রয়াস এভাবেই বহুবার ব্যর্থ এবং অনেক জনপ্রিয় দলও নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ায় একইভাবে জনগণের আস্থা হারিয়েছে।

মোমেনশাহী জাতীয় পার্টির সভা বানচালের অপচেষ্টা এবং হত্যাকান্ডটির আমরা তীব্র নিন্দা করছি। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উন্নয়নের জাতীয় আকাংখা ও প্রয়াসের পথে এ জাতীয় বর্বর আচরণ কেবল মস্তবড় বাধাই নয় এটা দীর্ঘদিন যাবত গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম ও আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারক স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে এক দূরপনেয় কলঙ্কও বটে। পূর্ববর্তী দিনসমূহের কথা যাই হোক, সাবেক সরকারের নির্বাচনী কারচুপি ও অন্যান্য অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের পর কেয়ারটেকার সরকারের অধীন বিএনপির নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে আমরা এটা দেখবো বলে আশা করিনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে,

www.pathagar.com

মোমেনশাহীর ঘটনা ছাড়াও ইতিপূর্বে ও জাতীয় ঘটনা বর্তমান সরকারের আমলে আরও বহু ঘটেছে। জাতীয় পার্টিসহ জামায়াতে ইসলামীর একাধিক জনসভা বানচালের অপচেষ্টা এবং সভা বানচালকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে দুস্কৃতকারীদের সহযোগিতাদানের ঘটনাবলী সকলের সামনেই বিদ্যমান। বর্তমান সরকার ও তার দল অঙ্গদলের গণতন্ত্র বিরোধী এসব কার্যকলাপের দরুন অনেকেই এখন তাদের গণতন্ত্র সংক্রান্ত বক্তব্যকে প্রচারণা বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করে না। কেউ বলছে, এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের আবরণে আরেক ধরণের স্বৈরতন্ত্র। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি সরকারের আমলে এমনটি সত্যি অনাকাঙখিত এবং অনভিপ্রেত। বলাবাহুল্য আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্যে অনেক রক্ত দিয়েছে। কিন্তু যতবারই তাদের চরম ত্যাগে গণতন্ত্র আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, ততবারই আমাদের বাড়াবাড়িতে আবার তা ফিরে গেছে।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

'নীরো' সেজে 'হিরো' হবার সপ্ন দেখলে কপালই শুধু পূড়বে

---আবদুল্লা মন্ডল

ছোট বেলায় পড়া গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গোপাল ভাঁড়ের এক ছেলেকে সাপে কামড়িয়েছে। আরেক ছেলে দৌড়িয়ে গেল বাপকে খবর দিতে। গোপাল ভাঁড় তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাস খেলায় মত্ত। ছেলে গিয়ে বল্লো, "বাবা, শিগ্‌গির বাড়ী চলো, আমাদের শিবুকে সাপে কামড়িয়েছে।"এ হেন মর্মান্তিক খবর শুনে কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না গোপাল ভাঁড়ের চেহারায় ও আচার আচরণে বরং আগের মতই তাস পেটাতে পেটাতে সে জিজ্ঞেস করলো, "কাদের সাপে কামড়িয়েছে রে?"

www.pathagar.com

আমাদের রাষ্ট্র তরণীর স্বনামধন্য সাম্প্রতিক হাব-ভাব ও কাজ কর্ম দেখে মনে হচ্ছে, তাদের উপর কেয়ারটেকার সরকার প্রশ্নে সৃষ্ট সমস্যা দিন দিন যতই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, ততই উট পাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে 'সব কুছ ঠিক হ্যায়' ফলে মিথ্যে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করছেন তারা। অথচ সবকিছু যে ঠিক নেই, বরং একটা মারাত্মক বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে দ্রুত ঠেলে দেয়া হচ্ছে গোটা দেশ ও জাতিকে সে কথা এখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর ভদ্র সর্বজনই অনুভব করছেন সম্যকভাবে।

১৪৭ জন বিরোধী দলীয় এমপির একযোগে পদত্যগের ফলে জাতীয় জীবনে যে গভীর সংকট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এখন পর্যন্ত সেই বাস্তবতাকে বাহ্যতঃ কোনরূপ পাত্তাই দিতে চাচ্ছেন না ক্ষমতাসীন সরকার। এ পদত্যাগকে সহজভাবে মেনে নিলেন না তারা, বরং উল্টো এক অভূতপূর্ব ও হাস্যকর 'মাদারীর খেল' দেখিয়ে ছাড়লেন তারা গোটা দেশবাসীকে। কোন এমপি তার পদত্যাগপত্র যখন স্পীকারের নিকট পেশ করবেন, বিধি মোতাবেক তখন থেকেই তার আসনটি শূণ্য বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে স্পীকারের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে আসনটি শূন্য হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া, অন্যকিছু নয়। সংবিধানের এ বিধানটি অতি পরিস্কার, সহজ ও সরল। কিন্তু সহজ সরল পথে পা বাড়ানো হলো না। শুরু হলো পানি ঘোলা করার পালা। ১৪৭ জন পদত্যাগী এমপির আসন সরাসরি শূণ্য ঘোষণা করা হলো না। নানারকম 'বাহানা' আবিস্কার করা হলো, বলা হলো তাদের পদত্যাগপত্র 'জায়েয' কি নাজায়েয' তা নির্ধারণ করার জন্য ফতোয়ার কিতাব ঘাঁটতে হবে। 'মুফতি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন স্পীকার স্বয়ং। দিনের পর দিন গেল, হপ্তার পর হপ্তা গেল কিন্তু 'ফতোয়া' দিতে পারলেন না তিনি। কারণ কি? কারণ, পছন্দসই 'ফতোয়া'র জন্য যেরূপ মাসয়ালা মাসায়েল প্রয়োজন বহু গবেষণা করেও তাঁর কিভাবে তা খুঁজে পাননি তিনি। অতএব 'ফতোয়া' দেয়া হলো না তাঁর। অবস্থা বেগতিক দেখে অবশেষে শেষ চেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিষয়টি পাঠিয়ে দিলেন তারা সর্বোচ্চ আদালতে। দীর্ঘ শুনানির পর যে ঐতিহাসিক মতামত প্রদান করেছেন মহামান্য আদালত,

www.pathagar.com

তাতে স্বঘোষিত 'মুফতি' সাজার সকল জারি-জুরি ফাঁস হয়ে গেছে, পানি ঘোলা করার সকল ষড়যন্ত্রও পানির মত পরিস্কার হয়ে গেছে সবার কাছে।

এ রকম একটা চপেটাঘাত খাবার পর সরকারের উচিৎ ছিল, নাকে-কানে খত দিয়ে তওবা-তিল্লে করা এবং মুমূর্ষু সংসদের কলংক বোঝা আপন স্কন্ধদেশ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা। কিন্তু যুক্তির প্রতি তোয়াক্কা যাদের নেই, তাদের কথাই আলাদা। তবে সংকট নিরসনের ব্যাপার তাদের চরম ঔদাসীন্য ও অনীহা এবং চোখ-কান-নাক বন্ধ করে অন্ধের মত আপন মনে পথচলার যে মূঢ় মানসিকতা দেখাচ্ছেন তারা তাতে গোটা জাতি আজ দারুণভাবে শঙ্কিত। জনগণের এক বিরাট প্রশ্ন, যে সংবিধানের আওতায় '৯০ সালে কেয়ারটেকার সরকার গঠন সম্পূর্ণ 'হালাল' ছিল সেই সংবিধানের আওতায় '৯৫ সালে তা বিলকুল 'হারাম' হয়ে গেল কেমন করে? আমতা আমতা করে একটা যুক্তি অবশ্য দেখাতে চান সরকারি দলের কেউ কেউ, যে '৯০ সালে ক্ষমতায় ছিল 'স্বৈরাচারী সরকার', তাই তখন কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান সরকার হচ্ছে 'নির্বাচিত সরকার', তাই স্বৈরাচারী সরকার আর নির্বাচিত সরকারকে এক পর্যায়ে ফেলাটা গ্রহণযোগ্য নয় মোটেই।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

বিটিভি'র ভূমিকা ও জাতীয়তাবাদী সরকারের দায়ীত্ববোধ

---এম ওসমান গনি

বর্তমান বিশ্বে টেলিভিশন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। মানুষকে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের জন্য এর কোন জুড়ি নেই। সুন্দর ও পরিশীলিত একটি শক্তিমান জাতি বিনির্মাণে টেলিভিশনের ভূমিকা অনন্য। নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতিক বিকাশে টেলিভিশন বিশ্বব্যাপী অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই হিসাব বাংলাদেশ টেলিভিশনেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র, অনুন্নত, এবং রাজনৈতিক হানাহানির দেশ। সুতরাং এদেশের টেলিভিশনের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অনেক কিছুই করার আছে। কিন্তু বিটিভির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, বিটিভি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। দীর্ঘদিন থেকে বিটিভিকে পর্যবেক্ষণ করে আমার মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিজাতীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের মানুষ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও চেতনার বিরুদ্ধে বিটিভিকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। আর তারা অহরহ এ জাতি ও তার বিশ্বাসের অন্তরদেহে আঘাত দিয়ে চলেছে। যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৬ মাস দায়িত্বকালীন সময় থেকে বিটিভির অনুষ্ঠানমালায় ব্যাপক পচন শুরু হয়।

টেলিভিশনে পাশ্চাতৎ ধাঁচের পপ সংগীত ও ব্যান্ড সংগীতের উদ্বেগজনক আগমন আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরাই এর করুণ শিকার। এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারে

www.pathagar.com

নারীদেহের অশালীন ব্যবহার দিনের পর দিন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নারীদেহের অযৌক্তিক ও নিলর্জ্জ ব্যবহার ছাড়া যেন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনই চলে না। অথচ শুধু বিজ্ঞাপন কেন সকল বিষয়েই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অনুভূতির দিকে বিটিভির লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। এদেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনকে যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার কে দিল? ছায়াছন্দ নামের নেওয়া এবং অসভ্য অনুষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশী নৈরাজ্যকর। বর্তমানে এদেশের সিনেমা অশ্লীলতার সকল সীমানাই অতিক্রম করেছে। আর সেই সিনেমার নারী পুরুষের অশালীন ঢলাঢলির দৃশ্য সম্বলিত অংশই ছায়াছন্দে প্রদর্শিত হয়। কোন রুচিবান সুসভ্য মানুষ এগুলো দেখতে পারে না। তবে কি আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানদের নষ্ট করাই বিটিভির আসল উদ্দেশ্য? আমরা বিনোদনের নামে অবাঞ্ছিত বিষয় প্রদর্শনের টেলিভিশনের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানাই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ বিষয় দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে বাংলাদেশ টেলিভিশন তাদের উপর জনগণ কর্তৃক অর্জিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনতো করেই না বরং এদেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী কার্য পরিচালনা করতেও এরা দ্বিধাবোধ করে না। বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকারের রহস্যময় ক্রিয়াকান্ড আমাদেরকে স্তম্ভিত করেছে। অথচ তারাই বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। বিএনপি সরকারের বড় কৃতিত্ব হলো তাদের আমলেই বিটিভি মুসলিম জাতিসত্তাকে নির্বাসন দিয়েছে টেলিভিশন অঙ্গন থেকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে জনগণের সামনে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার ষড়যন্ত্র হয়েছে। বিএনপির স্থপতি জিয়াউর রহমানের বিএনপি এখন আর আগের মত ইসলামী জীবনবোধের উজ্জীবিত করার বিএনপি নেই। বিএনপি এখন ফরিদা রহমান এমপির মত মুসলিম পারিবারিক আইন পরিবর্তনের দাবিদার এমপিদের তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়েছে তীর্থের কাকদের অশুভ আগমনে বিএনপি এখন মুমূর্ষু। বিএনপির সাড়ে চার বছরের শাসনামল বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য একটি কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ১৬ জুন '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারি দলের দায়িত্বই বেশি

---আলী আহমদ

দেশের একটি জটিল রাজনৈতিক সংকট চলছে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকেই কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনের কারণে এ সংকট ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের ফলে এ সংকট জটিলতর হয়েছে।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সরকারি দলের একগুয়েমি ও আন্তরিকতার অভাবের কারণেই স্যার নিনিয়ানের মিশন ব্যর্থ হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। মুলতঃ সরকারের অদূরদর্শিতা ও একগুয়েমির কারণেই বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর বিরোধী দলগুলো যখন কেয়ারটেকার সরকার বিল পাশের দাবি জানিয়ে দিল, তখন যদি সরকারি দল কেয়ারটেকার সরকার বিল নিয়ে বিরোধী দলগুলোকে সংসদে আলোচনার সুযোগ দিতো তাহলে সংসদেই এ বিষয়টির নিস্পত্তি হতে পারতো। কিন্তু সরকারি দল এ বিল নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে বিরোধী দলগুলোকে সংসদ থেকে বের হয়ে রাজপথে ঠেলে দিয়েছে। বিরোধী দলগুলো এ ইস্যুতে সংসদ থেকে সেই যে বের হয়ে গিয়েছে আর ফিরে আসেনি। প্রধানমন্ত্রী সংসদে কথা না বলে গত ১৯৯৪ সালের ৩০শে এপ্রিল বাসস এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিরোধী দলের কেয়ারটেকার সরকারের দাবিকে অসাংবিধানিক আখ্যায়িত করে সংকটকে আরো জটিল করেছেন। তারপরে স্যার নিনিয়ানের মিশন ব্যর্থ হওয়ার পরে সরকারি দলের উস্কানিমূলক এবং একরোখা বক্তব্যের কারণেই বিরোধী দলগুলো সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

দৈনিক সংগ্রাম শুক্রবার ২ জুন '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

বিএনপিতে ভোট কাটার ভয়ভীতি ---বখতিয়ার

সম্প্রতি বিএনপি নেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা বলেছেন, আওয়ামী লীগ আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলেও আমাদের ভোট কেটে নিতে পারবে না। আমাদের ভোটের প্রতিপক্ষ হ'ল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি। শেষোক্ত পার্টি দু'টি নিয়েই বিএনপি নেতার মাথাব্যথা। আওয়ামী লীগ নিয়ে তাদের কোনো ভয়ডর নেই। আতঙ্ক হল জামায়াত আর জাতীয় পার্টি নিয়ে। এ দু'টি পার্টির ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন লোকদের অধিকতর 'সচেতন' থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তার এ্যাডভাইস, বিএনপি'র প্রকৃত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ভোটের প্রতিপক্ষ জামায়াতে ও জাতীয় পার্টি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। যাতে তারা বিএনপি'র ভোট কেটে নিয়ে বিএনপিকে পতে বসাতে না পারে।

আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বা জাতীয় পার্টি কারো ভোট কাটবে না বরং তারা তাদের হারানো ভোটারদেরই আবার ফিরে পাবে। আর বিএনপি'র ভোট কাটবে তাদের ইসলামের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ, তসলিমা নাসরিন জাতীয় ধর্ম ও দেশদ্রোহী নারীদের প্রশ্রয়, ইসলামী জনতার দাবির প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে রাসফেমী প্রবর্তনে ব্যর্থতা ফারাক্কা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিযোগ উত্থাপনে ব্যর্থতা, উপযুক্ত প্রস্তুতি ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধনের পূর্বেই খোলাবাজার নীতি অবলম্বন এবং ভারতীয় পণ্যের খাই মেটাতে নিজের বাজার খুলে দিয়ে বিদেশী পণ্যের সয়লাব ডেকে আনা এবং উপনির্বাচনে নির্বিচারে ভোট কারচুপির মত অন্যায় কার্যকলাপ। এছাড়া বিএনপি'র ভোট কাটার অন্য যে কারণগুলো আছে সেটা তো এর মধ্যেই সবার জানা হয়ে গেছে সেটা তাদের শাসন আমলের সামগ্রিক ব্যর্থতা।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর সাথে বিএনপি যে বিশ্বাসভঙ্গের আচরণ করেছে সেটা কি প্রত্যাশিত ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক বির্বতনে এটা ছিল বিএনপি নেতৃবৃন্দের আসল পরিচিতির উদঘাটন। বিএনপি মনে করে সে আওয়ামী লীগের মত একটি সংগঠিত বড় দল। আমরা পছন্দ করি আর না করি আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা আদর্শগত ঐক্যের বন্ধন খুবই দৃঢ়তর অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু যে কোনো উপায়ে ক্ষমতায় থাকা ছাড়া বিএনপি'র আদর্শটা কি? বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে এখনও কি বিএনপি'র বিশ্বাস আছে? নাকি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর সাথে সাথেই সেটাকেও মাটি চাপা বোঝা দুস্কর। কিছুদিন আগের সার সংকটের সময়ই কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশী সমাজ বুঝে নিয়েছে বিএনপি'র সরকার আখের গোছানোর সরকার। তারা জনগণের বন্ধু নয়।

দৈনিক সংগ্রাম সোমবার ১৭ এপ্রিল '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

বিএনপি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির শত্রুমিত্র

--আমির খসরু

গণতন্ত্রকে যারা ধনতন্ত্রের সমার্থক মনে করে থাকে এবং মালিকানালিপ্সা, আধিপত্যলিপ্সা ও প্রভুত্বলিপ্সা যাদের চালিকাশক্তি, মানুষের চেয়ে ধনসম্পত্তির মূল্য যাদের কাছে অনেক বেশি, তারা কি গণতন্ত্রী?
উপরোক্ত আপেক্ষ একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক নিবন্ধ এ আক্ষেপই প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, একমাত্র গণতন্ত্রই হলো সুস্থ, স্বাভাবিক ও বিকাশশীল ব্যবস্থা। কিন্তু গণতন্ত্রকে এরূপে দেখতে পাচ্ছেন না বলে বড়ই মর্ম যাতনায় ভুগছেন তিনি।

www.pathagar.com

এ জন্য চলমান বাস্তবতাকে সামনে রেখেই উচ্চারণ করতে পেরেছেন 'তারা কি গণতন্ত্রী'? তাই গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচ্য আক্ষেপটুকু মূল্যবান এবং ক্ষমতাসীনদের গণতান্ত্রিক দায় দায়িত্ব বেশি বলে সম্ভবতঃ ক্ষমতাসীন দলই হতে পারে আক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু।

মনে হয় 'তারা কি গণতন্ত্রী' প্রশ্নটি ক্ষমতাসীন সরকারি দলের বিপরীতে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বড়বেশি মানানসই মনে করেই লেখক প্রয়োগ করে থাকবেন। পূর্বোক্ত আক্ষেপে যতগুলো অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে, কমবেশি তার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ক্ষমতাসীন সরকারি দলের চাল চরিত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি সরবরাহকারী দল জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে ওই সিঁড়িটি ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলটি শুরু করে তাদের গণতান্ত্রিক যাত্রা। এখন চলছে জামায়াতের জনসভা ঠেকাবার 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।' ইতোপূর্বে এসব করা হতো বাম-রামদের পাশাপাশি, কিন্তু নেপথ্যে বসে। আর আজকাল করা হচ্ছে প্রকাশ্যে, কর্মসূচীভিত্তিক দলীয় ব্যানারে। ক্ষমতাসীন দলের গণতন্ত্র চর্চার সর্বশেষ নির্মম শিকার ঠাকুরগাঁর জামায়াত কর্মী শহীদুল ইসলাম। জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় প্রচার কাজে মাইকিং করার সময় বিএনপি'র সন্ত্রাসী চক্রের অতর্কিত হামলায় শহীদুল ইসলাম প্রাণ হারান বলে রয়েছে অভিযোগ।

বলতে গেলে গণতন্ত্রের দুধেধোয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দল বিএনপি গণতান্ত্রিক উপায়েই যার আরোহণ। তখন চেহারাটাও ছিল বড় পূত-পবিত্র, গণতন্ত্রের জন্য নিবেদিত। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর থেকে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো এতটা অগণতান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠলো কেমন করে, এটা চিন্তার বিষয় বৈকি। অনুমান করা যায় যে গণতন্ত্রের আঙ্গিনায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিএনপি আজ কোন না কোন কারণে কর্মদোষে ফ্যাসিবাদী যন্ত্রণায় ভোগছে এবং নিজের অজান্তেই রচনা করে চলেছে গণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী আছরে এতটা বিকৃত ও বিদঘুটে কেমন করে হলো আজ! বিএনপি কি ভেতরে ও বাইরে বস্তুবাদী বামদের সৃষ্ট 'দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে ঐক্য গঠন' প্রক্রিয়ার কথা

www.pathagar.com

পলেমিক্স এর শিকার? মনের অজান্তে ভেতরের সংঘাতকে নিয়ে এসেছে আজ বাইরে?

বড় দুঃখ হয় বিএনপি'র জন্য। বিএনপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব এখন চরমে। চাল, সার ও কাগজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বিএনপি'র গণতান্ত্রিক শাসনামলে যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে, তা উপকার রাজনৈতিক দলের জনসভা ভঙ্গ করার মতো বিনাশী গণতান্ত্রিক কর্মেরও বাড়া।

আজ পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছে বর্ণাঢ্য পোস্টারে ছাপা 'খালেদা সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান'। বিএনপি কি বাজার অর্থনীতির ধুয়া তুলে সরকার পরিচালনার ব্যর্থতা ঢাকতে পারবে? এড়াতে কি পারবে সার, চাল ও কাগজ কেলেঙ্কারীর দায়? অস্বীকার কি করতে পারবে দেশের আদর্শিক, নৈতিক ও আর্থিক ভিত্তি নড়বড়েক করে কেলার অভিযোগ? না পারবে না।

ইতোমধ্যেই ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে অন্য দলের জনসভা নস্যাৎ করার রেকর্ড স্থাপন করেছে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার। জামায়াত শিবিরের ওপরও কম চালানো হয়নি এ মহড়া। আর মামলা-মকদ্দমাতো আছেই। এসবের দ্বারা লাভের পরিবর্তে বিএনপি'র লোকসানই হচ্ছে বলতে হবে।

দৈনিক সংগ্রাম বুধবার ৬ ডিসেম্বর '৯৫

উপ সম্পকদকীয়

বেআইনী অস্ত্র, রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং আজকের করণীয়

---সত্যবাক

প্রাচ্যের ডান্ডি বলে খ্যাত নারায়ণগঞ্জ আজ প্রায় এমনিতেই হতশ্রী নগরীতে পরিণত। তারপর বর্তমান ক্ষমতাসীণ দল এবং এর ছাত্র ও যুবদল কর্মীদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে নিরন্তর সংঘাত সংঘর্ষমুখর অবস্থা বিরাজ করছে এই বন্দরনগরীটিতে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। ব্যবসায়ীরা হতাশ। ইতোমধ্যে

www.pathagar.com

কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নিতে শুরু করেছেন। কেউ ভাবছেন এভাবে আর চলা যায় না। শহরে অব্যাহত সন্ত্রাস-বোমাবাজির পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ গত ২রা ডিসেম্বর অভিযান চালিয়ে রাত সাড়ে তিনটায় মন্ডলাপাড়াস্থ বিএনপি কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু অস্ত্রসস্ত্র উদ্ধার এবঙ যুবদল ও ছাত্রদলের ২২ জন নেতা-কর্মীকে পাকড়াও করে। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মোতাবেক শহরে অব্যাহত সন্ত্রাস বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশে এ অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে জেলা ছাত্রদল নেতা আবু আল ইউসুফ আল টিপু, মশিউজ্জামান, পাভেল, যুবদল নেতা কামরুজ্জামান পাপ্পু রয়েছেন। বাকিরাও সকলে ছাত্রদল ও যুবদলের কর্মী বলে প্রকাশ।

গত ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রামের রিপোর্ট অনুসারে চার বছরে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে মোট ১১শ' ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১২৫ জন। এ হিসেব '৯১ থেকে '৯৫ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় যেসব ছাত্রসংঘর্ষের খবর বেরিয়েছে তা একত্রিত করলে দেখা যায় '৯১ সালে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের কারণে নিহত হয়েছে ১৫ জন ছাত্র। '৯২ সালে নিহত হয়েছে ২৫ জন। '৯৩ সালে ছাত্র সংঘর্ষের সংখ্যা এবং হতাহতের ঘটনা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে। এ বছর সাড়ে তিনশ' সংঘর্ষে নিহত হয় ৪০ জন ছাত্র। আহত হয় আড়াই সহস্রাধিক। '৯৩-এ ৩টি বড় ও জঘন্য ধরণের ছাত্রসংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ৬ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল, ছাত্রমৈত্রী ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদসহ সবগুলো ছাত্রসংগঠন যৌথভাবে শিবির উৎখাতের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে দু'জন শিবির কর্মীসহ ৫ জন ছাত্র নিহত হয়। আহত হয় ৫ শতাধিক। আহতদের মধ্যে ২৫ জন শিবির কর্মীই ছিল গুলিবিদ্ধ। একই বছর ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনা বিএল কলেজের হোস্টেল ও মসজিদের গুলী ও জবাই করে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা হত্যা করে শিবিরের বিএল কলেজের ছাত্রনেতা ও কলেজের জিএস মুনশী আব্দুল হালিম, শেখ রহমত আলী ও খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার আহাররত এতিম ছাত্র

www.pathagar.com

আমানুল্লাহকে। অক্টোবরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলের খুনীচক্র গুলী করে মারে ডাক্তার মিলনসহ দু'জনকে।

'৯৪ সালে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'শতাধিক ছাত্র সংঘর্ষ ঘটে। এতে নিহত হয় ৩০ জন। আহত হয় দু' হাজার দু'শ জন। গত বছর ২৩শে অক্টোবর খুলনা বিএল কলেজের নির্বাচিত জিএস আবুল কাসেম পাঠানকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীর গুলী করে হত্যা করে।

চলতি বছরেও ছাত্রসংঘর্ষ কম হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিহতও হয়েছে কয়েকজন। আহত হবার ঘটনা তো আজকাল খুবই মামুলী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত রোববার লক্ষীপুর বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের হামলায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের ফজলে এলাহী এ পর্যন্ত ছাত্রদল ও বিএনপি পরিচালিত সন্ত্রাসী ঘটনার শেষ শিকার।

পত্রিকান্তরে এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ছাত্র সংঘর্ষের জন্যে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রশাখাটি দায়ী ৬০ ভাগ। বাকি ৪০ ভাগ দায়ী অন্য সংগঠনগুলো। অবশ্য ছাত্রদলেরও কিছু কর্মী নিহত হয়েছে। এজন্যেও আমরা দুঃখ প্রকাশ করবো। কারণ মৃত্যু কারোর জন্যেই সুখকর হয় না।

তবে সেদিন নারায়ণগঞ্জে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি কার্যালয় থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ বোমা উদ্ধার এবং ঐ দলের ছাত্রনেতা ও যুবদল নেতাদের পাকড়াও করতে পুলিশ যে ভূমিকা দেখিয়েছে তা নিশ্চিতই প্রশংসনীয়। এই ভূমিকা যে ভূমিকা যদি পুলিশ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রদলের দখলে থাকা হলগুলোতেও চালাতো তাহলে অনেক সংঘাত সংঘর্ষ যেমন এড়ানো যেতো, তেমনি অনেকগুলো ছাত্রের অমূল্য জীবনও হারাতো না। অবশ্য নারায়ণগঞ্জের বিএনপি অফিস থেকে অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে জেলার বিএনপি নেতারা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেছেন, এটা বিএনপির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার একটি কৌশল মাত্র।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাতের দৃষ্টিতে বি এন পির শাসনামল

দৈনিক মিল্লাত রবিবার ১৯ নভেম্বর '৯৫

আইন-শৃঙ্খলা ঃ প্রসঙ্গ কথা --সম্পাদকীয়

গোটা দেশবাসীই এখন কোন না কোনভাবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শিকার। হাতেগোনা নগণ্যসংখ্যক সুবিধাভোগী লোকজন বাদে বর্তমান সময়ে সমাজের প্রায় সবাইকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

রাস্তাঘাটে দরজায় বিপদের গন্ধ পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্টাইলের চাঁদাবাজ বাড়ীর দরজায় এসে হুমকি ধমকি দেয়। সোমত্ত মেয়েদের নিয়ে আরো দুশ্চিন্তা। অফিস আদালত পাড়াতেও নেই শান্তি। এর প্রধান কারণ আইন-শৃঙ্খলার ক্রমঅবনতি।

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আরেকটি খবর গতকাল প্রকাশিত হয়েছে, যেটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। ওই খবরে বলা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে পুলিশ অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মাস্তানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারছে না। থানা পুলিশের ওপর প্রভাবশালী মহলের চাপ বেড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ গত আগষ্ট মাসে বিশেষ অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সময় রাজনীতির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়। পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ঢাকা মহানগরীর ৪টি জোনের ১৫টি থানা এবং নগর গোয়েন্দা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করবে। এ জন্য অবৈধ অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের একটা তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সেই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়নি। একজন পুলিশ অফিসারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এলাকার উঠতি ছোটখাট মাস্তান গ্রেফতার হলেও এখন উচ্চমহল থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য তদবির হয়। তিনি আরো বলেছেন, এমনও সন্ত্রাসী আছে, যার বিরুদ্ধে হত্যা রাহাজানিসহ ১০/১২টি

www.pathagar.com

মামলা ঝুলছে। এরপরও ঐ আসামীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারছে না। তাহলে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, বিরাজমান অশুভ রাজনৈতিক কায়দাবার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দেশের মধ্যে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি, খুন-খারাবিসহ নানাবিধ অপরাধে, হানাহানি এবং নারীর বেইজ্জতি বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

দৈনিক মিল্লাত সোমবার ২৭ নভেম্বর '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

বিএনপির সিদ্ধান্তহীনতা --এবনে গোলাম সামাদ

অবশেষে খালেদা জিয়া সংসদ ভেঙ্গে দিলেন। এই সংসদ ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত তিনি যদি কয়েক মাস আগেই নিতেন, তবে দল হিসাবে বিএনপি উপকৃত হত। কিন্তু এখন আর হবে না। খালেদা জিয়া প্রথম থেকেই ভুগছিলেন সিদ্ধান্তহীনতায়। তার ছিল না কোন উপযুক্ত নীতি নির্ধারক ব্যক্তিবর্গ। বিএনপিতে এমন একজন মন্ত্রী নেই, যাকে নিয়ে কিছু ভাল কথা লেখা যেতে পারে। বয়োবৃদ্ধ মির্জা গোলাম হাফেজ এক সময় বাম রাজনীতিতে বেশ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিএনপিতে যোগ দিয়ে এমন এক রাজনীতির পথ ধরলেন, যা তার কাছে থেকে আগে কেউ আশা করেনি। অবশ্য সব বামদেরই আজ এক দশা। গরীবের ভাল করবেন বলে জীবনে যারা রাজনীতি আরম্ভ করেছিলেন আজ তারা কমবেশি সমলেই বড় লোক। বাম রাজনীতি আজ এদেশে, অনেক দেশের মতই চোরাবালিতে ঠেকেছে। তারা জানে না, কি তারা করবে। তাদের কোন সুসংগঠিত জীবনদর্শন আর নেই। বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল ভারত বিরোধী আওয়াজ তুলে। আওয়ামী লীগ হল একটা ভারতপন্থী দল। তাকে ক্ষমতায় আনলে দেশের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা বিপন্ন হবে, এ ছিল বিএনপির সবচেয়ে

www.pathagar.com

বড় যুক্তি। কিন্তু ক্ষমতায় এসে বিএনপি যে নীতি অনুসরণ করতে আরম্ভ করল, তাতে তার ভারত বিরোধী ভাবমূর্তি আর অবশিষ্ট থাকলো না। ফলে দল হিসাবে বিএনপি হয়ে উঠল চরিত্রহীন, খালেদা জিয়ার আমলেই শোনা গেল ভারতকে ট্রানজিট সুযোগ দেবার কথা। জানি না বর্তমান বিএনপি সরকার দেশবাসীকে না জানিয়ে এ বিষয়ে সত্যিই কোন গোপন চুক্তি করে বসেছে কিনা। সে সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

খালেদা জিয়া দেশ শাসনে দেখিয়েছেন চূড়ান্ত অযোগ্যতা। কোন অফিসেই কাজ হচ্ছে না। তিনি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুই করে উঠতে পারেননি। বরং তার দলের কর্মীদের কার্যকলাপ এক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে আরো বিশৃঙ্খলার। তার দলের কথিথ কর্মীদের দাপট দেখে অনেকের কাছেই মনে হয়েছে, দেশটা এখন তাদেরই সম্পত্তি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যিতি ক্ষমতায় আসেন, তার আত্মীয়স্বজন নিতে চায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। বেগম জিয়ার ক্ষেত্রেও তা ঘটলো। বেগম জিয়ার পুত্র সম্পর্কে ও উঠছে নানা অভিযোগ। এক কতটা সত্যি আর কতটা অপপ্রচার তা আমরা বলতে পারি না। তবে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়, তার আত্মীয় স্বজন নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠতে পারেনি। তিনি এ বিষয়ে ছিলেন বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। কিন্তু বেগম জিয়া জিয়াকে এ বিষয় অনুসরণ করছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ভগ্নি 'চকলেট আপা' দিনাজপুরে যা করেছেন, তা হল রীতিমত কলঙ্কজনক ঘটনা। যাকে স্বেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ছোট বোনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎে সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্ত না করে, নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন জেলা প্রশাসনকে। বেগম জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তার আমলেই ঘটতে পারল পুলিশ কর্তৃক নারী ধর্ষণের ঘটনা। বিরাজ বিক্ষোভ সৃষ্টি হর যার জন্য। অথচ এমন একটা অন্যায়ে সরকার গ্রহণ করল একটা খুবই নরম নীতি। যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভাব দেখানো হল খালেদা সরকারের পক্ষ থেকে। কেন তিনি এ বিষয়ে এতটা উদাসীনতা দেখাতে গেলেন, আমরা জানি না। কিন্তু এর ফলে সমস্ত উত্তরবঙ্গে তার প্রতি সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে বিশেষ ঘৃণা। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের কথা আমরা বলতে পারি না। কেয়ারটেকার সরকারের দাবিটা উঠতো না, যদি না বিএনপি সরকার মাগুরার নির্বাচনে কারচুপি করতো। কিন্তু নির্দলীয় কেয়ারটেকারের দাবি বিএনপি ঠেকাতে পারতো, যদি তার সেই আগের জনপ্রিয়তা থাকতো। কিন্তু জগণ আজ আর বিএনপির পক্ষে নেই। খালেদা জিয়া সংসদ ভেঙ্গে দেবার মাত্র কিছুক্ষণ পরেই রাজশাহী শহরে বিএনপির একদল কর্মী বের করেছিল মৌন মিছিল। তাদের সে মিছিলে বোমা হামলা হতে দেখলাম। ভেঙ্গে গেল মিছিল। কেউ এগোলো না মিছিলের পক্ষে। কিন্তু এ শহর একদিন ছিল বিএনপির শহর। কিন্তু আজ তা আর নয়। বিএনপি এখন চিহ্নিত একটা লুটেরা দল হিসেবে। যারা একদিন এ শহরে বিএনপির কথা বলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতো, আজ তাদের বাঁচতে হচ্ছে মিছিল থেকে পালিয়ে। এ হল বিএনপি সরকারের উন্নয়নের রাজনীতির মোট ফল। জনসাধারণের কথা ভুলে যেয়ে রাজনীতি করতে গেলে এরকম ঘটনাই ঘটে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ বিএনপি এই নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে খুশী হচ্ছে। কারণ তারা বিএনপি'র কাছ থেকে যা আশা করেছিল, কিছুই তা পায়নি। বরং বিএনপির কর্মীদের কাছে হয়েছে নাজেহাল। এরা তাই তৃপ্তি পাচ্ছে বিএনপি কর্মীদের আজকের দুর্দশা দেখে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। সত্যমিথ্যা জানি না, শুনতে পেলাম সেখানে নাকি এমন ছড়া কাটা হচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত শনিবার ৬ মে '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

সার ও অসার সরকার

--এবনে গোলাম সামাদ

কিন্তু সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সরকারের অদূরদর্শিতার জন্যে। মানুষ তাই গ্রামে-গঞ্জে বর্তমান সরকারকে বলতে আরম্ভ করেছে "অসার সরকার"। তারা বুঝতে অক্ষম, এ সরকারের উন্নয়নের রাজনীতি। এদেশে বিএনপি'র রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে যাচ্ছে এই সার কেলেঙ্কারির জন্যে। এদেশে ইউরিয়া সারের উৎপাদন হল বছরে ২২ লাখ টন। দেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা হল বছরে ১৭ লাখ টন। সকলের মনে সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠছে, দেশে ইউরিয়া সারে টান পড়ল কেন? এই কেনর কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না বিএনপি কর্মীদের পক্ষে। এমনকি অনেক বিএনপি সমর্থক জমিতে দেবার জন্যে সার না পেয়ে খিস্তি করছে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীর। এ হল বর্তমানে সার সংকট নিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিএনপি'র সব কর্মী, সব সমর্থক লুটেরা নয়। তারা মুখর হয়ে উঠেছে "প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিএনপি, আর বেগম জিয়ার বিএনপি এক নয়। এই বিএনপি ভেঙ্গে গড়তে হবে আদি বিএনপি।" এরকম শোনা যাচ্ছে অনেক একালের বিএনপি ভক্তের মুখে।

www.pathagar.com

বিএনপি'র পরকীয়া রাজনীতির খেসারত

--রাজনৈতিক সমীক্ষক

বেগম জিয়া নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, তাদের কোন প্রভু নেই, বন্ধু আছে। তবে সাড়ে চার বছরের শাসনে বিএনপি প্রমাণ করেছে যে, বিদেশে তাদের কোন বন্ধু নেই, প্রভু আছে পররাষ্ট্রনীতিতে বিএনপি যে "নীরব কূটনীতির" ধারা প্রবর্তন করেছিল, তার ফল হয়েছে নতজানু নীতির প্রত্যাবর্তন। পররাষ্ট্র সচিবালয়ে দিল্লীর সাউথ ব্লকের গুণমুগ্ধ বন্ধুদের অবস্থান এতটাই মজবুত যে স্বাধীন নীতিতে পররাষ্ট্রনীতি চালিত করা এক প্রকার কঠিন কাজ বলেই বিবেচিত হয়েছে। বর্তমান পররাষ্ট্র সচিকে ভারত থেকে এনে বসানো হয়েছে। এটা কি ভারতকে তুষ্ট করা নাকি ভারতের সাথে তার সুসম্পর্কের কোন পুরস্কার, সেটা নিয়ে আলোচনা উঠেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বয়সের ভারে ন্যুজ একজন ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি অসুস্থ। কিন্তু তারপরও বিএনপি সরকার এই মন্ত্রণালয়ে কোন চৌকস ব্যক্তিকে বসানোর কথা ভাবেনি। এমনকি এই মন্ত্রণালয়ে একজন উপ-মন্ত্রী নিয়োগ করেও অসম্পূর্ণতার অবসান ঘটানো যেতো।

বিএনপি সরকারের আমলে মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের উন্নয়ন তো হয়ইনি। উপরন্তু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার শিকার। এমনকি জনশক্তি ও তৈরি পোষাক রফতানীর ক্ষেত্রে যে সমন্বিত ক্ষিপ্ত কূটনীতির প্রয়োজন ছিল, ফলে তৈরি পোশাক রফতানী খাত নানা রকম সমস্যা মোকাবিলা করছে এবং জনশক্তি রফতানীর খাত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান নিতে হলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বিরাজমান সমস্যাগুলোর যৌক্তিক সমাধানের প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

অবশ্যই উঠবে। কিন্তু ফারাক্কা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দু'বার ভাষনদান ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি নেই। নির্বাচনের আগে ফারাক্কা ও পানি বন্টন সমস্যার সমাধানে বিএনপি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্পুক্ত করে কোন উদ্যোগ নিতে পারছে না। কেননা নির্বাচনের আগে আন্তবর্তীকালীন সময়ে বিএনপি এ ধরণের কোন ঝুঁকি নেবে না। বিএনপি এবারের নির্বাচনেও ফারাক্কা ও পানি বন্টন ইস্যুকে নির্বাচনী কার্ড হিসেবে ব্যবহার করবে। তবে এটা পারবে কতটা আস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে বলা কঠিন। কেননা গনম্যান্ডেট পেয়েও বিএনপি সাড়ে চার বছরের শাসনমালেও দ্বি-পাক্ষিকভাবে কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে লবী করে পানির হিস্যা আদায় করতে পারেনি। আর একটি মেয়াদকালে তারা এই ব্যর্থতার গ্লানি মোচন করতে পারবে, উত্তর বাংলায় জীবন-মরণের সম্মুখীন চার কোটি মানষ তা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বিএনপি'র ফারাক্কা রাজনীতি আইওয়াশমূলক। ভারতের সাথে কনফ্রন্টেশনকে বিএনপি ধারণ করতে পারত, যদি সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে মাওলানা ভাসানী-জিয়া লং মার্চের চেতনায় একীভূত করতে পারত। তবে বিএনপি'র ভিতরে এমন একটি শক্তিশালী লবী আছে, যারা ভারতের সাথে কনফ্রন্টেশনের সকল ঝুঁকি এড়িয়ে চলার পক্ষপাতি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই লবীটি আবার বিএনপি'র মুক্তিযুদ্ধের ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। এদের ধারণা সংঘাত নয়, আওয়ামী লীগের তুলনায় আরও বেশি ছাড় দিয়ে ভারতের নেক নজর ধরে রাখতে হবে। এদেরই প্ররোচনায় এখন সুঁই থেকে রসগোল্লা আর নাট-বল্টু থেকে ইট ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং উদার গণতন্ত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ভারতের মাড়োয়ারী পুঁজির হাতে তুলে দিয়েছে। এটা যদি বিএনপি সরকারের সাফল্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যকার পার্থক্য থাকবে না।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত শুক্রবার ১৭ নভেম্বর '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

জনস্বার্থ উপেক্ষার রাজনীতি আর কতকাল চলবে

--রাজনৈতিক সমীক্ষক

বিএনপি সরকার উন্নয়নের রাজনীতিতে কতটা সফল, সেই বিচার করবেন জনগণ বিচিত ভোটাররা। আর এই বিচারের রায় পাওয়া যাবে, প্রত্যাশিত নির্বাচনের মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী দয়া করে উন্নয়নের ঢোলটা এতটা উচ্চ নিনাদে আপনি নিজেই পিটাবেন না। অন্যকে ঢোল পেটাতে দিন, জনগণকে, বিচারকের মর্যাদায় সমাসীন রাখুন। জনগণের বিবেচনাবোধকে সম্মান করুন। বিচক্ষণ জনমত কখনও সঠিক রায় দিতে ভুল করেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটোক্রেটিক এরশাদের চশমায় ও গভীরতার ব্যঞ্জনার দ্যোতক। ..... আমি এবং আমার সরকার জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত জবাবদিহিতার মূলধারা অনুসরণে সচেষ্ট। শৃঙ্খলমুক্ত স্বনির্ভর স্বদেশ নির্মাণের যে স্বপ্ন মুক্তিযোদ্ধারা দেখেছিলেন, বিএনপি সেই পথেই আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য।

বেগম খালেদা জিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আমানের মতো অপরিপক্ক রাজনীতিকরা যখন বলেন যে, আওয়ামী লীগ ৫০টির বেশী আসন পাবে না, তখনও বিএনপির রাজনীতিতে হঠকারিতার আভাস প্রতিফলিত হয়। 'ফাউল টকের প্লেয়াররের' অতি আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার সুযোগ দিলে বিএনপি তার ফল পাবে।

বিএনপি আরও দু'বছর আগে যদি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিতে পারতো, তাহলে তাকে এখনকার মতো রাজনৈতিক জটিল আবর্ত ঠেলতে হোত না। বিএনপি সরকারের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীরা ক্ষমতা আমলে রাখার জন্য, 'ম্যাডামকে' যদি পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটাও চলমান রাজনীতিরই একটা অনুষঙ্গ। ক্ষমতার কলঙ্ক যাদের স্পর্শ করেনি, তারা

www.pathagar.com

ক্ষমতার ভার সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্ষমতা হচ্ছে দায়িত্ববানের বিনয় প্রকাশের মহত্তম আট।

বিএনপি সরকারের স্পীকার বিরোধী সদস্যদের পদত্যাগের বিষয়টি আদালতে না পাঠিয়ে সময় ক্ষেপনের দায় ঘাড়ে নিলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতো না। স্পীকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না বিএনপিকে রক্ষা করতে পেরেছে, না বিরোধী দলকে খুশী করতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী দলের স্টল ..... ইচ্ছেমতো বিরোধী দলের সাথে গোপনে প্রকাশ্যে অভিসারের সুযোগ দিয়েছিলেন। দলের মধ্যে ঘাদানিক সমকামি রাজনীতির জন্মদান বিএনপি'র জন্য 'বাম হঠকারিতার' কাছে আত্মসমর্পণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জামায়াত যেহেতু ক্ষমতার হিস্যা না পেয়েও সরকার গঠনে বিএনপিকে সহায়তা করেছে, সেই জামায়াতকে হোস্টাইল করে আওয়ামী লীগের মিত্র হবার সুযোগ করে দেয়া ঠিক হয়নি। সরকারি দল দেশ শাসন করলেও রাজনীতির ব্যাকরণ মতে, ক্ষমতার বাইরেও 'ফেউ' বা লেজ' রাখতে হয়। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি ও জবাবদিহি বিমুখ মানসিকতা সংসদের গ্রহণযোগ্যতা নস্যাৎ করে দিয়েছে। নতুন সংসদ নেত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আরও নিষ্ঠা প্রত্যাশিত ছিল।

জাতীয় সংসদে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দূনীতির অভিযোগ উঠলেও প্রধানমন্ত্রী বিষয়টিকে গিলেটিনে হত্যা করে ভুল করেছে। একজন মজিদ উল হককে ম্যাডাম মন্ত্রীসভায় অপরিহার্য মনে করে জনগণের কাছে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করেছেন। হরতালে সরকার ও বিরোধী দর কারও কিছু আসে যায় না। দুর্ভোগের দায়ভার বহন করতে হয় জনগণকে।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত শুক্রবার ২ জুন '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

দুষ্টু বলদের চেয়ে শুন্য গোয়াল ভাল

--আজিজুল হক বান্না

বিএনপি সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিমালায় সঙ্গতি সমন্বয় আছে বলে মনে হয় না। একজন বিতর্কিত সচিবের বদলি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে বিভেদ, বিতর্ক সস্তা ট্রেড ইউনিয়নিজম শুরু হয়েছে।

বিএনপি'র মন্ত্রীরা স্ব-দলের স্ব-গোত্রের লোকদের চেয়ে ভিন্ন দলের মাস্তানদের বেশি খাতির করেন, এমন অভিযোগ বিএনপি'র এমপি কর্মীরাই করেছেন। প্রশাসনের উপর দলের নয়, দলীয় রাজনীতির নয়, সরকারের নয়, খোদ মন্ত্রী এবং তাদের পরিবার পরিজন ম্যাডাম মন্ত্রী'দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায়ই প্রশাসন 'ছ্যাড়াব্যাড়া' হয়ে গেছে। প্রশাসনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখন কার হাতে সেটা বোঝাই কঠিন। মন্ত্রীসভার কোন কোন সদস্যের দরস্তপনার কাছে, রাজনৈতিক মাস্তানীর কাছে প্রধানমন্ত্রী যখন অসহায় হয়ে পড়েন, তখন আমরাও আঙ্কারা পাই সরকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার দক্ষতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা কঠোর, শ্রম, কৃচ্ছতা বেগম খালেদা জিয়ার কাছে কেউ আশা করেন না। তবে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় যদি কিছু লোকের চাকরি আত্মীয়কারণের নিস্কর্মা আখড়া হয়, তাহলে সরকারের ক্রেডিবিলিটি ধরে রাখার উপায় কি? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাইরের কেউ নয়, নিজেদের কোন্দলই দলের মেয়র নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ। প্রধানমন্ত্রী কোন কার্যকর সচিবালয় তৈরি করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মনিটরিং কার্যক্রম দুর্বল। রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তারা তসবীহ হাতে সময় পার করার তা'বীরে আছেন। শরীরে কেউ কাদা মাখতে চান না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ

www.pathagar.com

মোকাবিলা করা ছাড়াও সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুশাসন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর দফতরের যে একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কুশীলবরা তা ভুলে গেছেন। বিএনপি'র রাজনৈতিক 'ব্যাংক এণ্ড ফাইল' থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এবং প্রশাসনের সর্বত্র প্রধানমন্ত্রীর একটি বিকল্প অথচ অদৃশ্য ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মাথায় গণতন্ত্রের মুকুট পরিয়ে 'সম্রাজ্ঞী' বানিয়ে এরা নিজেদের বিকল্প প্রশাসন চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীকে নিজের ঘরের খবর সম্পর্কেই অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে। দলের গ্রাসরুটের নির্দয় মূল্যায়ন রিপোর্টও প্রধানমন্ত্রীর নীতি অবস্থানকে পরিবর্তন করতে পারেনি। বিএনপি'র একজন পুত্রহারা সংসদ সদস্য দুঃখ করে বলেছেন, তার পুত্র জবাই করে হত্যা করলেও দলের শীর্ষ নেতাদের কোন সান্তনা শোকবাণী তার কাছে পৌঁছেনি। বিএনপি'র চীফ হুইপ দলের একজন জুনিয়র নেতার সাথে বাড়ি দখলের নোংরা খেলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। চট্টগ্রামের দুই মন্ত্রীর ঝগড়া দলকে দুর্বল করে রেখেছে। মন্ত্রীরা ভাবছেন, নির্বাচনে জিততে না পারলে কিংবা সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে না পারলে এরশাদের মন্ত্রীদের মত বিদেশ পাড়ি দেবেন। কোন কোন শীর্ষ নেতা বিরোধী দলীয় নেত্রীর শামিয়ানার নিচে গিয়ে আগাম 'ঈদ শুভেচ্ছা' জানিয়ে গুণাহ মাফি পথ করে রাখছেন।

দৈনিক সিল্লাত শুক্রবার ২৬ মে '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

বিএনপি বালিয়াড়ীর উপর ক্ষমতার ফুলসজ্জা রচনা করিয়াছে

--পর্যবেক্ষক

অকর্মণ্য-অপদার্থ কিছু রাজনীতির ফড়িয়াক্যানভাসার সবসময়ই ক্ষমতার সামিয়ানার নিচে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। বর্তমান বিএনপি সরকারের

www.pathagar.com

আমলেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। চরিত্রহীন নীতিভ্রষ্ট রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ক্ষমতাসীন বিএনপি'র হালুয়া রুটি আত্মস্থ করে দলকে বিপাকে ফেলে উটপাখির মতো মাথা গুঁজে আত্মগোপন করতে শুরু করেছেন। বেগম জিয়া বালিয়াড়ির উপর ক্ষমতার ফুলশয্যা রচনা করেছেন। সরকারের অন্তত হাফ ডজন মন্ত্রী, নীতি নির্ধাণের যাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অসীম এবং বেগম জিয়াকে যারা প্রায় সার্বক্ষণিক চাটুকারিতার বাতাবরণে তুষ্ট করার কাজে ব্যস্ত থাকেন, অথবা যারা দেশের প্রকৃত চিত্র, দলের সাংগঠনিক অবস্থা গোপন করে প্রশান্তির বারোমাসী গেয়ে বাহবা কুড়াবার তালে থাকেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদেরই কদর বেশি। প্রধানমন্ত্রীর দয়ার মন। এসব শীর্ষ নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই সার সংকট ও কেলেংকারির জন্য দায়ী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে অপরাগতা প্রদর্শন করে এটা প্রমাণ করেছেন। সার সংকটের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের স্বরূপ উদঘাটন ও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। তবে কমিশন আরও দু'মাস সময় বাড়িয়ে নিয়েছেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমই যদি সার সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র নিরিখ হয়, তাহলে শিল্পমন্ত্রীর পদত্যাগ কিংবা বিসিসিআই'র চেয়ারম্যানের বাধ্যতামূলক চাকরীচ্যুতির কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা শুনেছি, প্রধানমন্ত্রী সার সংকটের সাথে সরাসরি জড়িত বলে কথিত একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বললে তিনি পাল্টা বলে দিয়েছেন যে, পদত্যাগ করলে গোটা সরকারকেই পদত্যাগ করতে হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন, তা অবশ্য জানা যায়নি।

www.pathagar.com

উপ-সম্পাদকীয়

অবস্থা যাচাই করে উন্নয়নের জোয়ার-ভাঁটা নির্ণয় করুন

--সমীক্ষক

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। আর এ উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে বর্তমান বিএনপি সরকার। তিনি আরও বলেছেন, দুর্নীতি ও অপচয় এখন অতীতের বিষয়। ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে অনেক বড় কথা খুব সহজেই বলা যায়, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ-বক্তৃতা বক্তব্যের প্রকৃতির সাথে স্বৈরাচারী একনায়কের বক্তব্যের প্রকৃতি যদি হুবহু মিলে যায় তাহলে গণতন্ত্র আর স্বৈরাচারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কষ্টকর। গণতান্ত্রিক সমাজে নিজের ঢোল কেউ নিজে পেটায় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুবাদে সরকারের সফলতা ব্যর্থতার মূল্যায়ন হয়ে থাকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায়ই। কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধান নির্বাহী নিজের ঢোল নিজেই পিটান। এতে কোন দোষ নেই। কেননা 'ওয়ান ওম্যান শো' পার্টিতে এটাই বোধহয় প্রত্যাশিত। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি জনসভায় সচিত্র প্রতিবেদন বিটিভি'র রাত আটটায় জাতীয় খবরে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, তাতে স্বৈরাচারী আমলে প্রতিকৃতিই ধরা পড়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরের সিডিউল বন্ধ করে শতকরা আশিভাগ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার ছবি ও বক্তব্য শোনানোর এই 'গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা' সত্যিই দৃষ্টিকটু এবং অশোভন। প্রধানমন্ত্রী ভাষণের উপর ভিত্তি করে বিটিভি ভিন্নভাবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারত। কিন্তু তা না করে বিটিভি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর প্রচারের শতকরা আশিভাগ সময় ব্যয় করলো প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ও বক্তৃতা শোনাতে। বর্তমান সরকার হয়তো মনে করছে যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার যদি বিটিভিকে মিয়া বিবির বাক্স বানিয়ে দিতে পারে, তাহলে

www.pathagar.com

জনগণের নির্বাচিত সরকার হিসাবে বিএনপি বিটিভিকে দলীয়করণের ব্যাপারে আরো হকদার। অনেকেই বলেন, বিটিভিকে বর্তমান সরকার বিবি-গোলামের বাক্স বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বিএনপি এখন চাকরি-বাকরিতেও দলীয় ক্যাডারদের ছাড়া কাউকেই ঢোকাচ্ছে না। তবে বিএনপি'র নামে বহুক্ষেত্রেই দু'নম্বরী মাল ঢুকে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। আর নিঃশেষ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পারিবারিক সদস্যরা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সততা ও কৃচ্ছাতার নীতি পরিহার করে এখন নাকি রকেট গতিতে বিত্তের বেসাতিতে নেমেছে। এর সত্যাসত্য যাচাই করার দায়িত্ব স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর। বিশেষ করে এ বিষয়টি এখন পাবলিক মিটিং এ আলোচিত হয়। সিনিয়র মন্ত্রী মজিদ উল হকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হয়নি। জ্বালানিমন্ত্রী ডঃ মোশাররফ হোসেন সম্পর্কে বাজারে অনেক কথা এবং এ ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় কথাবার্তা কম হয়নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও জানেন এটা। কিন্তু তিনি নিজেও মনে হয় দুনীতির প্রতিকার করতে অপারগ।

দৈনিক মিল্লাত শুক্রবার ২৪ মার্চ '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

সংলাপ অন্যরকম

--এক মওলা

চার বছরেও গণতন্ত্রের শিশুটি হাঁটতে শিখলো না, এখনও হামাগুড়ি দিয়েও হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গণতন্ত্রের সোহাগী শিশুটি। গণতন্ত্রের বিকল্প কি, সেটা রাজনীতিকরা জানেন। তবে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রবাহ যে ভাবে অবর্তিত হচ্ছে, তাতে মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বার্থে গণতন্ত্রের এই ভাংগা হাট জমিয়ে রাখতেই হবে। একদিকে বেনিয়া অর্থনীতির ধুরন্ধর কুশীলবদের অবাধা বিচরণ, অন্যদিকে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্ণচোরা

www.pathagar.com

নব্য এজেন্ট এনজিও আঁতেলদের ব্যবসায়ী-'শিল্পপতি-মন্ত্রীদের' আখের গুছিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় দেশের অর্থনীতির রুগ্ন দশা! বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রীর প্রেসক্রিপশন দেশের অর্থনীতিকে আমদানীমুখী করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক কলোনী করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া শাসক হিসেবে কেমন, সার-চাল সংকটের মোকাবিলায় তার সাফল্য কতটা, তার উপরই সবকিছু নির্ভর করবে।

সার সংকট-সংকটের তালিকায় একটি অভিনব সংযোজন। ইউরিয়া সার পেটের ক্ষুধার নিরাময় নয়। ফসলের ক্ষেত্রের খাদ্য বিদেশ আনতে হয় না, দেশেই উৎপাদিত হয়। জাতীয় চাহিদা পূরণ করেও উদ্বৃত্ত সার বিদেশে রফতানী করা যায়। তারপরও দু'শো টাকার ৫০ কেজি সারের ব্যাগ চারশ' সাড়ে চারশ' টাকায় বিকাচ্ছে। সারের অভাবে কৃষকের ক্ষেতের ইরি-বোরো হলদে বর্ণ ধারণ করেছে। সার কেলেংকারীর জন্য দায়ী হচ্ছেন জানাতিনেক মন্ত্রী, কতিপয় অসাধু আমলা এবং কিছু সুযোগ সন্ধানী সার ব্যবসায়ী। বেগম জিয়া এদের উপর খড়গহস্ত হতে পারবেন কিনা, সেটাই প্রশ্ন। সার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, বিপণন এককভাবে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যানের কাজ নয়। কোন মন্ত্রীর ছেলে, কোন মন্ত্রীর ভাতিজারা সার ব্যবসার সাথে যুক্ত, প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দাদের ফাইল দেখে তা জানতে পারবেন। ৩ লাখ টন ভারতীয় নিম্নমানের এসএসপি সার আমদানীর হুকুম দিয়েছিল কারা? 'শক্ত মানুষ" অর্থমন্ত্রী এটা জানেন না, একথা বলা যাবে না। মন্ত্রিসভার মধ্যে 'ফ্যামিলি ট্রাই' করে ব্যবসা-বাণিজ্য লুট-পাট ভাগাভাগি করা হচ্ছে। এরশাদের জিনাতের আত্মীয়রা এ সরকারের মাথার তাজ। হায়রে গণতন্ত্র, হায়রে 'আপোষহীন' নেতৃত্ব।

www.pathagar.com

দৈনিক সিল্লাত ৮ মার্চ '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

পক্ষ বিপক্ষ --নিরপেক্ষ

ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার বেশ বেকায়দায় আছে। বিজ্ঞজনরা বলছেন- ওদের ভাগ্য মোটেও সুপ্রসন্ন নয়। তা না হলে সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার বাড়তি সুযোগ হতোনা বিরোধী দলগুলোর। বলতে কি, চাল, সার, কাগজসহ অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসের ঊর্ধ্বগতি বিদ্যমান রাজনীতিতে বাড়তি ইস্যু হয়েছে সন্দেহ নেই যার দরুন আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু কর্মসূচী পালনের ভেতর দিয়ে বিরোধী দলগুলো এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোন অধিকার নেই। কারণ তারা জনগণের দাবি পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা। ফলে বিরোধী দলগুলো চাল, সার, কাগজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১২ ও ১৩ মার্চ হরতাল পালনের পর ১৬ মার্চ দেশের প্রতিটি থানায় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ঘেরাও কর্মসূচী পালনকালে বিভিন্ন স্থানে মিছিল, সমাবেশ, সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, গুলীবর্ষণ হয়েছে। সার বিতরণকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে পুলিশের গুলীতে প্রাণ গেছে কলেজ ছাত্র আতিকের। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় আহতের সংখ্যা শতাধিক। এদিকে ঘেরাও কর্মসূচী পালনকালে সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থানা নির্বাহী অফিস প্রাঙ্গণ থেকে ২০০ বস্তা সার লুট হয়েছে। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এই সার পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া বিরোধী দলসমূহের কর্মসূচী মোতাবেক গত ১৯ মার্চ ছিল দেশের সকল জেলা প্রশাসন ও রাজধানী ঢাকায় খাদ্য অধিদফতর ঘেরাও। ২৩ মার্চ রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচীও পালন করা হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটও পৃথকভাবে আন্দোলনের যে কর্মসূচী নেয় তারই

www.pathagar.com

অংশ হিসাবে ঢাকায় ২৫ মার্চ বেলা ১২টা পর্যন্ত হরতাল তবে রক্ষে এই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে কারো কোন আন্দোলন কর্মসূচী নেই তবে ২৮ মার্চ রয়েছে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী। সামনে আসছে আরো কিছু কর্মসূচী যার মধ্যে ৪ ও ৫ এপ্রিল স্কপ আহূত ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি এই হচ্ছে, দেশের হাল হকিকতের অসম্পূর্ণ এক বিবরণ যা প্রকৃত পরিস্থিতির খন্ডচিত্র মাত্র। সর্বোপরি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের চাপ বিরোধী দল কর্তৃক তো অনেক আগে থেকেই সরকারের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে যা বহন করার মতো কিংবা মোকাবিলার শক্তি-সামর্থ্য এ সরকারের আছে কিনা সেটা হয়তো সময়ই বলে দেবে। তবে বর্তমানে জনগণের সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিজনিত সংকটাপন্ন পরিস্থিতি। প্রশ্ন উঠেছে, আমনের উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও চালের দাম অস্বাভাবিক কেন, কেনইবা সার সংকট ও এর অগ্নিমূল্য? সরকারইতো কিছুদিন আগে সাফাই গেয়েছেন দেশের ৬টি সার কারখানায় রেকর্ড পরিমাণ সার উৎপাদিত হয়েছে এদিকে ছ'মাসের বেশী সময় পার হয়ে গেল খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় সরকার আনতে ব্যর্থ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে খোলা বাজারে নিউজপ্রিন্টের দাম দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে যায় এবং এর রেশ ধরে বেড়ে যায় অন্যান্য কাগজের দাম। অনেক পত্রিকাই চাহিদা অনুযায়ী কাগজ পাচ্ছে না। অবশ্য এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে মিল কর্তৃপক্ষের ঢালাও দুনীতি আর অসাধু ডিলারদের কারসাজি ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখটা এই, এতসব অপকর্মের কান্ডারীদের গলায় ফাঁন পড়েনি, উচ্চমূল্যের ফাঁসির রজ্জু ঝুলছে রীতিমতো নিরীহ লোক তথা ক্রেতাদের ঘাড়ে।

www.pathagar.com

দৈনিক মিল্লাত বুধবার ১১ অক্টোবর '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি

--নাবিল নওশাদ

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই অবনতি শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা মহানগরীতেই ঘটেনি, সারাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ঢাকা মহানগরীর চাইতে কো অংশেই কম নয়। গত কয়েকটিন যাবৎ সংঘটিত ছিনতাই, খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি দেখে, উর্ধ্বতন মহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এমন কোন দিন বাকী নেই, যেদিন দেশের কোথাও না কোথাও অপরাধী ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে না। পুলিশের নাকের ডগায় সংঘটিত এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সচেতন মহল পুলিশ তৎপরতা সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এ অবনতিশীল পরিস্থিতিতে পুলিশবাহিনীর আন্তরিকতা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গত ২ অক্টোবর '৯৫ (সোমবার) রাতে ঢাকার সন্নিকটে আড়িখোলা ষ্টেশনের অদূরে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী মহানগর পূর্ব আন্তঃনগর ট্রেনে এক ট্রেন ডাকাতি সংঘটিত হয়। এ ট্রেন ডাকাতিকে 'স্বরণকালের ভয়াবহ' ট্রেন ডাকাতি বল পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, ঐদিন ৮টা ৪০ মিনিটে আড়িখোলা স্টেশনে প্রবেশের পূর্বমুহুর্তে একটি রেল কালভার্টের কাছে হোস পাই' খুলে দিয়ে ৩০/৩৫ জন রাইফেল ও এনএমজি সজ্জিত মুখোশধারী ডাকাত ট্রেনটি থামায় এবং বর্ণিত অস্ত্রের মুখে দীর্ঘ ৫০ মিনিট ট্রেনটি আটকে রেখে ৫ শতাধিক যাত্রীর সবস্ব ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

স্বরণকালের এ ভয়াবহ ট্রেন ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার মাত্র দু'দিন পর ৪ অক্টোবর '৯৫ (বুধবার) সংঘটিত হয় একটি ট্রিপল মার্ডার। এর আগে ৩০

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর '৯৫ (শনিবার) দিবাগত রাতে চাঁমেলীবাগে কিসলু নামের এক চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। পুরনো ঢাকার বাংলাদেশ মাঠেন পাশে নির্জন স্থানে প্রতিপক্ষের রিভলবার ও পিস্তলের গুলীতে তিন সন্ত্রাসী চাঁদাবাজের নিহত হওয়া এবং তার আগে কিসলু হত্যাকান্ড দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনতিরই সাক্ষ্য বহন করছে। ধারণা করা হচ্ছে মোটা অংকের চাঁদা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের জোর হিসাবে কিসলু এবং তার অপর তিন সহযোগীর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশের আশঙ্কা এ সন্ত্রাসীচক্রের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের জের ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ট্রেন ডাকাতি, কিসলু হত্যাকান্ড টিপ্রল মার্ডার ইত্যাদির জুট খুলতে না খুলতেই ৫ অক্টোবর '৯৫ বৃহস্পতিবার রাজধানীর অভিজাত এলাকা ধানমন্ডিতে ৪ জন ছিনতাইকারী প্রকাশ্য দিবালোকে কমান্ডো কায়দায় হামলা চালিয়ে বেক্সিমকো গ্রুপের ১৬ লক্ষাধিক টীকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনাকে ও সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় ছিনতাই ঘটনা বলে পত্র পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এক সূত্রে প্রকাশ দু'বছরে রাজধানীতে ৮ শতাধিক ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে এবং এসব ছিনতাইয়ের ঘটনায় প্রায় ২ কোটি টাকা লুট হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কার খবর হচ্ছে, লুট বা ছিনতাই হওয়া মালামাল উদ্ধার করা তো দূরের কথা, বিয়ষটিও তেমন সন্তোষজনক নয়।

এক সহযোগী দৈনিক প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রকাশ, গত ৫ বছরের মধ্যে চলতি বছর সর্বোচ্চসংখ্যক অপরাধ সংঘটিত হতে চলেছে। পুলিশ সুত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত প্রতিবেদনে প্রকাশ গত বছর প্রথম ৬ মাসে দেশের বিভিন্ন থানায় মোট ৩৭ হাজার ৪টি অপরাধমুলক মামলা দায়ের হয়েছে। অথচ চলতি বছর প্রথম ৬ মাসে বিভিন্ন তানায় ৪০ হাজার ২শ' ৩১টি মামলা দায়ের হয়েছে। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ৬ হাজার ২শ' ২৭টি অপরাধ বেশী সংঘটিত হয়েছে। এ হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের প্রথম ৬ মাসে সারাদেশে খুন হয়েছে ১

www.pathagar.com

হাজার ২শ' ৭০টি গত বছর একই সময়ে যার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫০টি। '৯৪ সালের প্রথম ৬ মাসে দাঙ্গাসহ খুনের ঘটনা ১শ' ৭৩টি। চলতি বছর ('৯৫ সালের) প্রথম ৬ মাসে দাঙ্গাসহ খুনের ঘটনা দাঁড়িয়েছে ২শ' ২০টি। প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ এ বছরের প্রথম ৬ মাসে সংঘটিত অপরাধমূলক ঘটনার মধ্যে নারী নির্বাচন ও নারী ধর্ষনের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ২৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছর ৬শ' ২০ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। ধর্ষনের রেকর্ড করা হয়েছে ২শ' ৮৩টি। অথচ গত বছর একই সময়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫শ' ৪০টি এবং ধর্ষনের শিকার হয়েছে ২শ' ৩১জন। গত বছরের প্রথমাংশে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৭শ' ৪৬টি। এ বছরের প্রথমাংশে যায় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮শ' ৭০টি। চলতি বছর প্রথম ৬ মাসে ডাকাতি মামলা হয়েছে ৪শ' ২১টি। ছিনতাই ও চুরির সংখ্যা চলতি বছর যথাক্রমে ৬শ' ৬৫ এবং ৪ হাজার ৮২৩টি, গত বছর যা ছিল যথাক্রমে ৫শ' ৫৩ এবং ৪ হাজার ১শ' ২৯টি। এ বছর চোরাচালান মামলা হয়েছে ১ হাজার ৪০টি, গত বছর ছিল ৯শ' ৯৮টি।

না আমরা পরিসংখ্যানের বছর আর বাড়াতে চাই না। দেশের সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে পাঠকরা কম বেশী অবহিত। শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীই নয় দেশের সর্বত্র সশস্ত্র সন্ত্রাসের অধিকাংশই রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় সংঘটিত হয় আসছে।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক চিৎকারের দৃষ্টিতে বি এন পির শাসনামল

সাপ্তাহিক চিৎকার ২৪-৩০ এপ্রিল '৯৪

কবে জানি পতিতা বাঈজিরা সতীত্বের দাবিতে রাস্তায় নামে

--এ এফ এম ফয়েজউল্লাহ

মোর্শেদ খানের মত স্বৈরাচারের একনিষ্ঠ সেবককে খালেদা জিয়া প্রথমে সরকারের পরে দলের উপদেষ্টা বানিয়েছেন। এরপর আর তাঁকে স্বৈরাচারী বললে কার মুখ চেপে ধরা যাবে? মোর্শেদ খানের তত্ত্বাবধানে জাপান সফর করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার ইমেজ ক্ষুন্ন হয়েছে। সবাই বলে একটা যমুনা সেতু প্রকল্পের চুক্তি নয় মোর্শেদ খানের ভাগ্যে সেতু চুক্তি করেছেন।

মোর্শেদ খান একজন খেলাফী ঋণ গ্রহীতা। এবি ব্যাংক থেকে ২১০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার জন্যে আবার উত্তরা ব্যাংক থেকে ২১০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। আবার উত্তরা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের জন্যে আইএফআইসি পরিচালকরা রাজি না হওয়ায় মোর্শেদ খান ভগ্নিপতি অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে ৪০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার কারণে জহুরুল ইসলামও ঋণের জন্যে সালমান রহমানকে পরিচালক পদ থেকে বাদ করিয়েছেন। দুই খেলাফীর ধাক্কাধাক্কিতে এক খেলাফী ধরা পড়েছে। এ কনকর্ড কামাল এরশাদের বাড়ি নির্মাণের টাকাই দেয়নি বিগ্রেডিয়ার জাফরের বাড়ি নির্মাণ থেকে শাকিলা জাফরের বাসায় সোফা, কার্পেট, খাট সরবরাহ থেকে যাবতীয় খরচ দিয়েছে। এখন ব্যারিস্টার রফিকের বাড়ির টাকা কে দিচ্ছে? কনকর্ড কামাল আসলে ব্যারিস্টার রফিক লালবাতি জ্বালিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেন। তাহলে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে এরশাদ কি দোষ করেছিলেন? বাংলা মটরে কামাল যে বহুতল বিশিষ্ট এপার্টমেন্ট তৈরি করেছে এটাতো এরশাদ আমলে নয় খালেদার শাসনামলেই তৈরি করেছে। তাহলে ইদানীংকার

www.pathagar.com

লুটপাটের জন্যে কামালের সহযোগী কে হবে? তাই তাঁকে ও তাঁর সরকারকে দুর্নীতির হোতা বলতে শেখ হাসিনা দ্বিধা করছেন না। তাঁর ব্যর্থতা, ফালুর প্রশাসন চালুর কারণে দুর্নীতি, লুটপাট, লাম্পট্য সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এজন্যই দানবীয় শাসন প্রতিষ্ঠাকারী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা দেয়ার পরও বিএনপি সরকারকে গণতন্ত্র হত্যাকারী, সন্ত্রাসী বলে গালাগালি করার বৈধ সুযোগ পাচ্ছে।

এমতাবস্থায় দেশের পতিতালয়গুলো থেকে যদি মিছিল বের হয় আর শ্লোগান তোলে "গৃহবধু কুলবধুরাই অসতী তাহলে তাও সহ্য করতে হবে; আর এজন্যে খালেদা জিয়াই দায়ী থাকবেন। স্বৈরাচারী এরশাদতো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু খালেদা জিয়া সে সুযোগ পাবেন কিনা সেটাই সন্দেহ, সেটাই চরম দুর্ভাগ্য এদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির।

দিগন্ত ২১-২৭ মে '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

আজকের গুজব আগামী দিনের গজব। এরশাদ ছিলেন দূর্নীতির নায়ক আর খালেদা------?

--এ এফ এম ফয়েজউল্লাহ

গত রোববার (১৪ই মে) জিগাতলায় যুবদল ৪৮ নং ওয়ার্ড এর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাশারকে গুলী করে হত্যা করেছে তাদের দলেরই অপর গ্রুপ। কিন্তু যুবদল নেতারা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বোঝানো হয়েছে, অন্যদলের লোকেরা তা করেছে। এহেন জঘন্য মিথ্যাচার করে কোন লাভ হবে কি? কারণ কারা মেরেছে কারা প্রতিপক্ষের বাড়ীতে আগুন দিয়েছে

www.pathagar.com

তাতো এলাকার হাজার হাজার লোক জানে। অন্য কোন দলের লোকের বাড়ীতেতো আগুন দেয়নি বা হামলা করেনি। তাহলে কেন কাশি দিয়ে পাদ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা? সারাদেশে দলীয় সন্ত্রাস চলছে।

প্রধানমন্ত্রীকে কতবার বলেছি, ভাই বোন পুত্রকে নিয়ন্ত্রণ করুন। তানাহলে একদিন দেখবেন এরশাদীয় দুর্নীতি কুকীর্তির বিরুদ্ধে যেভাবে লিফলেট বের হতো তার চেয়ে বেশী হবে আপনার বেলায়। কারণ এরশাদ আমলে কোন বাকস্বাধীনতা ছিলনা। এখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ- অন্তুতঃ ক্ষমতাসীনরাতো বারবার এ দাবি করছেন। সুতরাং এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কথাবার্তা বলা হতে পারে যা শুনলে কানে আঙ্গুল, জিহবায় কামড় দিতে হবে। এখন তাই হচ্ছেনা কি?

প্রধানমন্ত্রীর পিএস ফালু ঘরে বৌ বাচ্চা রেখে যেভাবে আর একজনের বৌ ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছে তাকি সে পারতো খালেদা জিয়ার পিএস না হলে? এরপর যখন অভিযোগ হলো তখনও তিনি কেন তাকে সেখানে রেখেছেন? মানুষ কি এর পেছনে 'কেন' খুঁজে বেড়াবেনা? দাপটা দেখিয়ে, রক্তচক্ষু দেখিয়ে, অস্ত্রধারী দিয়ে দু'একজন সাংবাদিকের কলম বন্ধ করার চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের মুখ বন্ধ করা কি সম্ভব হবে?

বিচিত্রা ৪-১০ জুন '৯৫
উপ-সম্পাদকীয়

বোবা ছবি ও আমলাদের বাড়াবাড়ি

-এ এফ এম ফয়েজউল্লাহ

গত ২৫ মে দৈনিক ইনকিলাবসহ একাধিক দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং স্যামের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

পানীয় ভর্তি গ্লাস হাতে টোষ্ট করে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী তখন তিন দিনের সরকারি সফরে দক্ষিণ কোরিয়া অবস্থান করছিলেন। রাজধানী সিউলের ব্লু হাউজে প্রভাবাধীন কিম তাঁকে স্বাগত জানান।

ইসলামী ধর্মীয় প্রভাবাধীন জনগোষ্ঠী একে কিভাবে গ্রহণ করেছে তা কি বিএনপি কর্তারা অনুধাবন করতে পেরেছেন? আর রয়টার প্রেরিত ছবিটি অন্যরাও পেরেছিল, কিন্তু সবাই ছাপেনি। তবে ইনকিলাব মোক্ষম ছবিটি ছেপে সাংবাদিকতার ছোবল কিভাবে দিয়েছে তা কি টের পেয়েছেন? অথচ আর কত পত্রিকার ভাগ্য কেড়ে নিয়ে ইনকিলাবের পেট ভরিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর অফিসেরই একজন কর্মকর্তা। শেষ দিন এমনকি শাহাবউদ্দিন সরকারের প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রধানমন্ত্রী থাকা কালেও টাঙ্গাইলের সুতী, জামদানী পড়া খালেদা জিয়া কোথায়? দেশে থাকলে গায়ে একটি ওড়না থাকে, কিন্তু বিদেশে গেলে তা থাকেনা কেন?

শেখ হাসিনার মাথায় কাপড়তো পড়েনা, যদিও তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করেন। অথচ খালেদা জিয়ার মাথায় কাপড় কেন খসে পড়ে?

আজ গণতন্ত্র পেয়ে সীমা লংঘন করবেন এটা মেনে নেয়া যায়না। আবার এজন্যে খালেদা জিয়াকেই দায়ী করতে হয়। কারণ তাঁর দুর্বলতা তারা জেনেছে বলেই ফর্ণা বিস্তার করার সাহস পেয়েছে। তিনি দুনীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে ক্ষমতায় এসে দুনীতিবাজদের বিচারতো করেনইনি উপরন্তু তাঁর ভাই-বোন পুত্রকে-পিএসকে দুনীতির ওজিএল ইস্যু করেছেন। আর এখানেই তাঁর দুর্বলতা। তা না হলে তিনি যদি তাঁর ভাই পুত্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করবেন তাহলে সচিব আমলারা বাপ বাপ করেও শান্তি পেতোনা।

www.pathagar.com

হলিডের পরামর্শ কি খালেদা নিবেন?

--এ, এফ, এম ফয়েজউল্লাহ

Neither Politics nor law and order is safe in the hands of the Home Minister. Mr. Matin Chowdhury Should alone for yasmeen's death by standing down. or Begum Zia should Immediately ask him to quit. Ministers are not forever! (Holiday, sep. 1. 1995)

আজ যে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সে বিএনপি'র দুর্দিনের চাকাকে সুদিনের দিকে ঘুরাতে আমার মত অনেকেই বহু কষ্ট করেছে। কিন্তু কেউই পুরস্কৃত হবার বদলে তিরস্কৃতই শুধু নয় লাঞ্ছিত হয়েছেন মন্ত্রী। কিন্তু পথসভায় আশুদ্ধ বাংলার বিশুদ্ধ উচ্চারণে বক্তৃতা করে যে তাঁর মত লোক মন্ত্রী হননি তা অন্যরা বুঝলেও বোঝার মত যোগ্যতাও তাঁর নেই। অথচ এমন একজন ব্যক্তির হাতেই তুলে দেয়া হয়েছে আইন প্রয়োগের স্পর্শকাতর হাতিয়ারটি।

কিন্তু দুঃসহ বেদনার সাথে বলতে হয় তিন আপোষহীন নেত্রীর পোষাক খুলে ফেলে দিয়ে নিম্নস্তরের আপোষকামিতার পোষাক পরিধান করলেন। চলে গেলেন গণমানুষের আশা আকাঙ্খা থেকে বহু যোজন পথ দূরে।

শহীদ জিয়া যা কল্পনা করেননি তার চেয়ে মারাত্মক পদঙ্খলন ঘটলো তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঝে। শহীদ জিয়ার নাম ভাঙ্গিয়ে তাঁর আপন সহোদরও কোন সুবিধা পাবার কথা চিন্তা করার সাহসও পায়নি। কিন্তু এখন সোনা চোরাচালানীর নায়করাও খালেদা জিয়া, তারেক জিয়ার নামে দাপট দেখায়।

www.pathagar.com

এরশাদ দুর্নীতি করেছে তাই তার বিচার করার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি কিন্তু এরশাদের সাথে যারা চাকরি করত তারা কর্নেল ব্রিগেডিয়ার ব্যাংকের কর্মকর্তা হয়েও যা করতে পারেনি খালেদা জিয়ার পিএস ফালু তার চেয়ে হাজার লক্ষ গুণ বেশী করেছে। কিন্তু কেন? এটা কি বেগম জিয়ার আপাত্য স্নেহের সুযোগেই সম্ভব হয়েছে নাকি এর পেছনে আরো কোন অব্যক্ত অকথিত কারন আছে যার সুযোগ এরা নিলো আর বেগম কিয়া অসহায় বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন? এতদিন কেউ বলেনি স্পষ্ট করে। কিন্তু এখন বলতে শুরু হয়ে গেছে। ঠেকাবার পথ কি? বহু আগেই বলেছিলাম, একদিন আসবে যেদিন এদের অপকর্মের উদাহরণ দিয়ে ওরা এমন কথা বলবে যা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হবে, জিহবায় কামড় দিতে হবে।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২৬ মার্চ '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

খালেদার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কিন্তু এমনতো হবার কথা ছিল না ---এ, এফ, এম ফয়েজউল্লাহ

বেগম জিয়ার ভাই বোনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অভিযোগ বহুদিন যাবৎই শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিবের রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ, জ্ঞান অজ্ঞাত সূত্রে অগাধ অর্থ সম্পদের মালিকানা অর্জন তদবির ব্যবসা ইত্যাদি অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি দরুণভাবে ক্ষুন্ন করেছে।

এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্কতা অবলম্বর করতে বলায় সহৃদ হিসেবে ধন্যবাদ প্রাপ্তির বদলে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়েছে আমাদের। উপকারে অপকার হিতে বিপরীত

www.pathagar.com

কথার সত্যতা আবারো প্রমাণিত হলো। কিন্তু বুঝতে চাইলেন না ক্ষমতার দাপটে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। প্রধানমন্ত্রীর ভাই মেজর (অবঃ) সাঈদ ইস্কান্দার মাত্র সেদিন কি ছিলেন আজ তিনি কিভাবে এত অর্থ সম্পদের মালিক হলেন তাকি প্রশ্নের জন্ম দেবে না? গত মঙ্গলবার পত্রিকায় ড্যান্ডি ডাইং এর প্রসপেক্টাস ছাপা হয়েছে। ৫০ কোটি টাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় যাদের নাম আছে তাদের মাত্র ৪ বছর আগের সম্পদ হিসাব করলে জবাব দিতে পারবেন কি?

কথিত শিল্প প্রতিষ্ঠানটির মতই রহমান নেভিগেশন লিঃ এরও কয়েকজন অংশীদার আছেন। কিন্তু অন্য অংশীদারদের কেউ চিনে না। তারা প্রশাসনসহ বিভিন্নমহলে নিজেদের পরিচয়ে কোন কাজ করে না, সর্বত্র তারেক রহমান ও সাঈদ ইস্কান্দারের নাম ভাঙ্গায়। ফলে মানুষের কাছে এককভাবে তারা চিহ্নিত হচ্ছে নানা অবৈধ প্রভাব ও তৎপরতার দায়ে। প্রায় দু' বছর খানেক আগে সাম্পাহিক চিৎকারে বলা হয়েছিল একদিন প্রকাশ্যে এসব দুনীতির কথা বলা শুরু হবে।

সাপ্তাহিক চিৎকার ২৩-২৯ এপ্রিল '৯৫

উপ-সম্পাদকীয়

এক শানকি ভাতই তাদের কাছে গণতন্ত্র

--নূরুল ইসলাম মনি

একটি নির্ভেজাল আলোচনায় আমি দেশবাসীকে আহবান জানাচ্ছি এবং বুঝে নিতে চাচ্ছি সত্যি সত্যি গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারের মধ্যে পার্থক্য কোথায় কোথায়। গণতন্ত্রের কারণে জনগণ কোথায় কোথায় উপকৃত হয়েছে বা হচ্ছে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, গণতন্ত্র পাবার কারণে মোটাদাগের যা যা পরিবর্তন চোখে পড়ার মত তা হল ১. স্বৈরাচারের প্রধান একজন পুরুষ ছিল, গণতন্ত্রের প্রধান একজন মহিলা। ২. স্বৈরাচারের সময় দেশে জনপ্রতিনিধিরা ছিল জেলা ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। জেলা পরিষদটা এখন বাতিল করে আমলাদের হাতে দেয়া হয়েছে আর উপজেলাটাকে পুরাপুর বাতিল করে দেয়া হয়েছে। ৩. যেহেতু স্বৈরাচারের সময় মন্ত্রী পরিষদের ঘন ঘন রদবদল হত এখন তা পুরাপুরি বাতিল করা হয়েছে। ৪. স্বৈরাচারের সময় স্বাধীনতাবিরোধী গোলাম আযম দেশের নাগরিতত্ব পায়নি। গণতন্ত্রের সময় তার মীমাংসা হয়েছে। ৫. তখন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল নিরংকুশ, এখন তা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ৬. স্বৈরাচারের সময় ফারাক্কার পানি কিছুটা পাওয়া গেলেও এখন তা পাওয়া যাচ্ছে না। ৭. তখন স্বৈরাচার দাতাদের হাতের পুতুল না হবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত দাতাদের চাপ সহ্য করেও ভ্যাট বসায়নি। গণতন্ত্র পুরাপুরি দাতাদরে হাতের পুতুল সেজেছে। ৮. স্বৈরাচারের সময় (শেষের দিকে) সংসদে মনোনীত মহিলা সদস্য ছিলনা, গণতন্ত্র স্বৈরাচারের সংসদে পাশ করা ত্রিশজন মহিলা সদস্যদের শক্তিতে এখনো বেঁচে আছে। ৯. স্বৈরাচার যে টাইটেল পায়নি, গণতন্ত্র সে সিদ্ধান্তহীনতায় বেষ্টিত অযোগ্য সরকারের মুকুট মাথায় ধারণ করে আছে। ১০. স্বৈরাচারের সময় সংসদ বিরোধী দল ছাড়া বসতনা এখন প্রতি ২ মাস অন্তর ক্ষেত্র বিশেষে আরো তাড়াতাড়ি বসে। ১১. স্বৈরাচার উচ্চাদালতকে যা করতে পারেনি, গণতন্ত্র তাই করেছে। বিতর্কিত। ১২. স্বৈরাচারের সময় সংসদকে কোর্ট কাচারী করতে হয়নি এখন অবশ্য তা করতে হয়েছে। ১৩. মানবাধিকার লংঘন করে এমন আইন স্বৈরাচারের সময় পাশ না হলেও গণতন্ত্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস দমন আইন নামক একটি আইনও আমরা পাশ করেছি, ওটা স্পেশাল পাওয়ার এক্ট এর পাশাপাশি চলেছে। ১৪. আগে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকজন স্বৈরাচারের সাথে যোগদান করত আর এখন স্বৈরাচারে বিশ্বাসীই নয় খোদ স্বৈরাচারের জন্মদাতারাও গণতন্ত্রের দলে যোগদান করছে। ১৫. স্বৈরাচার যে ভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে কিছু গণতন্ত্র সব কিছু ছেড়েও ক্ষমতায় থাকতে জান বাজী রেখেছে। ১৬. স্বৈরাচার সংবিধান লংঘন করেছে মার্শাল লম্ব এর নামে আর গণতন্ত্র সংবিধান লংঘন করেছে গণতন্ত্রের

www.pathagar.com

নামে। ১৭. স্বৈরাচার বিরোধীদলের কথায় খানিকটা হলেও কর্ণপাত করেছে, গণতন্ত্র এ ব্যাপারে কানে তুলো দিয়েছে। ১৮. মোদ্দা কথা স্বৈরাচারের সময় যে মানুষ গরীব ছিল তারা এখনো গরীবই আছে। তাদের অবস্থার কোন হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না। স্বৈরাচার যেভাবে রেডিও টিভিতে উন্নয়নের রাজনীতির জোয়ারের কথা বলত গণতন্ত্র ঐ একই ক্যাসেট এখনো বাজিয়ে চলছে। স্বৈরাচারের জনসভায় যেমন প্রচুর লোক সমাগত হত, নেতাদের রাগী রাগী ভাষণ শোনার জন্য এবং হেলিকপ্টার দেখার জন্য। গণতন্ত্রের জনসভায়ও প্রচুর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করানো হয় নেতাদের রাগী ভাষণ শোনাবার জন্য, গণতন্ত্রের নামাবলী শোনবার জন্য।

আজকের কাগজ মঙ্গলবার ৯ আগষ্ট '৯৪

ক্ষমতায় এসে বাড়ি বানিয়েছে বিএনপি'র পাঁচ মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আয়ের উৎস জানতে চেয়েছেন--প্রতিবেদন

ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির পাঁচ মন্ত্রী বাড়ি বানিয়েছেন। এ নিয়ে খোদ বিএনপিতে এখন চলছে তুলকালাম কাণ্ড। প্রধানমন্ত্রী বাড়ির হিসেব এবং আয়ের উৎস জানাতে বলেছেন। বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এ জন্য তিনি ক্ষুব্ধ। কিন্তু মন্ত্রীরা বলেছেন, কালো টাকা নয় বৈধ পথেই তারা বাড়ি বানিয়েছেন। কিন্তু অন্য কয়েকজন মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রীত্ব করে তারা যে বেতন পান তা দিয়ে সংসারই ঠিকমতো চলে না। এসব বাড়ি বানানোর ঘটনা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে। শুধু মন্ত্রীরা নন, ক্ষমতার তিন বছরে বিএনপির অনেক সাংসদও ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। নির্বাচনের আগে এসব নিয়ে কথা উঠবে।

একজন মন্ত্রী রাজউকের বরাদ্দ ৩ কাঠা থেকে ৯ কাঠা পেয়েছেন। ঐ ৯ কাঠায় করেছেন প্রসাদোসম বাড়ি। ঐ মন্ত্রী তার ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছেন,

www.pathagar.com

ব্যাংক লোনের টাকা বাড়ি করেছেন। কিন্তু ব্যাংক লোনের টাকার সঙ্গে বাড়ির মূল্যের সামঞ্জস্য নেই বলে অনেকে মনে করেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন উৎস থেকে যে খবর এসেছে তাতেও এরকম তথ্যই পাওয়া গেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অন্য একজন মন্ত্রী এরশাদের দেয়া কূটনৈতিকের চাকরি ছেড়ে একরকম প্রায় চালচুলোহীন অবস্থায় ঢাকায় আসেন। সে সময় তিনি থাকতেন বিএনপির এক নেত্রীর বাসায়। বর্তমানে তিনি প্রতিমন্ত্রী। সেই (অবঃ) কাম কূটনৈতিক এমপি হবার পরপরই ব্যবসা, পত্রিকা জাকিয়ে বসেন। একটি আবাসিক ফ্লাট কিনেছেন তিনি ঢাকা শহরের কেন্দ্র স্থলে। ফ্লাটটির দাম ৩০ লাখ টাকার কাছাকাছি বলে জানা গেছে। ঐ মন্ত্রী তেজগা শিল্প এলাকাতেও অফিস করেছেন। অবশ্য তার ঘনিষ্ঠদের কাছে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এসব করা।

আরেক মন্ত্রী যিনি বিএনপির শুরুর লগ্ন থেকেই আছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে ছিলেন। মন্ত্রীর আগেই অভিজাত এলাকায় একটি বাড়ির মালিক হয়েছিলেন। এই মন্ত্রীর অবশ্য আগে থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য ছিলো। কিন্তু মন্ত্রী হবার পর তার বাড়ি করার কি দরকার ছিলো এ নিয়ে কথা উঠেছে। মন্ত্রী অবশ্য সংসদেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, মন্ত্রীদের কি বাড়ি বানানোর অধিকার নেই।

একজন মন্ত্রী যিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সংসদে তোলপাড় হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মন্ত্রী হবার পর তাকে নিয়ে নানারকম কথা উঠেছে। তিনি অবশ্য বাড়ি করেছেন বেনামে কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর ঘনিষ্ঠদের কাছে তিনি বাড়ির কথা স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও বাড়ি করছেন একজন প্রতিমন্ত্রীও। মন্ত্রীরা অবশ্য বলেছেন, মন্ত্রীদের বাড়ি বানানোটা বড় করে দেখা হচ্ছে। অনেক সাংসদ যে বিএনপির দৌলতে নিজেদের জন্যে ভাগ্য ফিরিয়েছেন, সেটা দেখা হচ্ছে না। কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, সবার অসঙ্গতিই খুঁজে দেখা হচ্ছে। আয়কর বিভাগ, দুনীতি দমন এ ব্যাপারে তৎপর।

www.pathagar.com